চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
Sister
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 1 June, 2020 ■ আগরতলা, ১ জুন, ২০২০ ইং ■ ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রেকর্ড বৃদ্ধি, একদিনে ৪৫ জন করোনা আক্রান্ত

লকডাউন ৫.০ শুরু আজ থেকে, নতুন নির্দেশিকা জারি, রাজ্যে পরিবর্তন হতে পারে জোন চিহ্নিতকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। একদিনে করোনায় রেকর্ড সংক্রমণ মিলেছে ত্রিপুরায়। সেই সাথে করোনায় আক্রান্তের গণ্ডি তিনশো পার হয়ে গেছে। রবিবার দুই দফায় করোনা সংক্রমনের ৪৫ জনের সন্ধান মিলেছে। এদিন দুপুরে ১১ জন এবং রাতে ৩৪ জন করোনা আক্রান্তের খবর প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী টুইট করে বলেন, গতকাল রাত থেকে দুপুর পর্যন্ত ৮১০ জনের নমুনা পরীক্ষায় ১১ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাঁরা সকলেই চেন্নাই থেকে ফিরেছেন। সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী ফের টুইট করে জানান, আজ আরও ৬৩৩টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ৩৪ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তারাও সকলে চেন্নাই থেকে ফিরেছেন। সব মিলিয়ে আজ ৪৫ জন করোনা সংক্রমিতের সন্ধান মিলেছে। তাতে ত্রিপুরায় সর্বমোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩১৬।

ইতিপূর্বে গত ২৭ মে একদিনে ৩৪ জন করোনা সংক্রমিতের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। রবিবার দুপুরে নতুন করে ১১ জনের করোনা সংক্রমণের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। তারাও চেন্নাই থেকে সংক্রমিত হয়ে ত্রিপুরায় ফিরেছেন। তাতে, দুপুরে সব মিলিয়ে ত্রিপুরায় করোনা-য় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ২৮২।

প্রসঙ্গত, গতকাল বাংলাদেশ ও মহারাষ্ট্র ফেরত ১৭ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছিল। আজ আরও ১১ জনের করোনা সংক্রমিতের ঘটনায় বহিঃরাজ্য ফেরত ত্রিপুরার নাগরিকদের ওই মারণব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। আজ ৪৫ জন নতুন করে আক্রান্তের ঘটনায় ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৩১৬ জন করোনা-য় সংক্রমিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১৭১ জন সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ১৪২ জন করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রয়েছেন। তিন জন ত্রিপুরার বাইরে চিকিৎসাধীন।

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, আজ করোনা সংক্রমিতদের অধিকাংশই সিপাহীজলা জেলার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, সিপাহীজলা জেলায় ২৬ জন, গোমতী জেলায় ৬ জন, ধলাই জেলায় ৫ জন, দক্ষিণ জেলায় ৩ জন, পশ্চিম জেলায় ৩ জন এবং ঊনকোটি জেলায় ২ জনের আজ কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। বর্তমানে ধলাই জেলা বাদে সিপাহীজলা জেলায় সবচেয়ে বেশী করোনা আক্রান্ত রয়েছেন।

এদিকে, কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব তথা ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারপার্সন ৩০.০৫.২০২০ তারিখ লকডাউন সম্পর্কিত কিছু নির্দেশিকা জারি করেছেন। এতে কন্টেইনমেন্ট জোন এর বাইরে সমস্ত এলাকায় নির্দেশিকার ১ নং প্যারায় উল্লেখিত কার্যকলাপ ছাড়া বাকি সবকিছু পর্যায়ক্রমে খেলার অনুমতি (আনলক-১) দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পরামর্শ অনুযায়ী ৮ জুন, ২০২০ থেকে ধর্মীয় স্থান, হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পরিষেবা ও শপিংমল খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তেমনি রাজ্যের ভিতর এবং বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে মালপত্র ও মানুষের যাতায়াতের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা রাখা হয়নি তবে রাজ্যগুলি চাইলে মানুষের চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারবে। সেজন্য জনগণকে প্রচারের মাধ্যমে অবগত করতে হবে।

তাই এরাজ্যেও এনইসি ঘোষিত লকডাউনের নিয়মাবলী ৩০.০৬.২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে তবে নিম্নোক্ত পদক্ষেপের মাধ্যমে- রাতের কার্ফু (রাত নয়টা থেকে সকাল পাঁচটা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক বিজ্ঞাপ্তি জারি করবেন। তাছাড়া লকডাউন নির্দেশিকার প্যারা ৪ এ উল্লেখিত নিয়মাবলী কন্টেইমেন্ট জোন কার্যকর হবে এবং সেজন্য জেলা শাসকবিজ্ঞপ্তি জারি করবেন। তবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের ১৫ এপ্রিল, ২০২০ তারিখে জারি করা আদেশ অনুসারে যদি কোন কন্টেইনমেন্ট জোন এ ১৪ দিন পর্যন্ত কোন নতুন রোগী পাওয়া না যায় তাহলে সেটিকে অরেঞ্জ জোন হিসেবে বিবেচনা করা হবে। সেখানে সংশ্লিষ্ট জেলা শাসক সিদ্ধান্ত অনুসারে কার্যকর হবে। কিন্তু, কন্টেইনমেন্ট জোন এর জন্য নির্ধারত কার্যকলাপ চলবে ২৮ দিন পর্যন্ত। যদি কোন নতুন রোগী না পাওয়া যায়। ২৮ দিন পরেই সেই এলাকা সমস্ত নিষেধাজ্ঞা মুক্ত হবে।

১৭ মে, ২০২০ তারিখে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জারি করা আদেশে স্বাস্থ্য কর্মী, পুলিশ, সরকারী আধিকারীক ও পর্যটক সহ আটকে পড়া মানুষকে আশ্রয় দিতে হোটেল ও অন্যান্য যাত্রীবাস খুলতে পারবে বলে জানানো হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ২৪ মে, ২০২০ তারিখে জানানো হয়েছে যে, পর্যটন এবং বাণিজ্যিক কারণে ভ্রমণকারী লোকদের জন্যও বিমান, ট্রেইন, বাসের টিকিট প্রদর্শন সাপেক্ষে হোটেল খোলা যাবে।তবে, রেস্টুরেন্ট খোলা যাবে একমাত্র ৮ জুন থেকে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশবাসীর সেবা ভাবনাকে কুর্নিশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (হি. স.)।। করোনা মোকাবিলায় দেশবাসীর নিরন্তন সংগ্রাম ও সেবা ভাবনাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার রেডিওতে সম্প্রচারিত মাসিক মন কি বাত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে করোনা ভাইরাস খুব দ্রুত ভাবে ছড়িয়ে পড়েনি। মৃতের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। দেশবাসী সংকল্প এবং সংযম এর জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। যা আমরা এখনো পর্যন্ত বাঁচাতে পেরেছি সেটাই আমাদের সাফল্য। যা হারিয়েছ তার জন্য আমরা দুঃখিত।

কিন্তু করোনার বিপদ এখনো কেটে যায়নি। তা সমানভাবে বিপদজনক। করোনার বিরুদ্ধে লড়াইকে জনগণ নেতৃত্ব দিয়েছে। এই সংকটকালে দেশবাসী যেভাবে সেবা ও ত্যাগ করেছে তা অনুকরণীয়। সেবার মধ্যেই যে আত্মতৃপ্তি। সেবার মধ্যেই যে জীবনের প্রকৃত মানে তা বুঝিয়ে দিয়েছে দেশবাসী। চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, সাংবাদিক, পুলিশের মত ফ্রন্টলাইন ওয়ারিয়র নির্ভীকভাবে ত্যাগ স্বীকার করে সেবা করে গিয়েছেন দেশবাসীর। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী দুটি উদাহরণ দেন। তিনি বলেন বলেন, তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ের বাসিন্দা মোহন একটি সেলুনের মালিক। মেয়ের লেখাপড়ার জন্য সে পাঁচ লাখ টাকা জমিয়েছিলেন। কিন্তু সেই অর্থ দিয়ে বর্তমানে সে গরীব মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ত্রিপুরার আগরতলার গৌতম দাস ঠেলাওয়ালা। এমন পরিস্থিতিতে তিনিও আর্তের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। পাঞ্জাবের পাঠানকোট এর বাসিন্দা ভাই রাজু একান্ত নিজস্ব উদ্যোগে ৩০০০ মাস্ক ভেরি করে সাধারণের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি ১০০ পরিবারের খাওয়া-দাওয়ার দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। নমো অ্যাপ এর মাধ্যমে এই সব জানতে পারা গিয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী এ দিন জানিয়েছেন।

করোনা মোকাবিলায় উদ্ভাবন এবং যোগাভ্যাস যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে রবিবারের মন কি বাত অনুষ্ঠানে তা মনে করিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিনের মন কি বাত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতারা জানতে চাইছেন যোগাভ্যাস এবং আয়ুর্বেদ কি পথ দেখাতে পারে। যোগাভ্যাস যে করোনা মোকাবিলায় খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। তা যে শরীরের ইমিউনিটি বাড়াতে সক্ষম। সেটা এদিনের মন কি বাত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এসএফআই'র রক্তদান শিবিরে দুস্কৃতিদের হামলা, আহত আট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। রাজধানী আগরতলা শহরে রামনগর গার্লস স্কুলে বাম ছাত্র যুব সংগঠন আয়োজিত রক্তদান শিবিরের হামলা চালাল দুষ্কৃতীরা। দুষ্কৃতিকারীদের হামলায় রক্তদান শিবির ভন্ডুল হয়ে যায়। দুষ্কৃতী হামলায় সাত-আটজন বাম কর্মী সমর্থক আহত হন। আহতদের মধ্যে এস এফ আই-র রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেবকে চিকিৎসার জন্য আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। শাসক দল বিজেপির দুস্কৃতিকারীরা এই হামলা করেছে বলে অভিযোগ। এ ব্যাপারে পশ্চিমা আগরতলা থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতারের সংবাদ নেই। এ ধরনের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সিপিআইএম নেতৃবৃন্দ। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে লকডাউন চলতে থাকায় রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে রক্তের সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। রাজ্য সরকার এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে বারবার রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও অন্যান্য সংগঠন গুলির প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। সেই আহবানে সাড়া দিয়ে এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের অঙ্গ হিসাবে বাম ছাত্র যুব সংগঠন রবিবার আগরতলায় রামনগর গার্লস স্কুলে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। রক্তদান শিবির এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিরোধী দলনেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। রক্তদান শিবির চলাকালে ৪০-৫০ জন দুষ্কৃতিকারী রামনগর গার্লস স্কুলে ঢুকে রক্তদান শিবির ভন্ড করে দেয় এবং আয়োজকদের ওপর হামলা সংগঠিত করে বলে অভিযোগ।

দুষ্কৃতীদের হামলায় এস এফ আই রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব, সিপিআইএম সদর বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক শুভাশিস গাঙ্গুলী এবং নারীনেত্রী ভট্টাচার্য সহ সাত-আটজন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আপনার দোকান বা ঠেলাগাড়ি দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকার পর পুনরায় খুলতে ভীত হবেন না। আপনাদের মূলধনের সমস্যার সমাধান করা হবে এবং বোঝা লাঘব করা হবে।

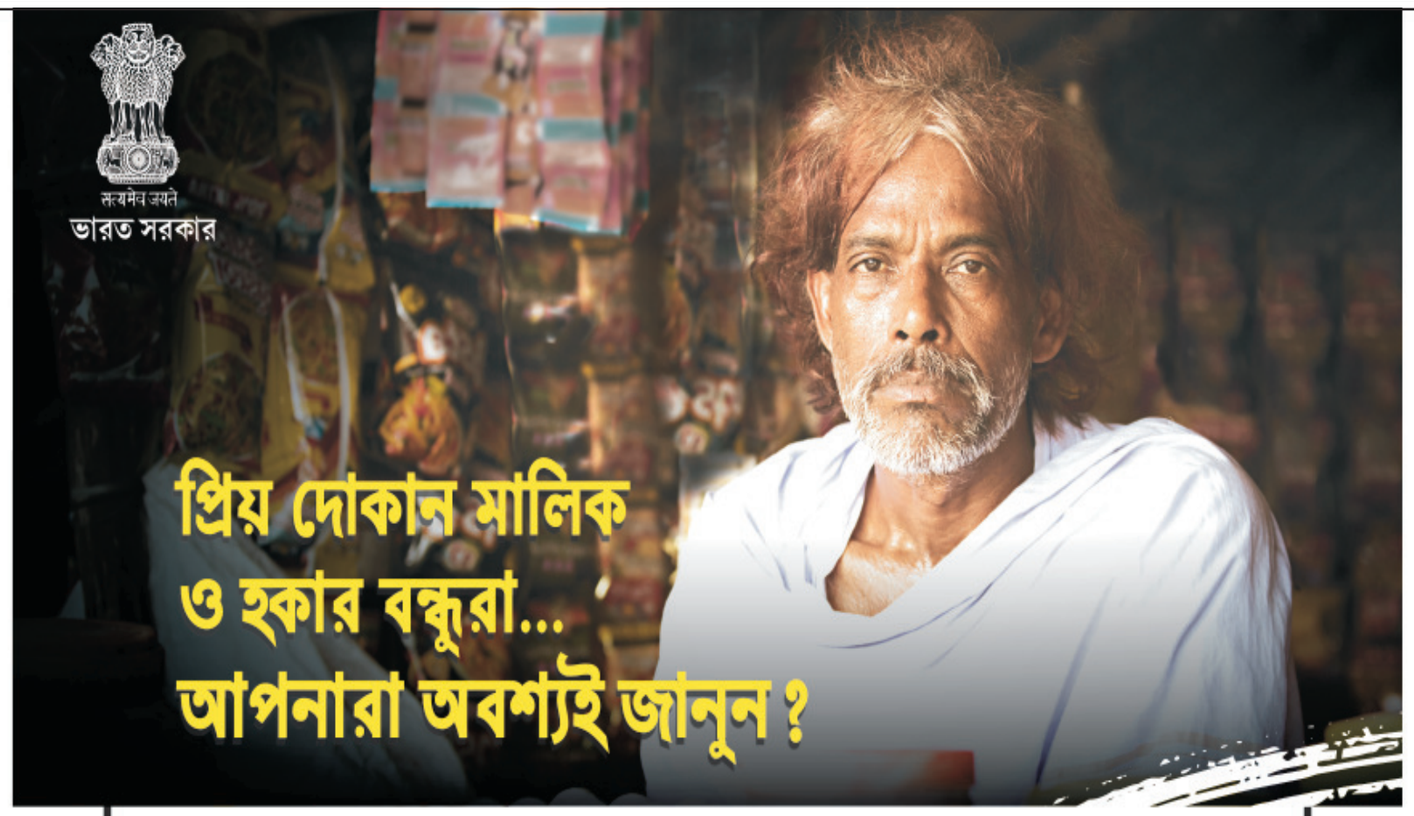

● মুদ্রা শিশু ঋণ সহায়তার আওতায় ছোট ব্যবসা ও কুটির শিল্পের জন্য ১,৫০০ কোটি টাকার সুদ ছাড় ঘোষণা করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় সুফলভোগী বার্ষিক ২ শতাংশ হারে এক বছর সুদ ছাড় সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

● রাস্তার হকারদের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় ৫০ লক্ষ রাস্তার হকার ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ সহায়তা পাবেন। এই সুবিধা গ্রহণের জন্য যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে যোগাযোগ করুণ।

আপনার সাফল্য আমাদের দেশের জয়

"আসুন, আত্মনির্ভর ভারত গঠনে শপথ নিই"
- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

davp 22112/13/0001/2021

For more information, visit - transformingindia.mygov.in/aatmanirbharbharat

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২২৮ ▫ ১ জুন ২০২০ ইং ▫ ১৮ জ্যৈষ্ঠ ▫ সোমবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বিপর্যস্ত শিক্ষাব্যবস্থা

লকডাউন এর জেরে বন্ধ হইয়া গিয়াছে বিদ্যালয়। যে পড়ুয়া মিড ডে মিলের জন্য বিদ্যালয়ে আসিত সেও ভুলিয়া গিয়াছে বিদ্যালয়ের দরজা। আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া গ্রাম ত্রিপুরার মানুষের সন্তানদের শিক্ষা গ্রহণের একমাত্র জায়গা হইল সরকারি বিদ্যালয় গুলি। বিশিষ্টজনদের মতে এই লক ডাউন এর ফলে স্কুলছুট হওয়ার সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। পঞ্চম দফার লকডাউনকে প্রধানমন্ত্রী প্রথম পর্যায়ের লক-ইন বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। পঞ্চম তলার লোক ডাউনে বেশ কিছু ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হইয়াছে। কিছুদিনের মধ্যেই শপিংমল, ধর্মীয় স্থান সহ বিভিন্ন সংস্থা খুলিয়া দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষাঙ্গন খুলিয়া দেবার কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই। অন্তত জুন মাস পর্যন্ত সর্বত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হইয়াছে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলিয়া দিলে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ আরো বাড়িয়া যাইবে। কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা তাহাতে আক্রান্ত হইবে । ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষিত রাখিবার জন্যই কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আরো বেশ কিছুদিন বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্তে অনড় রহিয়াছে।এই সিদ্ধান্তের ইতিবাচক দিক যেমন রহিয়াছে তেমনই ভয়ংকর অভিশাপ ডাকিয়া আনিবে শিক্ষার্থীদের জন্য। শিক্ষাঙ্গন বন্ধ থাকিবার ফলে বছরের নির্দিষ্ট শ্রেণীর যে নির্দিষ্ট সিলেবাস বা পাঠ্যক্রম তা কি করিয়া সম্পন্ন হইবে? বিদ্যালয়ের দরজা খুলিতে এখনো অনেক দিন বাকি। বিদ্যালয় খোলা থাকিলেও অনেক সময় শিক্ষকরা ক্লাস করেন না বলিলেই চলে। বিশেষ করিয়া গ্রাম পাহাড়ে শিক্ষার পরিবেশ এখনো সেই ভাবে গরিয়া উঠে নাই। শুধুমাত্র শহর ও শহরতলীর আলাকার শিক্ষার পরিবেশকে বিচার করেই রাজ্যের সর্বত্র শিক্ষার মান বিচার করা সমচিন হইবে না। দীর্ঘ লকডাউন আর সময় রাজ্য শিক্ষা দপ্তর অনলাইনে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করিয়া শিক্ষার্থীদের খানিকটা হইলেও শিক্ষা দেবার চেষ্টা করিয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী পদক্ষেপ। এই ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইলে শিক্ষার্থীর বাড়িতে টিভি কিংবা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন থাকা বাঞ্ছনীয়। গরিব গ্রাম পাহাড়ের মানুষের বাড়ি ঘরে এই ধরনের সুযোগ-সুবিধা খুব কমই রহিয়াছে। বেসরকারি স্কুল গুলির শিক্ষক-শিক্ষিকারা অনলাইনে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এই লকডাউন সময় কালে শিক্ষা দিয়েছেন। এই ক্ষেত্রেও ৫০শতাংশের বেশি ছাত্র ছাত্রী ক্লাসে অংশগ্রহণ করিতে পারে নাই নানা কারণে। সরকারি স্কুলে পাঠরত বিশেষ করিয়া গ্রাম পাহাড় এলাকার মানুষজনরা আর্থিক সামর্থ্য না থাকার কারণে লক ডাউনএর সময় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করিতে পারেন নাই, ছেলেমেয়েদের সেই সুযোগ দিতে পারেন নাই অভিবাবকরা। অথচ গরিব ঘরের ঐসব ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পড়াশোনার যথেষ্ট আগ্রহ রহিয়াছে। সরকার অবশ্য লকডাউন চলাকালে ওই সব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বাড়িঘরে পৌছাইয়া দিয়াছে। একথা অনস্বীকার্য যে, স্কুল ছুটের সংখ্যা কমানোর লক্ষ্যেই সরকার বিদ্যালয়গুলিতে মিড ডে মিল প্রথা চালু করিয়াছিল। তাহাতে অবশ্যই স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের পুষ্টির অতিরিক্ত যোগান দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। ইহার ফলে বিশেষ করিয়া খেটে খাওয়া মানুষদের সন্তান পড়াশোনা চালাইয়া যাইবার সুযোগ পাইয়াছে। অবশ্য এই বিষয়টি নিয়া যথেষ্ট বিতর্ক রহিয়াছে। একাংশ শিক্ষাবিদদের মতে, মিড ডে মিল চালু করিবার ফলে শিক্ষার্থীদের পুষ্টির যোগান দেওয়া সম্ভব হইলেও আসল কাজ কিন্তু হয় নাই। শিক্ষার প্রসার সেই অনুযায়ী ঘটানো সম্ভব হয় নাই।

লকডাউন এর কবলে পরিয়া একদিকে যেমন দেশের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে ঠিক তেমনি শিক্ষা স্বাস্থ্যসহ যাবতীয় ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীরা হইল দেশ জাতি ও সমাজের মূল মেরুদন্ড। তাহাদের সঠিক পথে পরিচালিত করিতে না পারিলে ভবিষ্যত অন্ধকারে ডুবিয়া যাইবে। বর্তমান প্রতিযোগিতার বাজারে শিক্ষাই হইল সবচেয়ে বড় উপায়। শিক্ষার উপর নির্ভর করিয়াই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অগ্রসর হইবে। লকডাউন

" পরবর্তী পরিস্থিতিতে যাহাতে শিক্ষাব্যবস্থাকে চাঙ্গা করিবার উপযুক্ত পরিবেশ গড়িয়া তোলা যায় সেই জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রতিটি রাজ্য সরকারকে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় শিক্ষাব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবে।

বাঙালি হিন্দুর 'সর্বনাশ ও বিলুপ্তি' আসন্ন, তথাগত রায়ের মন্তব্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ৩১ মে (হি. স.):বাঙালি হিন্দুর "আসন্ন সর্বনাশ ও বিলুপ্তির কথা ভেবে কম্পিত হচ্ছি"। এই মন্তব্য করেছেন মেঘালয়ের রাজ্যপাল তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপি-র প্রাক্তন সভাপতি তথাগত রায়। রবিবার তাঁর এই ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে প্রবল প্রতিক্রিয়া হয়। প্রথম এক ঘন্টায় উত্তর দেন ২৬ জন।লাইক পড়ে শতাধিচক।

তথাগতবাবু লিখেছেন, "লকডাউনের রবিবার সকালে কিছু চিন্তা। আমি খুব বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাচ্ছি বাংলাদেশের যুবসম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ ইসলামী মৌলবাদের দিকে ঝুঁকছে। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে ভোটব্যাংক রাজনীতির জন্য মোল্লা-তোল্লা তো আছেই। পশ্চিমবঙ্গে একের পর এক অস্ত্রকারখানা আবিষ্কার; বড় করিমের মতো সন্ত্রাসবাদী ধরা পড়া ইত্যাদি আগামী দিনে বাঙালি হিন্দুর সমূহ বিপদেরই ইঙ্গিত দেয়।এর মধ্যে সামান্য আশার আলো দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু যুবকদের চৈতন্য উদয়ের মধ্যে।কিন্তু সেখানেও বিপদ, কারণ বাঙালি হিন্দুদের নেতৃত্ব দেবার মতো স্বচ্ছ চিন্তার নেতা কেউ নেই। যাঁরা আছেন তাঁরা বহুধা বিভক্ত, চিন্তার স্বচ্ছতার অভাব এবং তা রূপায়নের ক্ষমতার অভাব। বাংলায় যে বিবেকানন্দ শ্যামাপ্রসাদের কথা বলে, হিন্দু কেন বিপদগ্রস্ত তা বুঝিয়ে সমর্থন চাইতে হবে, গোমূত্র গোচোনার, হনুমানজির কথা বলে নয়, এই উপলব্ধিটাই অনেকের। অপরপক্ষে মাদ্রাসাগোষ্ঠী দৃঢসংঘবদ্ধ, একমুখী এবং মধ্যপ্রাচ্যের তেলের টাকায় বলীয়ানঊ অতএব কি যে হবে আমার মাথায় আসছে না - বাঙালি হিন্দুর আসন্ন সর্বনাশ ও বিলুপ্তির কথা ভেবে কম্পিত হওয়া ছাড়া। ব্যক্তিগতভাবে আমার একটাই সান্ত্বনা, হতে হতে হয়তো আমার ওপারের ডাক এসে যাবে। কিন্তু বসে বসে সর্বনাশ দেখাও যথেষ্ট কষ্ট। '

প্রতিক্রিয়ায় অসীম রায় রাজপুত লিখেছেন, 'স্যার আমরা মুশিদাবাদে দিন দিন লক্ষ্য করছি সামাজিক অর্থনৈতিক ভাবে শান্তির লোকদের উপর নির্ভর হয়ে পড়ছি. মুশিদাবাদে আর পাঁচ বছর ঠিক থাকবো তার পর কোনও কুড়ো ঘরে।'

সুব্রত বসু লিখেছেন, 'এর কারণ শিক্ষিত হিন্দু সমাজ কোদালকে কোদাল বলতে ভয় পায়, সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত হবার ভয়ে।মজার ব্যাপার এই দাগিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা তার নিজের লোকেরাই করবে। ফলে তার অস্তিত্বের সংকট দেখা দেবে।এই ভয় কিন্তু মুসলিম সমাজে নেই।'

বাবাই কানরার লিখেছেন,' খুব খাঁটি কথা লিখেছেন স্যার।'আমার বাংলা আজ খুঁজছে এমন একজন নেতৃত্ব, যে কিনা আজকের যুবদের নতুন দিশা দেখাবে। আশা রাখছি আগামী দিন অন্ধকার না আলোকময় হবে সবার বাংলার। '

পিকে রায় লিখেছেন,' বড় সংবেদশশীল অনুভূতি। আমাদেরও অনেকের একই ভাবনা। অন্তস্থ: শক্তির ও সাধনার কাজ থেমে নেই। মাতৃকৃপায় উত্তরণের আলো আসবেই। '

শ্যাম সুন্দর লিখেছেন, "বঙ্গের যুবকেরা নতুন কিছু দিশার পথে অগ্রসর হতে চাইলেও, একালীন বিপর্যস্ত সমাজ তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চায়। চৈতন্যের উদয় আসলেও অকালে অস্ত যাচ্ছে পরিস্থিতির অসভ্য চাপে।'

অর্ণব ভট্টাচার্য লিখেছেন,' ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগিয়ে তোলা যায় কিন্তু যারা ঘুমের ভান করে আছে তাদের জাগানো মুশকিল।

বেকার সমস্যার সমাধান কোন্ পথে ?

হরিগোপাল দেবনাথ

বর্তমান সময়ে বেকার সমস্যা শুধু যে এ রাজ্যেরই সমস্যা তা তো নয় ---এ সমস্যা ভয়াবহ ও দৈত্যাকার রূপ নিয়েছে। সারা ভারত জুড়ে। ১৩০ কোটি মানুষের দেশ ভারত এখন প্রায় ৮ কোটির মত হবে শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা—দেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৬ শতাংশ। এতো চাট্টিখানি কথা নয়। অনেকের মতে, ভারতের দুর্নীতি, মুদ্রাস্ফীতি, সাম্প্রদায়িকতা, আর্থিক মন্দা ইত্যাদির মতই বেকার সমস্যাটিও জাতীয় সমস্যাই বলা যায়। আর ভারতেরই এক পশ্চাদপদ প্রান্তিক রাজ্য ত্রিপুরায় এই বেকার সমস্যা এতই তীব্রতর রূপ ধারণ করেছে যে, রাজ্যের হিতৈষী মহলে এই সমস্যা যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে, রাজ্যের নিজস্ব আয়ের সংস্থানের উৎস যেহেতু প্রায় শূন্যের কোঠায় এ অবস্থায় শুধু রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক বিভিন্ন দপ্তরসমূহে আর কত সংখ্যক কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হবে, তাও কিন্তু যথেষ্ট ভাবনার বিষয়। রাজ্যে শিল্প কারখানা বলতে এখন যা আছে এসবের ওপর ভরসা করা আকাশের কোলে ইমারৎ নির্মাণের স্বপ্ন দেখার মতই অনেকটা। তাই ভারতে হবে নতুন কোন দিশা নিয়ে। আর এই প্রসঙ্গেই আলোচনার জন্য এই আলোচ্য নিবন্ধের অবতারণা।

তাহলে প্রথমেই দেখে নিতে হচ্ছে, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্যে কর্ম সংস্থানের অনুকুল কী কী সম্ভাবনা রয়েছে ও সেই সব সম্ভাবনা সমূহকে বাস্তাবিয়ত করে তুলতে হলেও কী কী ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন রয়েছে আর উক্ত ব্যবস্থাগুলো রূপায়নেরই বা কতটুকু সযোগ সুবিধে রয়েছে ইত্যাদি। তবে, এ প্রসঙ্গে আগেভাবেই বলে নেওয়া সঙ্গত যে, বেকারসমস্যা সমাধানে কর্মসংস্থানের প্রধানতঃ দু'রকমের ব্যবস্থা আমাদের গ্রহণ করতে হবেঃ- (ক) স্বল্প মেয়াদী ব্যবস্থা ও (খ) দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা। স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থাসমূহ নেওয়া হবে মূলতঃ আশু প্রয়োজন মেটাবার জন্যে ও সাময়িক কালের জন্য লক্ষ্য স্থির রেখে আর দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা নেওয়া সমীচীন হবে সমাধানের স্থায়ীরূপ দেওয়ার উদ্দেশ্য।

এ প্রসঙ্গে আমাদের মহান দার্শনিক ও প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ, শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকারের রচিত যুগোপযোগী সামাজিক অর্থনৈতিক তত্ত্ব প্রাউট দর্শন (প্রগতিশীল উপযোগ তত্ত্ব) এর কিছু গাইড লাইন বা পরমার্শ আমরা হাতে নিতে পারি। আর এ ব্যাপারে প্রয়োজন মনে করছি, শুরুতেই আমাদের শ্রী সরকার বিরচিত সুসন্তালীত অর্থনীতি (Balanced econmy)সম্পর্কে একটু জেনে নেওয়া দরকার। শ্রী সরকার সমাজ ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে ঢেলে সাজিয়ে নেবার মহৎ পরিকল্পনা নিয়েই সুপারিশ করেছেন বিকেন্দ্রিত অর্থনীতির কেননা কেন্দ্রীকৃত অর্থনীতি হল মূলতঃ পুঁজিবাদী অর্থনীতির আধারিত। তাই, পুঁজিবাদের সমর্থক বা ধারক বাহকগণ তাদের উৎপাদন, উৎপাদিত পণ্যসমাগ্রী বাজারজাত করণ, সস্তায় শ্রমিক সংগ্রহ কাঁচামাল, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, শক্তি ইত্যাদির জন্যে পরিবহণের সুবিধা রয়েছে--- সাধারণত এতসব চিন্তাগুলো মাথায় রেখেই তবে তাদের শিল্পোদ্যোগ বা ব্যবস্থা স্থাপনে পরিকল্পনা হাতে নেয়। সে কারণেই শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গেছে। তাতেই উন্নয়ন তথা বিশাল ভাবের ক্ষেত্রে একদেশদর্শিতার দোষ আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকেও গ্রাস করে রয়েছে। তাই শ্রী সরকার চেয়েছেন— দেশের বা রাজ্যের প্রতিটি স্থানকেই সমান তালে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে, তবেই সমাজের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সফল হয়ে উঠবে। তাই পরিকল্পনা হাতে নেবার আগেই চিন্তা করতে হবে উদ্যোক্তাদের, যাতে করে এলাকার প্রতিটি সম্ভাবনার প্রতিটি বস্তুর ও প্রত্যেক ব্যষ্টির সর্বাধিক উপযোগ নেওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠে। এরই প্রতিফলন ঘটেছে প্রাউট-প্রবক্তার প্রদর্শিত সুসন্তলিত অর্থনীতিতে।

তাতে বলা হয়েছে---একটি নির্দিষ্ট এলাকার তথা রাজ্যের বা রাষ্ট্রে মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশ এর অধিক মানুষ কৃষি ব্যবস্থায় যুক্ত থাকবে না। ৪০ শতাংশ এর বেশি লোক কৃষিতে আবদ্ধ থাকলে ওই এলাকাটির শিল্পেদ্যোগ মার খাবে ও তাতে প্রয়োজনীয় অর্থাগম না হওয়াতে পরিপূর্ণ বিকাল ঘটবে না। আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ৭০ শতাংশ লোক কৃষিতেই জড়িয়ে থাকছে। আবার ৩০ শতাংশ এর কম লোকও যদি কৃষিতে থেকে যায় ওই সংশ্লিষ্ট এলাকাটির খাদ্যাভাব কোনদিনও ঘুচবে না। কৃষির পরেই এবার শিল্পের পালা। শিল্প হবে প্রধানতঃ দুরকমের (ক) কৃষি নির্ভর ও (খ) কৃষি সহায়ক। (ক) কৃষি নির্ভর শিল্প গড়ে উঠবে মূলত এলাকায় কৃষিজাত কাঁচামালের ওপর নির্ভর করে। যেমন, ধান চাষের ফলেও উৎপন্ন চাল থেকে নডুল বা পিঠেজাতীয় দ্রব্য, শিশুখাদ্য ইত্যাদি তৈরি, ধানের খোসা থেকে ভোজ্য তেল, চালের চুষ বা কুড়ার সহেগ চূনামাটি বা পাথর মিশিয়ে সিমেন্ট ইত্যাদি তৈরি হবে। এরকম ভাবে, কাঁঠাল থেকে জ্যাম জেলি , অ্যালকোহল, কাঁঠালের বোখা থেকে প্রেটিন জাতীয় খাবর বীজ থেকেও পুষ্টিকর খাবার ইত্যাদি তৈরি করা সম্ভব। এবারে (খ) কৃষি সহায়ক শিল্প কারখানায় থাকবে---কৃষি যন্ত্রপাতি, যথা পাম্পসেট, পাওয়ার টিলার, নিড়ানী যন্ত্র ধান মাড়াই যন্ত্র কোদাল, কীটিনাশক সার উন্নত জাতের বীজ, কৃষি রোগ নাশক ইত্যাদি তৈরির ব্যবস্থা। উল্লেখ্য যে উক্ত দু প্রকারের শিল্পের প্রতিটিতে ২০ শতাংশ করে শিল্পক্ষেত্রে মোট ২০ শতাংশ বা ২০ শতাংশ বা ৪০ শতাংশ লোক নিযুক্ত থাকবে। আর বাকী ২০ শতাংশ-এর মধ্যে ১০ শতাংশ লোক থাকবে স্কুল, কলেজ, অফিস -আদালত ইত্যাদি মিলিয়ে হোয়াইট কালার জব নিয়ে আর বাকী ১০ শতাংশ-এর দ্বারা গড়ে তোলা হবে কৃষি শিল্প, যথা— সাইকেল, বাখি, গাড়ি, ইত্যাদির টায়ার টিউব, বৈদ্যুতিক পাখা, প্রসাধনী বা বিলাস দ্রব্য ইত্যাদি। এতাবেই, প্রাউটের সিদ্ধান্তমতে---(কৃষিতে ৪০+ শিল্পে ২০,২০+২০+১০ শতাংশ হোয়াইট কলার কবে ১০ শতাংশ) অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে ১০০ শতাংশ মানুষেরই সমাজে কর্মসংস্থানের পূর্ণ গ্যারান্টি প্রদানের অর্থাৎ ১০০ শতাংশ মানুষের মর্কসংস্থানের ব্যবস্থা অনায়াসেই গড়ে তোলা মোটেই অসম্ভব ব্যাপার কিছু নয়। এতে প্রয়োজন শুধু সৎভাবনার স্বচ্ছ মানসিকতার ও সততা সহ কর্মনিষ্ঠার তবে উদ্যোক্তা বা পরিচালকগণকে হতে হবে প্রকৃত অর্থেই শিক্ষিত, সমাজ সম্পর্কে সচেতন ও মুক্ত মনের আদর্শ মানুষ, যার জন্যে তাঁদের নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার পাঠও নিতে হবে। কারণ আধ্যিাত্মিকতা ছাড়া কোন মানুষেই নৈতিকতা পূঢ় ভিড্ডির উপর স্থায়ী হতে পারেনা, আবার নৈতিক চেতনাহীন মানুষকে দিয়েও আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় না।

এখন আমার অভিমত হচ্ছে যে উপরি উক্ত আলাচনাটি খুবই যুক্তিসহগত ও যুগোপযোগী—এতে কারো কোন দ্বিমত থাকারও কথা নয়। তবে এটি প্রাথমিক আলোচনায় কিন্তু থিওরিটিক্যাল একটি সিদ্ধান্তই মাত্র। অর্থাৎ একে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করে তোলার দায়িত্ব রয়েছে আমাদের হাতে। সুতরাং কর্মোদ্যোগে গ্রহণ আর বাসতবায়িত হয়ে উঠার মাত্রাটা নির্ভর করছে আমাদের ওপর আর আমাদের লোকজনদের ওপর। তাই কার্যকারণেই এবার আমাদের জানতে হবে ও বুঝতে হবে আমাদের রাজ্যটির ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে ধরা যাক না রাজ্যের কৃষির কথা। প্রাউটের মতে, বেশ পরিকল্পনাই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রসাদের নির্দিষ্ট কক্ষে বসে বসে করলেই কাজ আসবে না। পরিকল্পনা গৃহীত হতে হবে ব্লক ভিত্তিক ভাবে। কেননা, পরিল্পনাটি নেবার আগেই আমাদের জেনে নিতে হবে, কোথাকার কোন ব্লকে ভূ-প্রকৃতি কেমন ধরনের, টিলাজমি বা লুঙ্গাজমি অথবা সমতল উপত্যকা ভূমির পরিমাপ কতটুকু করে, ওই এলাকার মানুষদের প্রধান চাহিদা কোন্ কোন্ দ্রব্যের কর্মক্ষম লোকসংখ্যা কত ইত্যাদি। কারণ উৎপাদন প্রক্রিয়া ও তার লক্ষ্য নির্দ্ধারিত হবে এলাকাবাসীর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে। পুঁজিবাদের মত মুনাফা উপাজনের জন্যে নয়।

তাহলে জানতে হচ্ছে ত্রিপুরার ভূ-প্রকৃতি সম্পকে।তা থেকেই বোঝা যাবে ত্রিপুরার মাটির ধরনটা কোন অঞ্চলে কেমন প্রথমেই এখানে কৃষিনিয়ে আলোচনটি এগিয়ে নিয়ে যাই কেনা কৃষি জাত পণ্যের ওপরই তো শিল্পটাও গড়ে তোলার কথা, তাইনা?

পণ্ডিতদের অভিমত, সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই ত্রিপুরা বাংলার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রাচীনত্বের দিক থেকে রাঢের পরেই এর স্থান। রাঢের উৎপত্তি আজ থেকে ত্রিশকোটি বছর আগে। রাঢ় মূলত ভূ-পৃষ্ঠে গন্ডোয়ানা ল্যান্ডের একই মাটি, একই জল, একই মানুষ ও একই ভাষা নিয়ে বাঙালীরা এখানে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই বসবাস করে আসছেন। পঁচিশ বছর আগেও ত্রিপুরার নাম ছিল 'শ্রীভূম'। ত্রিপুরা নাম খুব বেশি দিনের পুরনো নয। বর্তমান ত্রিপুরা নোয়াখালি পার্বত্য ত্রিপুরা, কাছাড়, মণিপুর, চট্টগ্রাম,পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আরাকানের কিয়দংশ নিয়ে ছিল শ্রীভূম।

হে ইতিহাস কথা কও

শান্তনু রায়

ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ হয় মোটামুটি ৮ মে ১৮৪৫ জার্মানির আত্মসমর্পণে,যদিও, বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতপক্ষে সমাপ্তি ঘটে ২ সেপ্টেম্বর। মিত্রশক্তির জয়ে ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ৭৫ বছর পূর্ত বা প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী পালিত হল গত ৮ মে ব্রিটেনও আমেরিকায় বিজয় উৎসব রূপে করোনা ভাইরাসের এই অতিমারি সংক্রমণে মাঝেও ভাষণ দিয়েছেন এ উপলক্ষ্যে ব্রিটেনের রানিও।

আমাদের এখানেও কিছু পত্রপত্রিকায় সে দিনটি স্মরণে আলোচনায় এসেছে মহাযুদ্ধের অন্তিম পর্বের কথা। এমন ও বলা হচ্ছে, যে সেদিন মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনীর হাতে 'মুক্তি' হয়েছিল ইউরোপের। এ উপলক্ষে বামপন্তী মননে আবাদ আলোচিত হচ্ছে সমজতন্ত্রের উপযোগিতা, হিটলারের ফ্যাসিবাদের পরাজয় এবং এতে লেনিন-স্তালিনের ভূমিকার কথা তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা।

এ অবসরে মতাদর্শগত ভাবাবেগের আবিলতায় ও অন্ধ ব্যক্তিপুজার অভ্যাসে বলা হচ্ছে, লেনিনেরই শিক্ষার এবং তার যোগ্য উত্তরসূরী স্তালিন এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্য সারা পৃথিবীর ত্রাস ফ্যাসিস্ট শক্তি হিটলারকে পরাজিত করে মনবতাকে রক্ষা করেছিলেন ইত্যাদি।

বাস্তবে পরিস্থিতি বিচারে অবশ্য সামনে এস যায় আপাত অজানা ইতিহাসের কিছু প্রাসঙ্গিক অপ্রিয় তথ্য। মাক্সদর্শনে আস্থাশীল মননেও আজ প্রতিভাত হয় যে বিপ্লবোত্তর সোভিয়েতের দীর্ঘ ইতিহাস একরৈখিক নয়, অনকাংশ আলোকজ্জ্বল ও নয় বাস্তবিক এক আগ্রাসী রাষ্ট্রব্যবস্থার যার নখর দন্ত বারংবার নিপীড়িত করেছে মনুষত্বকে জনগণের নাম যা হরণ করেছে মানুষের চিত্তের স্বাধীনতা, মনন ও মনীয়ার স্বাভাবিক বিকাশকে, তার পতনের সাক্ষীও এই সুদীর্ঘকাল। অনেকের মতে এক শৃঙ্খল মোচনের স্বপ্নে আরও এক সুকঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার উপাখানও বটে। রুশি সমাজতন্ত্রে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা ক্রমে গণতন্ত্রলুপ্ত পলিটব্যুরো কেন্দ্রিকতায় ও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করার প্রক্রিয়ায় পর্যবসিত হয়েছিল সর্বহারার একনায়ত্ব ছদ্মবেশে পলিটবুরোর এখনায়কত্বই কায়েম ছিলএমন নির্ণয় আজ আর নিছক মার্ক্সবাদ বিরোধীদের নয়। সেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে রাষ্ট্র পঁজিবাদেরই ভন্নরূপ এবং স্তালিনের আমলে এ এক নিষ্ঠুর প্রতিহিংসাপরায়ন আগ্রাসী আধিপতাবাদে রূপ গ্রহণ করেছিল এমন ভাবনা আজকের মুক্তচিন্তার অনেকেরই। আবার অনেক ঐতিহাসিকের মতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুচনার বীজ নিহিত ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলের মধ্যেই বিশেষত অপজানজনক ভার্সাই চুক্তির মধ্যেই এবং ওই চুক্তি পরবর্তী বিধ্বস্ত জার্মানিই হিটলারের উত্থানের পট ভূমি। হিটলারও নব্য জার্মানী গঠন করতে জার্মান অস্মিতাকে পাথেয় করে নিজের কর্তৃক কায়েম করেছিলেন প্রাথমিকবাবে জনসাধারণের মধ্যে নিজের এবং দলের গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত করে এবং ক্ষমতায় এসেছিলেন দেশের গণতান্ত্রি সংবিধানকে অবলম্বন করেই।

হিটলার তো বিশ্বনিন্দিত তাঁর অপকর্মের জন্য সঙ্গত কারণেই। কিন্তু হিটলারতন্ত্রের বিরোধিতা করতে গিয়েও এও বিস্মৃত হওয়া অনুচিত যে কমিউনিস্টরা যেমন পুঁজিবাদের সমালোচক হিটলার মুসোলিনিও তাই ছিলেনর অন্তত প্রকাশ্যে একদা ব্যক্তিগত জীবনেও ছিল চরণ দরিদ্র, পরবর্তীতেও ছিল না তেমন বিলাসবহুল যাপন। প্রসঙ্গত কমিউনিজমে আস্থাহীনতা স্বতঃসিদ্ধভাবে ফ্যাসিবাদের সমর্থন সুচিত করে না, বরং দুটি তত্ত্বের মধ্যেই কিছু সাধারণ বৈশিষ্ঠ্য বদ্যামান এবং উভয়েরই নেতিবাচক দিকগুলির অদ্ভুতভাবে মিল। ফ্যাসিয়ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্মোহ বাবনায় স্মরণে রাখা উচিত অধ্যাপক জেমস প্রেগারের সেই প্রসাঙ্গিক প্রনিধনাযোগ্য অভিমত ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দাবির প্রসঙ্গ উঠলে এও উল্লেখ করতে হয় যে ১৯১৮এর রেশটি লিটভস্কএ (বর্তমান পেলারশ) এই হিটলারের নেতৃত্বাধীন জার্মানির সাথে লেনিনের নেতৃত্বাধীন বল শেভিকদের শান্তিচুক্তি হয়েছিল আর স্বয়ং লেনিন যার সার্ধশত জন্মবার্ষিকী পালন হচ্ছে এ বছর জার্মানদের সঙ্গে এই শান্তিচুক্তির প্রসঙ্গে সাফাই দিতে পরে বলেছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বার্থে এ নীতি তৈনিকতাহীন এক সুবিধাবাদ কিনা তা অবশওই ব্যাখ্যার দাবি রাখে তাদের কাছে যারা শত্রুর শত্রু আমারমিত্র এই কৌশল নিজের দেশের স্বাধীনতা অর্জনে আনন্যোপায় হয়ে এই জার্মানির কাছ থেকে সহায়তা নেওয়ার জন্য সমালোচনায় কুৎসায সদা মুখর।

আবার ১৯৩৯ সালে মহামতি লেনিরে সুযোগ্য শিষ্য যোসেফ স্তানিল ফ্যাসিস্ট হিটালারের সাথে এক মৈত্রী চুক্তি করেন যা ইতিহাসে রূশ জার্মান আক্রমণ চুক্তি করেন যা ইতিহাসে রুশ জর্মান অনাক্রমশ চুক্ত বা মলেটভ বিকেনট্রিপ চুক্তি নামে খ্যাত। ১৯৩৯ সালের ২৩ আগস্ট মাস্কোতে স্তালিনের উপস্থিতিতে সে চুক্তির সাতে একটি গোপন চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয় বাল্টিক দেশগুলি সম্পর্কে, সে দেশগুলির অজ্ঞাতসারে সেই চুক্তি স্বাক্ষরের পর স্তালিন ও মলেটভ হিলসারের স্বাস্থ্য কামনা করেন, জার্মানির জনগণ যে তাদের ফুয়েরারকে কত গভীরভাবে ভালোবাসেন তা উল্লেখ করেন। প্রত্যুত্তরে হিলটারও স্তালিনকে প্রশংসার ভরিয়ে দেন। প্রসঙ্গত, এই মলেটভ রিকেনট্রিপ চুক্তির বলেই হিটলারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্তালিনের রাশিয়া যৌথ আক্রমণে ভাগাভাগি করে নেয় পোল্যান্ড। আর বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের আগেই স্তালিনের রাশিয়া সহজেই গায়ে জোরে দখল করে নেয় লিথুয়ানিয়া, ল্যাটাভিয়া, এস্তোনিয়া। আর বেয়াড়া ফিনল্যান্ডকে শায়েস্ত করতে ১৯৩৯ -এর ৩০ নভেম্বর জলও বিমানপথে সোভিয়েত মুক্তিফৌজ ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বাধীনতা সার্বাভৌমত্ব রক্ষার ছোট্ট সে দেশের সেনাবাহিনী অন্য কোন দেশের সাহায্য, স্তালিনের বিশ্বস্ত বন্ধু হিটলারের জার্মানির তো নয়ই, না পাওয়ায় সন্ধি করতে বাধ্য হয় প্রায় সাড়ে তিন মাস লড়াই চালানোর পর। আবার ফিনল্যান্ডের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার মুক্তি অভিযানের মাধ্যেই ১৯৪০এর ১১ ফেব্রুয়ারি জার্মানি ও রাশিয়ার মদ্যে অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদনের পর প্রাভদা পত্রিকায় জার্মানির সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধিকে স্বাগত জানিয়ে চুক্তিটির প্রশস্তি করে লেখা হয়েছিল এই চুক্তি অনুযায়ী শিল্পোন্নত সোভিয়েত কাঁচামাল সরবরাহ করতেই পারে। শিল্পোন্নত জার্মানির অর্থনীতি, রাজনীতি রক্ষায়। এতে আর দোষের কি। এভাবে দুটি রাষ্ট্রই বোঝাপনা করে নিজেদের মতলব হাসির করে চলছিল, সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি করে মুখোসের আড়ালে সাম্রাজ্যবাদী লোলুপতা গোপন করে, ইউরোপের ছোট ছোট দেশগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি- নিজস্ব।

বিরোধিতা সত্ত্বেও, ভারতের ভূ-খণ্ড নিয়ে নেপাল সংসদে পেশ নতুন মানচিত্র বিল

কাঠমান্ডু, ৩১মে (হি.স.): ভারতের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও এ বার নয়া ম্যাপে সরকারি সিলমোহর দেওয়ার পথে আরও এক ধাপ এগল নেপাল। নিজেদের নয়া ভূ-মানচিত্রে ভারতীয় ভূ-খণ্ডকে যুক্ত করতে সংসদে একটি সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করল নেপাল। রবিবার সংসদে নেপাল সরকারের হয়ে সংসদে বিলটি পেশ করেন আইন, বিচার এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী শিব মায়া তুম্বাহাঙ্গফে।

দিনদশেক আগেই ভূ-খণ্ডের নতুন মানচিত্র প্রকাশ করেছিল নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির প্রশাসন। ওই নয়া ম্যাপে ভারত-নেপাল সীমান্তের লিম্পিয়াধুরা, কালাপানি ও লিপুলেখ-কে নেপালের অংশ বলে দাবি করা হয়েছে।প্রত্যাশামতোই কড়া ভাষায় জবাব দেয় নয়াদিল্লি। বিষয়টি কোনওভাবে মেনে নেওয়া হবে না বলে জানান বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অনুরাগ শ্রীবাস্তব জানান, কূটনৈতিক আলোচনার মধ্য দিয়ে সীমান্ত সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের পক্ষে ভারত। ভূ-খণ্ড সংক্রান্ত দাবি নিয়ে কৃত্রিম সম্প্রসারণ ভারত বরদাস্ত করবে না। তবে ভারতের কড়া জবাবে অবশ্য পিছু হটেনি কাঠমান্ডু। বরং সংবিধানের তিন নম্বর শিডিউলে অন্তর্ভুক্ত নেপালের রাজনৈতিক মানচিত্রকে সংশোধন করার জন্য বিল পেশ করা হয়েছে। রবিবার নেপালের সংসদে পেশ হল 'ম্যাপ আপডেট বিল'।

আপাতত বিলটি নিয়ে সংসদে আলোচনা হবে। সংসদের উভয় কক্ষে বিলটি পাশ হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হবে। তাঁর অনুমতি পেলে তা আইনে পরিণত হবে এবং তারপর থেকে সেই নয়া মানচিত্র যাবতীয় সরকারি নথিতে ব্যবহার করা হবে। কূটনৈতিক শিবিরের মতে, জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে বিরোধীরাও এই বিলে সমর্থনের বার্তা দিয়েছে। ফলে বিল পাশ হয়ে যাওয়া এখন কার্যত সময়ের অপেক্ষা।

উল্লেখ্য, লিম্পিয়াধুরা, কালাপানি ও লিপুলেখ নিয়ে ভারত-নেপাল বিবাদ দীর্ঘদিনের। ভারতের দাবি, এই তিনটিই ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং উত্তরাখণ্ড রাজ্যের পিথোরাগড় জেলার অন্তর্ভুক্ত। উল্টোদিকে নেপালও তাদের অংশ বলে দাবি করে আসছে। কিন্তু সেই বিবাদ চরমে ওঠে সম্প্রতি উত্তরাখণ্ডের গাটিয়াবর্গ থেকে লিপুলেখ পর্যন্ত ৮০ কিলোমিটার রাস্তার আনুষ্ঠানিক সূচনা করার পর। নেপাল দাবি করে, এই রাস্তার অংশ নেপালের ভূখণ্ডের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। ভারত অবশ্য সেই দাবি উড়িয়ে দেয়।

ডিমা হাসাও জেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কোয়ারেন্টাইন, প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তন বিধায়ক

হাফলং (অসম), ৩১ মে (হি.স.) : রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে জুলাইয়ে স্কুল কলেজ খোলার চিন্তা ভাবনা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু এর মধ্যেই রাজ্যে বিভিন্ন জেলায় স্কুল কলেজকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করা হচ্ছে। ডিমা হাসাও জেলার হাফলং সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়, হাফলং ডন বসকো হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, শনটিলা জওহর নবোদয় বিদ্যালয়, মাহুর সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাহুর ডন বসকো স্কুল, মাইবাং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বয়েজ হস্টেল, হাফলং সরকারি কলেজের গার্লস হস্টেলকে জেলা প্রশাসন অধিগ্রহণ করে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করেছে।

বহিঃরাজ্য থেকে ফেরত ব্যক্তিদের জন্য রবিবার হাফলং ডন বসকো হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে তোলা হয়েছে। এই স্কুলে ১০০ জনকে কোয়ারেন্টাইন করে রাখা হবে, জানিয়েছে জেলা প্রশাসন।

এদিকে হাফলং ডন বসকো হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করতে জেলা প্রশাসনের সিদ্ধান্তে অভিভাবক মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাক্তন বিধায়ক সমরজিৎ হাফলংবার জেলা প্রশাসনের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, ডিমা হাসাও জেলায় অনেক পরিত্যক্ত জায়গা থাকার পরও আগে থেকে প্রশাসন কেন অন্য জায়গায় কোয়ারেন্টাইন সেন্টার তৈরি করল না। এই প্রশ্ন তুলে সমরজিৎ বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার যখন ৩০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী নিয়ে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস শুরু করার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করছে, ঠিক সে সময় জেলা প্রশাসন ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় অধিগ্রহণ করে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার তৈরি করার দরুন জুলাই থেকে স্কুল কলেজে ক্লাস শুরু হওয়া নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা, বলেন সমরজিৎ হাফলংবার।

বিজেপি ছেড়ে তৃণমুল কংগ্রেসে যোগদান করল এক ঝাঁক নেতাকর্মী

ঝাড়গ্রাম, ৩১মে (হি.স.): লকডাউনেও দল বদল। বিজেপি ছেড়ে তৃণমুল কংগ্রেসে যোগদান করল এক ঝাঁক নেতাকর্মীরা। রবিবার নয়াগ্রামের, খড়কামাথানীতে এই যোগদান পর্ব অনুষ্ঠিত হয় বলে জানান তৃণমুল কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা। এদিন বিজেপির চাঁদাবিলা মন্ডল সভাপতির সহ সভাপতি কালীপদ মাহাত সহ প্রায় ৩০০ বিজেপির কর্মী সমর্থম তৃণমুলে যোগাদান করে বলে দাবি করেন তৃণমুলের নেতাকর্মীরা। জানা গিয়েছে এদিন বিজেপি ছেড়ে কালীপদবাবু প্রায় ৩০০ জন নেতাকর্মীদের নিয়ে বিজেপিতে যোগদান করেন। এবিষয়ে নয়াগ্রাম ব্লকের ব্লক তৃণমুলের ব্লক সভাপিত উজ্জ্বল দত্ত বলেন, 'এই লকডাউনের সময় বিজেপির কাজকর্ম দেখে বিজেপি কর্মীরা দলে দলে তৃণমুল কংগ্রেসের যোগদান করছেন। আমরা তাদেরকে স্বগত জানিয়েছি।' উল্লেখ্য এর আগেও একাধিক বিজেপির নেতাকর্মীরা তৃণমুল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছে বলে দাবি করেছেন শাসক দলের নেতাকর্মীরা।

এবিষয়ে বিজেপির ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি সুখময় শতপথি বলেন' বিজেপি থেকে কেউ তৃণমূলে যায় নি।তৃণমূলের কোন কাজ নেই এই সময় ঘুরে ঘুরে একই লোককে বারবার তৃণমূলের পতাকা ধরানো হচ্ছে।বরং তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে অনেকে যোগ দিচ্ছে।আমরা সেগুলো দেখাচ্ছি না।'

লামডিঙে ক্ষৌরকর্মী সংস্থার মৌন প্রতিবাদ, সেলুন খোলার দাবিতে জেলাশাসককে স্মরকপত্র

লামডিং (অসম), ৩১ মে (হি.স.) : গত প্রায় দুই মাসের বেশি দিন লকডাউনের ফলে চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়েছেন রাজ্যের সেলুন তথা বিউটি পার্লারের কর্মচারীরা। সরকার সেলুন খোলার অনুমতি দিক। এই দাবি নিয়ে রবিবার লামডিঙের ক্ষৌরকর্মী সংস্থা হোজাইয়ের জেলাশাসক, লামডিঙের বিধায়ক এবং লামডিং পুলিশকে পৃথক পৃথক স্মারক পত্র দিয়েছে। সরকার নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত দোকানপাট খোলার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু পার্লার এবং সেলুনগুলি এখন পর্যন্ত খোলার অনুমতি দেয়নি। ফলে আর্থিক চাপে দিশাহারা হয়ে পড়েছেন রাজ্যের সেলুন এবং পার্লারের ব্যবসায়ী ও কর্মচারীরা। এ নিয়ে রবিবার লামডিং সেলুন সংস্থা মৌন প্রতিবাদ জানিয়েছে।

লামডিং শহরে ১৩০টি সেলুন রয়েছে। সেখানে কর্মরত কর্মচারীরা লামডিং খেলার মাঠে মৌন প্রতিবাদ করেন। মহামারি করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে সরকারের বেঁধে দেওয়া নিয়ম মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মুখে মাস্ক পরে সেলুনের সঙ্গে জড়িত কর্মীরা মৌন প্রতিবাদ জানান। সেলুন সংস্থা প্রতিবাদের মাধ্যমে সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্যের একটা ব্যবস্থা করে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। তা না হলে তারা আর্থিক মন্দার কবলে পড়ে পরিবার চালাতে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন, জানান জনৈক ক্ষৌরকর্মী।

দক্ষিণ হাইলাকান্দিতে নদীর জলে নিখোঁজ যুবক

হাইলাকান্দি (অসম), ৩১ মে (হি.স.) : নদীর জলে পড়ে এক যুবক নিখোঁজ হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ হাইলাকান্দির ঘাড়মুড়া বাগছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজারথল গ্রামে।

রবিবার স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রফিক আহমেদের কাছে জানা গেছে, রাজারথল গ্রামের আবু সালাম লস্কর নামের উনিশ বছরের এক যুবক নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল। কিন্তু সে আর জল থেকে উঠে আসেনি। তার পর হঠাৎ সে নদীর জলে তলিয়ে যায় বলে স্থানীয়া মানুষ জানান। এ নিয়ে হুলস্থুল আরম্ভ হলে তাকে খোঁজাখুজি করা হয়। কিন্তু তার সন্ধান মিলেনি। এ ব্যাপারে আবু সালামের পরিবারের পক্ষ থেকে পুলিশকে অবগত করানো হলে পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করেছে। তবে এখন পর্যন্ত যুবকের সন্ধান মিলেনি বলে জানা গেছে।

ডমা হাসাও জেলায় বহিঃরাজ্য ফেরত ৪১০ জন বিভিন্ন কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে

হাফলং (অসম), ৩১ মে (হি.স.) : বহিঃরাজ্য থেকে ফেরত মোট ৪১০ জন রয়েছেন ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে। তাছাড়া রবিবার স্বাস্থ্য বিভাগের নির্দেশে ৬৮ জনকে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি ৩৭ জনকে সরকারি কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।

গোটা ডিমা হাসাও জেলায় ৪ হাজার ৯৯২ জনকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছিল। এদের মধ্যে ১ হাজার ২৩৪ জন ১৪ দিনের হোম কোয়ারেন্টাইনের সময়সীমা পার করেছেন। ২ হাজার ৩৩৫ জন ২৮ দিনের হোম কোয়ারেন্টাইনের সময়সীমা উত্তীর্ণ করেছেন। এছাড়া ১ হাজার ৪৭১ জনকে হোম কোয়ারেন্টাইনে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। এদিকে ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ৮ রোগীর মধ্যে ৭ জনের চিকিৎসা চলছে হাফলং সরকারি হাসপাতালে এবং ১ জনের চিকিৎসা চলছে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

দুর্গাপুরে গৃহবধুর অস্বাভাবিক মৃতদেহ উদ্ধার, এলাকায় চাঞ্চল্য

দুর্গাপুর, ৩১ মে (হি.স.): গৃহবধুর অস্বাভাবিক মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়াল। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে, দুর্গাপুর নিউ টাউনশিপ থানার শঙ্করপুর এলাকায়।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, মৃতার নাম সুস্মিতা ত্রিপাঠি (২৬)। তাঁর বাড়ি ওডিশায়। ওই গৃহবধূর স্বামী দেবাশিষ ত্রিপাঠি। তাঁর বাড়ি উড়িশার কটকে। তিনি দুর্গাপুর সগড়ভাঙ্গা এলাকায় একটি বেসরকারি কারখানার কর্মী। কর্মসূত্রে দুর্গাপুরে শঙ্করপুরে একটি আবাসনে ভাড়া থাকতেন।

জানা গেছে, প্রায় সাড়ে ৪ বছর আগে তাঁর সঙ্গে সুস্মিতাদেবীর বিয়ে হয়। তাঁদের একটি ৩ বছরের কন্যাসন্তান রয়েছে। এদিন সকালে দেবাশিষবাবু বাজারে যান। দেবাশীষবাবুর দাবী, ১০ টা নাগাদ বাজার থেকে ফিরে দেখি সুস্মিতাদেবীর গলায় শাড়ির ফাঁস দেওয়া ঝুলন্ত মৃতদেহ। ওই সময় শিশুকন্যা প্রতিবেশীর বাড়িতে ছিল।" এদিকে খবর চাউর হতেই এলাকাবাসী বেরিয়ে আসেন। পুলিশে খবর দেয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

পুলিশ জানিয়েছে, গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজন"কে খবর দেওয়া হয়েছে। এখনও কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।পরিবারের লোকজন"কে খবর দেওয়া হয়েছে।কিভাবে মৃত্যু হয়েছে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

নিম্ন অসমের বরপেটায় নেশাজাতীয় সামগ্রী সহ আটক কলেজ পড়ুয়া

বরপেটা (অসম), ৩১ মে (হি.স.) : নিম্ন অসমের বরপেটায় নেশা জাতীয় সামগ্রীর ব্যবসা করতে গিয়ে ধরা পড়েছে এক কলেজ পড়ুয়া। শনিবার রাতে ব্রাউন সুগার সমেত বরপেটার মাধব চৌধুরী সংক্ষেপে এম সি কলেজের ওই ছাত্র ধরা পড়েছে। ধৃতের নাম মহিবুল। সে স্নাতক দ্বিতীয় সেমিস্টারের ছাত্র। বাড়ি বরপেটার কান্দাপাড়া গ্রামে। মহিবুলের হেফাজত থেকে ব্রাউন সুগার ভরতি নয়টি (৯) কন্টেনার উদ্ধার করেছেন অরাজনৈতিক সংগঠন রাম সেনার কর্মীরা। তার পর ড্রাগস কারবারি ছাত্র মহিবুলকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন রামসেনার কর্মীরা।

এদিকে ধৃত মহিবুলকে টেনা জেরা করে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। বরপেটা শহরে ড্রাগস ব্যবসার চক্রকে সমূলে উৎখাত করতে জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন রাম সেনার কর্মীরা।

পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরাতে অনীহা রাজ্যের : দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ৩১ মে (হি স): করোনা সংক্রমণ এড়াতে দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। লকডাউনের জেরে বিভিন্ন প্রান্তে আটকে বহু পরিযায়ী শ্রমিক। "পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরাতে অনীহা রাজ্যের" রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্যে বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, " রাজ্যে অব্যবস্থা ও অমানবিক ব্যবস্থা। খুবই নিন্দনীয়। অন্য রাজ্য তাদের নির্দিষ্টি দায়িত্ব পালন করছে। কিন্তু এ রাজ্যে আগে থেকেই পরিযায়ী শ্রমিকদের ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে ঠিক করে রেখেছিল। রাজ্য সরকার তাই কোনও ব্যবস্থাই করেনি।পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরাতে অনীহা রাজ্যের"।

সংবাদ মাধ্যমের বিরোধিতা করায় মুখ্যমন্ত্রীকে এক হাত অধীরের

কলকাতা, ৩১মে (হি. স.): 'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়'। সংবাদ মাধ্যমকে আক্রমন করায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই ভাবেই নিশানা করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরি। রবিবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন কংগ্রেস সাংসদ।

বিগত কয়েক দিন ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম নানা ভাবে মুখ্যমন্ত্রীর রোষানলে পড়েছে। সূত্রের খবর এদের সকলেই মুখ্যমন্ত্রীর মন পসন্দ প্রশ্ন করেননি। তার জেরে নানা রকম হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে সংবাদ মধ্যমের কর্মীদের। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবাদে সরব হন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরও। কিন্তু তাতেও ফল মেলেনি। তাই এবার অধীর চৌধুরি নিজের পরিচিত চাচাছোলা ভাষায় এই নিন্দনীয় ঘটনার প্রতিবাদ জানালেন।

বিজ্ঞপ্তিতে এদিন অধীর মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে বলেন, 'বাংলায় সাংবাদিকদের ওপর শাসক দলের অত্যাচার, নিগ্রহ বন্ধ হোক। মিথ্যা মামলা দেওয়া বন্ধ হোক। থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদের নাম করে ভয় দেখানো বন্ধ হোক। সাংবাদিকরা পরিশ্রম করে পড়াশোনা শিখে মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার লড়াই করেন। সংবাদ মাধ্যমের বিরুদ্ধে আপনার বদলা নেওয়ার রাজনীতি বন্ধ হোক। "দিদি" সবাই তো আপনার চাটুকারিতা করতে জন্মাননি, তাদের নিজেদের মতন করে বলতে দিন, লিখতে দিন। আপনার সমালোচনা করা মানে তারা আপনার শত্রু নয়, এটা তাদের পেশার অঙ্গ। আপনি নিজেকে ক্রমশ টিনপট ডিক্টেটরে পরিণত করছেন। রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা হারানোয় নিজেকে স্বৈরাচারী, করে তুলছেন। যা গণতন্ত্রের জন্য ভয়ংকর।'

এদিকে রাজ্যপাল ধনকর এই ঘটনার জন্য প্রেস ক্লাবের প্রতিনিধিদের ইতিমধ্যেই আলোচনার জন্য ডেকে পাঠিয়েছেন। এক ট্যুইট বার্তায় একথা তিনি রবিবার জানিয়েছেন।

আমফানে বিধ্বস্তদের পাশে অভিনেত্রী পার্নো

কলকাতা, ৩১ মে (হি স):ঘূর্ণিঝড় আমফানের তাণ্ডবে বিধ্বস্থ গোটা পশ্চিমবঙ্গ। আমফানের দাপটে কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলা। আর এবার আমফান-বিধ্বস্তদের পাশে অভিনেত্রী পার্নো মিত্র।রবিবার সুন্দরবন অঞ্চলের দুস্থ মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াল অভিনেত্রী।

ঘূর্ণিঝড় আমফান তান্ডপ চালিয়েছে গোটা বাংলায়। ২০ মে ১৩৩ কিলোমিটার বেগে ঘূর্ণিঝড় আমফান কলকাতার উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে। তার দাপটে ভেঙে গিয়েছে গাছ এবং বিদ্যুতের খুঁটি। কলকাতার মতো দশা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া-সহ একাধিক জেলার।আর তাই আমফানে তছনছ হয়ে যাওয়া সুন্দরবনকে পুনরায় গড়ে তুলতে উদ্যোগী অভিনেত্রী। তথা রাজনীতিক পার্নো। ত্রিপল, শুকনো খাবার, চাল, ডাল, আলু-সহ আরও অত্যাবশকীয় সামগ্রী সুন্দরবনের বিভিন্ন গ্রামের মানুষদের হাতে তুলে দিয়েছেন অভিনেত্রীপার্নো মিত্র।

করোনার থাবায় মারা গেলেন বলিভিয়ার ফুটবলার গুজম্যান

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (হি.স.): করোনা প্রাণ কাড়ল ফুটবলারের। করোনার থাবায় প্রথম ফুটবলার হিসেবে মারা গেলেন বলিভিয়ার খেলোয়াড় ডেইভার্শ ফ্রান্স রোমান গুজম্যান। গুজম্যানের করোনায় মারা যাওয়ার বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিশ্চিত করেছে বলিভিয়ান ফুটবল ফেডারেশন (এফবিএফ)।

নিজেদের অফিসিয়াল টুইটার পেজে গুজম্যানের ছবি পোস্ট করে এফবিএফ প্রেসিডেন্ট অ্যাঙ্গেল সুয়ারেস লিখেছেন, 'ডেইভার্শ রোমান গুজম্যানের বন্ধুজন এবং পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করছে বলিভিয়ান ফুটবল ফেডারেশন। এই কঠিন সময়ে ঈশ্বর তাদের শক্তি দিক।'

২৫ বছর বয়সী গুজম্যান খেলতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দল বেনি'তে। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম ফুটবলার হিসেবে মারা যাওয়া গুজম্যান বলিভিয়ার বয়সভিত্তিক জাতীয় দলেও খেলেছেন। দেশটির শীর্ষ ফুটবল ক্লাব ন্যাশিওনাল পোতোসি'তেও যোগ দেওয়ারও কথা ছিল তার। কিন্তু ক্যারিয়ার নিম্নমুখি হওয়ায় তা আর সম্ভব হয়নি।

বলিভিয়ান প্রেস জানিয়েছে, গুজম্যান তার বাবা বেলিসারিও রোমান, চাচা লুইস কারমেলো রোমানের সঙ্গে এক ঘরে থাকতেন। যারা এর আগে করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

৫০ লাখ পরিযায়ী শ্রমিক ও তার পরিবারকে দুমাসের খাদ্য বিনামূল্যে দেবে রাজ্য

কলকাতা,৩১মে (হি. স.): রাজ্যে আগত যে সকল পরিযায়ী শ্রমিকদের রেশন কার্ড নেই তাদের আগামী ২মাস বিনামূল্যে চাল ও ডাল দেবে রাজ্যের খাদ্য দফতর। এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের খাদ্য মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। খাদ্যভবনে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের সাথে এই নিয়ে বৈঠক করেছেন খাদ্য মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। সেখানেই এই সিদ্ধান্তের কথা উঠে এসেছে।

কেন্দ্রের হিসেব অনুযায়ী ইতিমধ্যেই রাজ্যে ২০ লাখ পরিযায়ী শ্রমিক ফিরেছে বাংলায়। এদের অনেকের রেশন কার্ড থাকলেও বেশিরভাগ শ্রমিকদেরই রেশন কার্ড নেই। সেক্ষেত্রে এই শ্রমিকদের খাবার দিতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এই প্রসঙ্গে জানান, "জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে দু'মাসের জন্য ১০ কেজি চাল ও দু'কেজি ডাল (চানা) পরিবারের প্রতি সদস্যকে দেওয়া হবে।"

নবান্ন সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় সরকারের পাঠানো এই ডাল আসতে দিন সাতেক সময় লাগবে। তারপরই ওই 'পরিযায়ী-রেশন' বণ্টন শুরু হবে। তবে নবান্নের তরফে এটাও স্পষ্ট জানানো হয়েছে, যে সকল পরিযায়ী শ্রমিকদের রেশন কার্ড আছে তাঁরা এই খাদ্য পাবেন না। এই নতুন ফুড কুপন কেবল রেশন কার্ড নেই এমন পরিযায়ী শ্রমিকদের দেওয়া হবে। খাদ্যদফতর পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য দু'একদিনের মধ্যে একটি বিশেষ ফর্ম জেলাশাসক ও কলকাতা পুরসভাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে। যদি কেউ রেশন কার্ড থাকা সত্ত্বেও ওই বিশেষ ফর্ম পূরণ করে তবে তা আধার কার্ড বা ভোটার কার্ড নম্বর দিয়ে মিলিয়ে দেখা হবে। খাদ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, যদি কেউ মিথ্যা তথ্য দিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ ফর্ম পূরণ করে তবে ধরা পড়লে দু'টি কার্ডই বাতিল করে দেওয়া হবে।

তবে শুধু পরিযায়ী শ্রমিক নন। তাদের সাথে ফিরেছে তাঁদের পরিবারও। তাই পরিযায়ী শ্রমিক ও তাদের পরিবার পিছু প্রায় ৫০ লাখ মানুষকে এই নতুন ফুড কুপন বিলি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

৪৮ ঘন্টার মধ্যে জমা করতে হবে মাধ্যমিকের খাতা, আতান্তরে শিক্ষকরা

কলকাতা, ৩১মে (হি. স.): জুলাই মাসে খুলতে পারে স্কুল। এরপরেই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করতে হবে ৬ জুলাইয়ের মধ্যে। তবে এর ১৫ দিন আগেই প্রকাশ করতে হবে মাধ্যমিকের ফলাফল। তাই রবিবার মধ্য শিক্ষা পর্ষদের তরফে নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়েছে আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই মাধ্যমিকের খাতা দেখা শেষ করে তা জমা দিতে হবে। এই নির্দেশিকা জারির পর কার্যত অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে শিক্ষক মহল।

এদিনের নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়, প্রধান পরীক্ষকরা যাতে খাতা পাওয়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পর্ষদের আঞ্চলিক অফিস অথবা কলকাতার সদর দফতরে এসে নম্বর জানিয়ে দেন।

এই সিদ্ধান্তের পর পরীক্ষকদের বক্তব্য, লকডাউন এখনও চলছে। গণপরিবহনও পুরোপুরি চালু হয়নি। সবার গাড়ি বা মোটর বাইক নেই। দূরের শিক্ষকরা কি করে খাতা জমা করবেন? এই উত্তর অবশ্য পর্ষদের তরফে দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে, শিক্ষক সংগঠনগুলির দাবি, কলকাতা সহ জেলায় নির্দিষ্ট জায়গা ঠিক করা হোক। সেখানে প্রশাসনের তরফে গাড়ি দিয়ে খাতা নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।

আমরা ত্রাণ দিতে গেলেই বাধা দিচ্ছে পুলিশ প্রশাসন, তোপ দিলীপের

কলকাতা, ৩১ মে (হি স): কিছুদিন আগে ত্রাণ দিতে যাওয়ার সময় বাধা দেয়া হয়েছিল রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষকে। আর কদিন পরেই ত্রাণ দিতে যাওয়ার সময় বাধা দেয়া হয় বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়কে।"আমরা ত্রাণ দিতে গেলেই বাধা দিচ্ছে পুলিশ প্রশাসন" রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

এই প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপি সভাপতি বলেন, "আমরা যাচ্ছি যেতে দেওয়া হচ্ছে না।ত্রাণ নিয়ে গেলে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।আমরা ত্রাণ দিতে গেলেই বাধা দিচ্ছে পুলিশ প্রশাসন।রাজ্যে ভয়ঙ্কর অবস্থা। তৃণমূল সরকারের শেষ যাত্রা শুরু হয়ে গেছে"। এরপরেই ভাঙড়ের প্রসঙ্গ টেনে দিলীপবাবু বলেন, "ভাঙড়ের আইন শৃঙ্খলা তৃণমূলের ইচ্ছেয় চলে। সমস্যা হলে রক্তের বিনিময় সমাধান হয়। ভাঙড়ে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিসহ"।

মেজার এবং বালাকোচ সেক্টরের সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (হি. স.): বিশ্বজুড়ে করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও নিজের অভ্যাস থেকে পিছু সরেনি জঙ্গিদের মরুদ্যানে পরিণত হওয়া পাকিস্তান। শনিবার গভীর রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার মেন্ধার ও বালাকোট সেক্টরে সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করে অবিরাম ধারায় গোলাবর্ষণ করতে থাকে পাকিস্তান। পাল্টা জবাব দেয় ভারত। শুরু হয় দুই তরফের তুমুল গুলির লড়াই।

শনিবার গভীর রাতে মেন্ধর ও বালাকোট সেক্টরে থাকা ভারতীয় সেনা ছাউনির দিকে লক্ষ্য করে অবিরাম ধারায় গুলিবর্ষণ করতে থাকে পাকিস্তান। এমনকি স্থানীয় ঘনবসতি পূর্ণ গ্রামগুলোতেও গোলাবর্ষণ করতে থাকে তারা। পাকিস্তানের ছোড়া গুলিতে গুরুতর জখম হয়েছে এক যুবক। কয়েকটি বাড়ি ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মাঝারি ও ছোট স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গুলি চালানোর পাশাপাশি মর্টার শেলিংও করে পাকিস্তান। রবিবার ভোর ৪ টে ৫০ মিনিট পর্যন্ত গুলিবিনিময় চলে দু " দেশের মধ্যে।

পাকিস্তানের ছোড়া গুলিতে মহাম্মদ ইয়াসিন (২৬) নামে এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছে। তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।পাকিস্তানের সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘনের পরেই স্থানীয় গ্রামবাসীরা নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য ব্যাংকারে গিয়ে আশ্রয় নেয়। উল্লেখ করা যেতে পারে শনিবার দুপুরে শাহপুর কিরনি সেক্টরে পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করেছিল। সেই সময় যোগ্য জবাব দিয়েছিল ভারতীয় সেনা।

এখনই মসজিদের খুলতে চায় না বেঙ্গল ইমাম অ্যাসোসিয়েশন

কলকাতা, ৩১ মে (হি স): করোনা সংক্রমণ এড়াতে দেশজুড়ে চলছে চতুর্থ দফার লকডাউন। তবে কিছুদিন আগে রাজ্যের তরফে ঘোষণা করা হয় ১ জুন থেকে খোলা যেতে পারে ধর্মীয় স্থান। তবে, এখনই মসজিদের দরজা খুলতে চায় না বেঙ্গল ইমাম অ্যাসোসিয়েশন।

দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে শহরে যেন রাজ করছে করোনা। আর যার দেশজুড়ে চল চলছে লকডাউন। যার জেরে রাজ্যে বন্ধ সমস্ত ধর্মীয় স্থান। তবে, ধর্মীয় স্থান খুলে অল্পসংখ্যক দর্শনার্থীদের প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে সরকার। তবে সূত্রের খবর, বর্তমান পরিস্থিতিতে এখনই মসজিদের দরজা খুলতে নারাজ বেঙ্গল ইমাম অ্যাসোসিয়েশন। বাড়িতে প্রার্থনা করা উচিত বলে মনে করছে তারা।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

করোনার ভয়কে জয় করবেন যেভাবে

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ: ইহা একটি স্যাটায়ার। হালকাচালে কিছু নিতে না চাইলে, পড়া থেকে বিরত থাকুন। ক্লিক করলেই পুরোটা পড়তে হবে, এমন মাথার দিব্যি কেউ দেয়নি।

কী দিয়ে শুরু করব, সেটাই ভাবছিলাম। একবার মনে হচ্ছে, ইস্যুর তো অভাব নেই! আবার কখনো হারিকেন জ্বেলেও নতুন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। শেষে ঠিক করলাম, করোনাই সই, আর কী আছে এই জীবনে!আসলেই জীবনে আর কিছু নেই। এই করোনা এসে পুরো পৃথিবীর ভারসাম্যই নষ্ট করে দিচ্ছে। কখনো যিনি দুই লাইন লেখেননি, তিনিও আজ গল্প-কবিতা লিখছেন। অনেকে তো সারা জীবন বিজ্ঞানে না পড়েও, করোনার ভ্যাকসিন নিয়ে গবেষণা করছেন। নতুন ভ্যাকসিন বানিয়েও ফেলতেন, যদি না উপাদানগুলো ঠিক সময়ে পাওয়া যেত! হতচ্ছাড়া সাধারণ ছুটি ওরফে লকডাউন সব ঘেঁটে দিল। চারদিকের সব রাস্তাঘাট বন্ধ করে রাখলে, মুক্তি আসবে কোন দিক দিয়ে শুনি?

এসব যখন খুব করে ভাবছিলাম, আর মুক্তির আসা পিছিয়ে যাওয়া নিয়ে হতাশায় ডুবে যাচ্ছিলাম, ঠিক সেই সময়ে মনে পড়ল, আজ আমার বাজারে যাওয়ার কথা ছিল। আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়লাম। যেতে যখন হবেই, আর দেরি করে লাভ কী?

বাসা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমেই বুঝলাম, আমার মতো আরও অনেকেই আজ একই কথা ভেবেছেন। তাঁরা কেউই বাজার যেতে দেরি করতে চাননি। সাধারণ ছুটির শুরুর দিককার অবস্থা এখন ভুলে যাওয়ার দশা। আড়মোড়া ভেঙে ফেলেছে সবাই। কারণ আমরা শব্দের অর্থ বুঝে এগোই। ছুটিকে লকডাউন ভাবার মতো বোকা আমরা নই। তাই সুনসান সেই রাস্তাটা আজ আর নেই। বরং রাস্তায় প্রচুর মানুষ। রাস্তায় রিকশা যেমন আছে, তেমনি আছে প্রচুর প্রাইভেট কার। কয়েকজনকে গলাগলি করে সেলফি তুলতেও দেখলাম।

এসব দেখে আমি একটু বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম। প্রায় ১০—১২ দিন পর বের হয়েছি বলে একটু অপরাধবোধও হলো। অজান্তে মন গুনগুন করে উঠল, 'মেলায় যাই রে'।

কিন্তু একটু সন্দেহও হলো। নিজের ওপর অবিশ্বাস চলে আসছিল। আমি কি তবে ভুল দেখেছি? নাহ, চট করে মোবাইলে চেক করে জানলাম, আক্রান্ত বাড়ছেই। মৃত্যুও কমার লক্ষণ নেই।আমার মনের এই দ্বিধা বেশিক্ষণ জমে থাকতে দিলেন না জনৈক সবজিওয়ালা। তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন পরেননি গ্লাভস-মাস্ক?

তিনি জানিয়ে দিলেন, যে রোদ পড়েছে, করোনা এই অবস্থায় টিকবে না! আমার দুই হাত দূরে দাঁড়িয়ে আরেক ক্রেতাও এতে সম্মতি জানালেন এবং আমার আরও নিকটবর্তী হলেন। আমার খুব লজ্জা হচ্ছিল, জানেন! গ্লাভস-মাস্ক পরার কারণে এই প্রথম এত লজ্জায় পড়লাম।

তাৎক্ষণিকভাবে সবজি বিক্রেতার চোখে লেগে থাকা সাহস আর মুখে লেপটে থাকা তাচ্ছিল্যের হাসি আমাকে মনে করিয়ে দিল তামিল চিত্রনায়ক ধানুশের কথা। কিছুদিন আগে বাসায় বসে অবসরে তাঁর অভিনীত একটা সিনেমা দেখেছিলাম। 'মারি টু'। তাতে ভিলেনকে বেশ একদফা ঝাড়ি দিয়েছিলেন ধানুশ। ভিলেন তাঁকে জানাচ্ছিল, সে কতটা খারাপ হতে পারে। আর মারিরূপী ধানুশ উত্তর দিয়েছিলেন এক কথায়। 'ইফ ইউ আর ব্যাড, আই অ্যাম ইওর ড্যাড'। বুঝতে পারলাম, মহামারিকে সেই একই উত্তর আমাদের দেওয়া হয়ে গেছে।

বিশ্বাস করুন, এটা ভেবেই দুঃসাহসে এই গরমেও আমার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল! বুঝতে পারলাম, ভয়ের কিছু নেই। 'করুনা ভাইরাস' আমাদের একটা চুলও ফেলতে পারবে না।

বাজার শেষে বাসায় ফিরেই ফেসবুক খুললাম। ভাবলাম, করোনার ভয় কাটিয়ে ওঠার এই টোটকা জনস্বার্থে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। খুলেই দেখলাম, কম্ম সারা। সবাই শেয়ার করছে রাস্তায় পেকে টসটসে হয়ে যাওয়া যানজটের ছবি। আমার সারা জীবনের খেদ, আমি কারেন্ট ট্রেন্ড থেকে পিছিয়ে থাকি। এবারও সেটা প্রমাণিত হওয়ায় বেশ দমে গেলাম। এক কথায় বলতে গেলে, আমি আহত।

এই দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়েই ফেসবুক থেকে বেরিয়ে গেলাম। দেখলেই বাড়ে পিছিয়ে থাকার জ্বালা। সেই জ্বালা আর প্রাণে সয় না! শ্রেণি-পেশানির্বিশেষে এ দেশের অনেক মানুষের সাহসের দুর্নিবার আগুন এই মনকে পুড়ে কয়লা বানিয়ে দেয়।শেষতক তাই 'মারি টু' আবার দেখতে বসে গেলাম। সাহস বাড়ানোর আশায় এতটুকু তো করা যেতেই পারে। অন্তত ওই ডায়ালগ বলাটা তো শিখতে হবে! নইলে করোনা দুয়ারে এসেই গেলে, তাকে বলবটা কী?পরিশেষে আপনাদের প্রতি অনুরোধ, ভয় পাবেন না। ভয়কে জয় করতে শিখুন। কোনো কিছুর তোয়াক্কা করবেন না। স্রেফ 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা' জপতে জপতে সীমিত আকারে বাইরে যেতে থাকুন। করোনা সামনে এলে বলে দিন, 'ইফ ইউ আর ব্যাড, আই অ্যাম ইওর ড্যাড'। মম-ও বলতে পারেন।

করোনাভাইরাস: যেসব ক্ষেত্রে হ্যান্ড স্যানিটাইজার অকেজো

কিছু পরিস্থিতি আছে যেখানে 'হ্যান্ড স্যানিটাইজার'ও ব্যর্থ হয়। জীবন ও জীবিকার তাগিদে করোনাভাইরাসকে সঙ্গী করেই পথে নামতে হচ্ছে। 'সীমিত পরিসর'য়ের এই জীবন সংগ্রাম হবে আরও কঠিন, কেননা প্রতিটি পদক্ষেপে থাকবে ওই জীবনই ফুরিয়ে যাওয়া প্রবল সম্ভাবনা।

এতদিন ঘরে থাকার কারণে সাবান পানি প্রায় সবসময়েই ছিল হাতের নাগালে, নিশ্চয়ই আমরা তার যথাযথ ব্যবহারে পটু হয়ে উঠেছি। তবে বাইরে থাকলে সাবান ও পানি সবসময় হাতের কাছে থাকবে না। তাই প্রয়োজন বাড়বে অ্যালকোহলযুক্ত 'হ্যান্ড স্যানিটাইজার'য়ের।

তবে কিছু পরিস্থিতি আছে যেখানে 'হ্যান্ড স্যানিটাইজার'ও ব্যর্থ হয়, সাবান ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনের আলোকে জানানো হল সেই ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে।

'হ্যান্ড স্যানিটাইজার'য়ের ক্ষতিকর দিক

অতিরিক্ত 'হ্যান্ড স্যানিটাইজার' ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে যারা এখনও অবগত নন তাদের জন্য বলতেই হয় এতে ক্ষতিকর ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি শরীরের জন্য উপকারী বিভিন্ন 'মাইক্রোবায়োম'ও ধ্বংস করে।

'হ্যান্ড স্যানিটাইজার' ঠিক কতটা ক্ষতিকর তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব না হলেও নিরাপদ উপায় হল, সাবান না থাকলেই কেবল তা ব্যবহার করা।

সাবান-পানি উৎকৃষ্ট

যুক্তরাষ্ট্রের 'সেন্টার ফর ডিজিজ কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশন'য়ের মতে, হাত থেকে জীবাণু দূর সর্বোত্তম পদ্ধতি হল সাবান ও পানি দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড হাত ধোয়া। তাই সবার আগে সেই পদ্ধতিই বেছে নিতে হবে।

হাত নোংরা থাকলে

আবার কিছু ক্ষেত্রে 'হ্যান্ড স্যানিটাইজার' ভাইরাস দমনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না। হাতে লেগে থাকা দৃশ্যমান ময়লা যেমন- কাদা, ধুলা, তেল-কালি ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদানের বিরুদ্ধে অ্যালকোহলযুক্ত 'হ্যান্ড স্যানিটাইজার' অকার্যকর। আর এই দৃশ্যমান ময়লার কারণে অদৃশ্য ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়াও তখন আর মারতে পারে না 'হ্যান্ড স্যানিটাইজার'।

তাই বাগান করা, খেলাধুলা, ঘর পরিষ্কার করা ইত্যাদি কাজের পর সাবান দিয়েই হাত ধুতে হবে।

আশপাশে কেউ হাঁচি দিলে

পাশে যদি কেউ হাঁচি-কাশি দেয় তবে চট করে আমরা এখন হাতে 'স্যানিটাইজার' মেখে নেই। অথচ এই পরিস্থিতিতে সংক্রমণ হাতের মাধ্যমে হওয়াই একমাত্র উপায় নয়। বরং যিনি হাঁচি-কাশি দিয়েছেন তার মুখনিঃসৃত লালাকণা যদি আপনি নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং যদি ওই ব্যক্তির করোনাভাইরাস থাকে তবে আপনিও সংক্রমিত হতে পারেন। তাই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখায় মনযোগ বাড়াতে হবে, 'স্যানিটাইজার' মাখা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকলে তা যথেষ্ট নয়।

কাউকে স্পর্শ না করলেও

গত কয়েক মাসে স্যানিটাইজার ব্যবহারের বিষয়টা অনেকের মুদ্রাদোষে পরিণত হয়ে থাকতে পারে। যে কারণে একসময় ব্যাক্টেরিয়া হয়ে উঠতে পারে 'রেজিস্ট্যান্ট' যখন 'হ্যান্ড স্যানিটাইজার' আর কোনো প্রভাব রাখতে পারবেনা।

যত বেশি ব্যবহার করবেন, জীবাণু ততই অ্যালকোহল হজম করার ক্ষমতা অর্জন করবে। তাই কোনো কিছু স্পর্শ না করলে অযথাই ১০ মিনিট পর পর স্যানিটাইজার ব্যবহার বর্জণ করতে হবে।

ত্বকের শুষ্কতা

হাতের ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়াও অতিরিক্ত 'হ্যান্ড স্যানিটাইজার' ব্যবহারের আরেকটি ক্ষতিকর দিক। বারবার ব্যবহার না করে একবার ভালোভাবে ব্যবহার করে নিতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের 'সেন্টার ফর ডিজিজ কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশন'য়ের পরামর্শ হল, হাতে স্যানিটাইজার নিয়ে তা দুই হাতের চারপাশে ২০ সেকেন্ড কিংবা শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ভালোভাবে মাখাতে হবে।

শিশুদের আশপাশে থাকা

শিশুদের হাতে 'হ্যান্ড স্যানিটাইজার' ব্যবহারে কোনো ঝুঁকি নেই। তবে তা সবসময় শিশুদের হাতের নাগালের বাইরে রাখতে হবে যাতে খেলাচ্ছলে তা খেয়ে না ফেলে, কিংবা ঘ্রাণ না নেয়। অ্যালকোহলযুক্ত 'স্যানিটাইজার' মারাত্মক বিষক্রিয়ার কারণ হতে পারে ঘ্রাণ নেওয়া কিংবা গিলে ফেলার কারণে।

'ফ্লু' হলে সর্দি লাগলে নাক ঝাড়ার পর 'হ্যান্ড স্যানিটাইজার' ব্যবহার করা আপনার কোনো উপকারে আসবে না। সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার বিকল্প নেই এখানে। আর এই অবস্থায় বাইরে যাওয়া নিরাপদ নয়। এমনকি 'হ্যান্ড স্যানিটাইজার' থাকলেও। তাই অসুস্থ হলে ঘরে থেকে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

জিলাপি তৈরির সহজ পদ্ধতি

উপকরণ: উরাদ বা কলাইয়ের ডাল ১ কাপ। চালের গুঁড়া ১/৪ কাপ। ময়দা ১/৪ কাপ। বেইকিং পাউডার আধা চা-চামচ। তেল পরিমাণ মতো ভাজার জন্য। খাবার রং পরিমাণ মতো।

সিরার জন্য: চিনি ২ কাপ। পানি ১ কাপ। এলাচি ২টি। গোলাপজল সামান্য। লেবুর রস ১ টেবিল-চামচ।

পদ্ধতি: প্রথমে ডাল পরিষ্কার করে চার-পাঁচ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে ব্লেন্ড করে তার সঙ্গে ময়দা, চালের গুঁড়া, খাবার রং ও বেইকিং পাউডার দিয়ে মিশিয়ে নিন অল্প ঠাণ্ডা পানি দিয়ে।

ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে যেন দানা দানা না থাকে। মিশ্রনটি বেশি ঘন হবে না আবার পাতলাও হবে না। এরপরে মিশ্রণটি দুতিন ঘণ্টার জন্য ঢেকে রাখতে হবে। ঢাকনা সরিয়ে আবার একবার ভালো করে ফেটিয়ে মিশ্রণটি চিকন মাথার ফ্লানেলে বা আইসিং কোনে ভরে বা কেচাপের বোতলে নিতে হবে।

এরপরে ফ্রাইপ্যানে পরিমাণ মতো তেল গরম করতে হবে ডুবো তেলে ভাজার জন্য। এবার মিশ্রণটি গরম তেলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জিলাপির আকার করে ছাড়ুন। জিলাপি মাঝারি আঁচে সোনালি করে ভাজতে হবে।

গ্রীষ্মে শরীর বিশুদ্ধ রাখার খাবার

ভাজা-পোড়া খাবার তো অনেক হল এবার শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূর করার পালা।

গরমকালে হজমের সমস্যার পাশাপাশি নানা রকমের পেটের সমস্যা দেখা দেয়। তাই এইসময় শরীর ঠাণ্ডা রাখে ও বিষাক্ত উপাদান দূর করে এমন খাবার খাওয়া উপকারী।

পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে গরমে শরীর সুস্থ ও পরিষ্কার রাখে এমন কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানানো হল।

লেবু

বহু বছর ধরেই পরিষ্কারক খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে লেবু। এর কড়া টক স্বাদ এবং 'প্লেথোরা' শরীরের জন্য উপকারী। লেবুতে আছে অ্যালকালাইন যা, শরীরকে পরিষ্কার করে এবং প্রাকৃতিক পিএইচ'য়ের ভারসাম্য বজায় রাখে। এটা ভিটামিন সি'য়ের ভালো উৎস।

এর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট 'ফ্রি র‍্যাডিকেল' এবং হজমের সমস্যা দূর করতে সহায়তা করে। এটা প্রাকৃতিক মূত্রবর্ধক যা শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে সহায়তা করে।

উপকার পেতে: শসার রসের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে পান করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

আদা

রয়েছে শরীর পরিষ্কারক ও রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ানোর উপাদান। নিয়মিত আদা খাওয়া হজমে সহায়তা করে এবং শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ বের করে দিতে সহায়তা করে। আদা অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের ভালো উৎস এবং এটা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করে ও পেট ফোলাভাব কমায়।

উপকার পেতে: আদা, হলুদ ও মধু একসঙ্গে খাওয়া হলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

বিটরুট

কড়া লাল রংয়ের বিটরুট বিটালাইন নামক ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ। যা শরীর থেকে বিষাক্ত উপাদান বের করে দিতে সহায়তা করে। এটা যকৃত থেকে বিষাক্ত এবং রাসায়নিক উপাদান দূর করতে সহায়তা করে এবং হজম ক্রিয়াকে সক্রিয় করে তোলে।

উপকার পেতে: বিটরুটের স্মুদি তৈরি করে পান করা।

গ্রিন টি

প্রতিদিনকার মসলা চায়ের বদলে গ্রিন টি খাওয়া বেশ উপকারী। পান করা থেকে শুরু করে এর টি ব্যাগ ত্বকে ব্যবহার করা পর্যন্ত সব কিছুই উপকারী। এটা শরীর ও ত্বক দুটোই ভালো রাখে।

গ্রিন টি অ্যান্টি অক্সিডেন্টের ভালো উৎস যা শরীরকে পরিষ্কার করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এটা যকৃত ভালো রাখে।

উপকার পেতে: লেবু ও গ্রিন টি একসঙ্গে পান করা ভালো।

পুদিনা

পুদিনা পাতা গরমে শরীর ঠাণ্ডা রাখার পাশাপাশি হজমেও সহায়তা করে। এটা পেটে পাচকরসের প্রবাহ বাড়িয়ে হজম ও বিপাক ক্রিয়া বাড়ায়। পুদিনার তেল খুব ভালো অ্যান্টিসেপ্টিক ও অ্যান্টি ব্যাক্টেরিয়াল উপাদান হিসেবে কাজ করে যা হজম ও প্রদাহ নিরাময়ে সহায়ক। এর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট 'ফ্রি র‍্যাডিকেল'য়ের কারণে হওয়া ক্ষয় পূরণ করে ও শরীর থেকে বিষাক্ত উপাদান দূর করে সুস্থ ও তারুণ্যময় রাখে।

উপকার পেতে: দই ও পুদিনা পাতা একসঙ্গে খেলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

এছাড়া পালংশাক, ধনেপাতা, আপেল ও পেঁপে এমনই উপকারী খাবার যা পেটের নানান সমস্যা দূর করতে সহায়তা করে।

হাত জীবাণু মুক্ত রাখার উপায়

নিজেকে রোগ থেকে দূরে রাখতে এবং ব্যাক্টেরিয়া ও জীবাণু থেকে বাঁচাতে ভালো মতো হাত পরিষ্কার করা উচিত।

করোনাভাইরাসের কারণে হাত ধোয়ার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র মতে হাত ধোয়ার সময় সাবান অথবা হ্যান্ডওয়াশ নিয়ে দুই হাত এক সঙ্গে কমপক্ষে ৩০ সেকেন্ড ঘষে পরিষ্কার করতে হবে।

জীবনযাপন-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্রের 'দ্য সেন্টার ফর ডিজিজ কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি)'র দেওয়া নিয়ম অনুসারে হাত ধোয়ার পাঁচটি ধাপ অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

ধাপ-১: পরিষ্কার ও গতিশীল পানিতে হাত ভিজিয়ে নিতে হবে।

ধাপ-২: সাবান অথবা এক ফোঁটা হ্যান্ডওয়াশ নিয়ে দুই হাত একসঙ্গে মালিশ করতে হবে।

ধাপ-৩: এক হাতের তালু দিয়ে আরেক হাতের ওপরের অংশ ও আঙুলের ভেতরের অংশ এমনকি নখের ভেতরের অংশও পরিষ্কার করতে হবে।

ধাপ-৪: হাত ৩০ সেকেন্ড ধরে ঘষুন।

ধাপ-৫: হাত ঘষার পরে তা চলন্ত পানিতে ধুয়ে নিন এবং পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে মুছে নিন।

হ্যান্ড স্যানিটাইজার

সাবান, হ্যান্ডওয়াশ ও পানি- হাত ধোয়ার ভালো মাধ্যম। তবে এগুলো হাতের কাছে পাওয়া না গেলে ৬০ শতাংশ অ্যাল্কোহল ভিত্তিক হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে পারেন। মনে রাখতে হবে, স্যানিটাইজার ব্যবহার করলেও তা ৩০ সেকেন্ড ধরেই হাতে ঘষতে হবে।

পদ্ধতি

ধাপ-১: হাতের তালুতে কয়েক ফোঁটা স্যানিটাইজার জেল নিন।

ধাপ-২: দুই হাত ৩০ সেকেন্ড ধরে ঘষুন।

ধাপ-৩: জেল শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত মালিশ করুন।

যতবার ব্যবহার করা যাবে

রোগ থেকে বাঁচতে হাত ধোয়া জরুরি।

তবে তা মোটেও ঘন ঘন করা উচিত নয়।

দিনে বার বার হাত ধোয়া হলে তা ত্বক শুষ্ক ও নির্জীব করে ফেলে। সৌচাগার ব্যবহারের পরে, ময়লা জিনিস ধরারা পরে এবং খাবার তৈরি ও খাওয়ার আগে এবং পরে হাত ভালো মতো পরিষ্কার করা উচিত।

রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন কি বাত অনুষ্ঠান দেখছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

কর্মচারীদের অফিসে পৌঁছাতে যানবাহন নিশ্চিত করার দাবিতে মুখ্যসচিবকে চিঠি রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির

কলকাতা, ৩১ মে (হি স): করোনা সংক্রমণ এড়াতে দেশজুড়ে চলছে চতুর্থ দফার লকডাউন। তবে, এরই মাঝে রাজ্য সরকারের তরফে ৮ জুন থেকে ৭০ শতাংশ কর্মী নিয়ে সরকারি-বেসরকারি অফিসে কাজ শুরুর অনুমতি দেওয়া হয়। এরই মাঝে রবিবার অফিসে পৌঁছাতে যানবাহন নিশ্চিত করার দাবিতে মুখ্যসচিব রাজীব সিনহাকে চিঠি রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির।

চিঠিটি মুখ্যসচিবকে লিখেছেন রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির সাধারণ সম্পাদক।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে,"গত ২৯ মে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলন এবং গত ৩০ মে আপনার নির্দেশিত আদেশনামা অনুযায়ী আগামী ৮ জুন থেকে সরকারি ও বেসরকারি অফিস গুলিতে ৭০ শতাংশ কর্মচারীদের উপস্থিতি কাজ শুরু হবে বলে ঘোষণা করা হয়। অথচ কর্মচারীদের জন্য পরিবহন ব্যবস্থার বিষয়ে কোনো কথা উল্লেখ করা হয়নি। ভারতীয় রেল আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত সমস্ত ট্রেন বন্ধ রাখার ঘোষণা করেছে। এখনও পর্যন্ত সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা স্বাভাবিক হয়নি।সড়ক ও রেল পরিবহন ব্যবস্থা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত কর্মচারীদের অফিসে উপস্থিত হতে কর্মচারীদের চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হবে। সব আসন পিছু একজন যাত্রী নিয়ে বাস চালানোর নির্দেশ কার্যকর হলে শুধু শারীরিক নয় সামাজিক ও শারীরিক উভয় বিধ দূরত্ববিধী লঙ্ঘিত হবে। করোনা সংক্রমনের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকায় পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হচ্ছে। এই পরিস্থিতি শারীরিক দূরত্ব বিধি মেনে এই অপ্রতুল পরিবহন ব্যবস্থায় কর্মচারীরা হাজিরা দেবেন কিভাবে। এ বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা ব্যতিরেকে এই সিদ্ধান্ত প্রশাসনিক অবস্থারই প্রতিফলন এবং এর শিকার হতে চলেছেন অসহায় সাধারণ কর্মচারীরা। রাজ্য সরকারি কর্মচারী স্বার্থে সদা নিবেদিত সংগঠন গুলির মধ্যে অন্যতম রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটি। এই অবস্থায় তীব্র বিরোধিতা করছে।একই সাথে রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির মাধ্যমে আপনার কাছে রাজ্য সরকারি দফতর গুলির কর্মচারীদের উপস্থিতির জন্য যানবাহন ও সুরক্ষা অবস্থাসহ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছে"।

সন্তোষ হত্যাকাণ্ড : পুলিশ অফিসার সূর্যকান্তকে গ্রেফতারের দাবিতে ২ জুন হাফলঙে অনশন কর্মসূচি

হাফলং (অসম), ৩১ মে (হি.স.) : ঠিকাদার সন্তোষ হোজাইর খুনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল ডিমা হাসাওয়ে বিদায়ী ডিএসপি সূর্যকান্ত মরানের নাম। নিহত সন্তোষ হোজাইয়ের স্ত্রী জয়ন্তা হোজাই তাঁর স্বামীকে অপহরণ ও খুনের সঙ্গে ডিএসপি সূর্যকান্ত মরান জড়িত বলে অভিযোগ করে থানায় এফআইআর দায়ের করেছিলেন। একই অভিযোগ তুলে ন্যায় বিচারের আশায় গিয়েছেন গুয়াহাটি উচ্চ আদালতেও। কিন্তু ডিএসপি সূর্যকান্তের বিরুদ্ধে অপহরণ ও খুনের মতো গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন হওয়ার পরও অভিযুক্তকে গ্রেফতার বা চাকরি থেকে বরখাস্ত না করে ডিমা হাসাও জেলা থেকে বদলি করে দেওয়া হয়েছে। এমন-কি পুলিশ সুপার বীরবিক্রম গগৈকেও ডিমা হাসাও থেক অন্যত্র বদলি করা হয়। এ নিয়ে জেলার বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

সন্তোষ হোজাই খুনের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ডিএসপি সূর্যকান্ত মরানকে অবিলম্বে গ্রেফতার করার দাবিতে আগামী ২ জুন ফের জেলাশাসক কার্যালয়ের সামনে অনশনে বসবে অল ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়ন, ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়ন এবং ডিমাসা মাদার্স অ্যাসোসিয়েশন।

অল ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়নের সভাপতি উত্তম লাংথাসা এ ব্যাপারে জানিয়েছেন, সন্তোষ হোজাই অপহরণ কাণ্ডের পর তাঁর স্ত্রী জয়ন্তা হোজাই হারাঙ্গাজাও থানায় এজাহার দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এজাহার নীতে অস্বীকার করায় এবং কর্তব্যে গাফিলাতির অভিযোগে হারাঙ্গাজাও থানার ওসি (তদানীন্তন) তথা বর্তমান মাইবাং থানার ওসি অংশুমান রাজকুমারকে গত ২৪ মে নবাগত পুলিশ সুপার জয়ন্ত সিং (আইপিএস) চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছেন। তবু সন্তোষ হোজাইর খুনে অভিযুক্ত ডিএসপিকে এখনও গ্রেফতার করা হয়নি। তাই অবিলম্বে সন্তোষ হোজাই খুনে জড়িত ডিএসপি সূর্যকান্ত মরানকে গ্রেফতারের দাবিতে ২ জুন অনশনে বসবে অল ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়ন, ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়ন এবং ডিমাসা মাদার্স অ্যাসোসিয়েশন, জানিয়েছেন উত্তম লাংথাসা।

উল্লেখ্য, গত ২৪ এপ্রিল ঠিকাদার সন্তোষ হোজাইকে তাঁর হারাঙ্গাজাওয়ের বাড়ি থেকে পাঁচ জনের দুষ্কৃতকারীর এক দল অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার পর ৩০ এপ্রিল তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করেছিল পুলিশ।

মাইনে দিতে অক্ষম, কেন্দ্রের দ্বারস্থ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (হি. স.): করোনা মোকাবিলায় দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। কিন্তু ক্রমাগত বেড়ে চলেছে আক্রান্তের সংখ্যা।যে পাঁচ রাজ্যের অবস্থা সব থেকে খারাপ তার মধ্যে অন্যতম আম আদমি পার্টি শাসিত দিল্লি। রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি চাঙ্গা করার জন্য লকডাউন শিথিল করার কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। পরিস্থিতি যে ভয়াবহ হতে চলেছে তা আঁচ করতে পেরে তিনি এই কথা বলেছিলেন। অবশেষে রবিবার তা বোঝা গেল। নিজেদের কর্মীদের মাইনে দিতে অক্ষম দিল্লি সরকার।পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য কেন্দ্রের দ্বারস্থ মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া জানিয়েছেন, কর্মীদের মাইনে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রের কাছে ৫০০০ কোটি টাকার আর্থিক সাহায্য চাওয়া হয়েছে।প্রতিমাসে কর্মীদের মাইনে দিতে দিল্লি সরকারের খরচ হয় ৩৫০০ কোটি টাকা। বিগত দুই মাসে জিএসটি থেকে রাজ্য সরকারের আয় হয়েছে প্রতি মাসে ৫০০ কোটি টাকা। বিপর্যয় আইনের মাধ্যমে অন্যান্য রাজ্য আর্থিক সাহায্য হিসেবে যে ত্রাণ পেয়েছে কেন্দ্রের তরফ থেকে। সে রকম কোনও আর্থিক সহায়তা কেন্দ্রের তরফে এখনও পর্যন্ত পাইনি দিল্লি সরকার। ইতিমধ্যেই আর্থিক সহায়তা চেয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এর কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়ার দায়িত্বে রয়েছে দিল্লির অর্থমন্ত্রক। এদিন বর্ষীয়ান এই আম আদমি পার্টি নেতা আরও বলেন, করোনা ভাইরাসের জেরে লকডাউনের ফলে দিল্লির অর্থনীতি ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজস্ব আদায়ের ওপর লকডাউনের প্রভাব পড়েছে। রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আগামী দুই মাসের জন্য রাজ্যের দরকার ৭০০০ কোটি টাকা। বিভিন্ন দিক থেকে রাজ্য সরকারের আয় হয়েছে মাত্র ১৭০০ কোটি টাকা। কেন্দ্রের কাছে ৫০০০ কোটি টাকার অর্থ সাহায্য চাওয়া হয়েছে।

দুর্গা দর্শন অনলাইনেই

কলকাতা, ৩১ মে (হি. স.): করোনা সতর্কতার জন্য সামাজিক দূরত্ব বিধি বজায় রাখা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। কিন্তু আর কয়েক মাস পরেই আসছে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা পুজো। তাহলে কি করোনার প্রকোপ পড়বে এবার বাঙালির বহু প্রতীক্ষিত উৎসবেও? এই প্রশ্নই বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে প্রশাসন থেকে পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে। এরমধ্যেই হিডকো সহ তিন সরকারি সংস্থার সহযগিতায় এক সংস্থা নিয়ে এসেছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। এবার এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মেই ষষ্ঠীর বোধন থেকে অষ্টমীর অঞ্জলী, নবমীর সন্ধ্যারতি থেকে দশমীর বরণ সব কিছুর সাক্ষী থাকতে পারবে মানুষ।

প্রশাসনের সহযোগিতায় গুলমোহর নামে একটি সংস্থা একটি অনলাইন পোর্টাল তৈরি করেছে। সেখানেই চাক্ষুষ করা যাবে দেবী দুর্গা সহ পুজো মণ্ডপ। দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকেই চালানো যাবে এই অনলাইন দেবী দর্শন। তাও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। এই পোর্টালের পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে দুর্গাফেস্ট.কম। তবে শুধু ঠাকুর দেখাই নয় পুজোর সান্ধ্য আড্ডাও জমবে এই অনলাইনেই।

এই প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্নধার পীযূষরঞ্জন ঘোষ বলেন, 'একই অর্থনীতির এত খারাপ অবস্থা এরপর পুজো না হলে আরও খারাপ অবস্থা হবে। কারণ এই পুজোর সাথে অনেক মানুষের আর্থিক উপার্জনের বিষয়টি জড়িয়ে থাকে। তাই সব কিছু কে মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ। এক ক্লিকেই ঘরে বসে বিভিন্ন দেশের পুজো দেখা যাবে।'

হিডকোর চেয়ারম্যান দেবাশীষ সেন জানাচ্ছেন, 'নিউটাউনের একটি গ্রুপ এই উদ্যোগ নিয়েছে। এতে সামাজিক দূরত্ব বজায় থাকবে। আবার মানুষের ঠাকুর দেখাও হবে। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অনলাইনে দেশ বিদেশের ঠাকুর দেখা যাবে'। একইভাবে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে পুজো কমিটিগুলো। টালা বারোয়ারির এক কর্মকর্তা জানান, 'মানুষ যদি একান্তই বাইরে বেড়িয়ে ঠাকুর দেখতে না পারেন তাহলে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।'

অতএব যারা মন খারাপ করে ভাবছিলেন যে এবার আর ঠাকুর দেখা হবে কিনা। তাঁদের জন্যও সুখবর। ঘরে বসেই ঠাকুর দেখা যাবে স্ক্রিনে হাত ছোঁয়ালেই। আর উপড়ি পাওনা হিসেবে ভিড়ের ঝক্কিও পোহাতে হবে না।

পাবলিক দিকে কড়া নজরদারি কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ৩১ মে (হি স):লকডাউনের মাঝেই যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে পথে নেমেছে সরকারি বাস,অটো, ট্যাক্সি। তবে, সরকারি নিয়ম মানলে তবেই চালানো যাবে অটো, বাস , ট্যাক্সি।আর সেইসব নিয়মাবলী মেনেই অটো বাস-ট্যাক্সি চলছে কিনা সেইসব দিকে রবিবার কড়া নজরদারি চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ।

করোনা আতঙ্কে কপালে ভাঁজ পড়েছে শহরবাসীর। যার জন্য সংক্রমণ এড়াতে দেশজুড়ে চলছে লকডাউন।লকডাউন চলার জন্য বেশ অনেক দিন বন্ধ ছিল বাস-ট্যাক্সি অটো। কিন্তু এর জেরে জরুরি প্রয়োজনে যেসব যাত্রীতে বেরোতে হচ্ছে তাদের চলার ক্ষেত্রে খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। তাই তাদের সুবিধার কথা ভেবেইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি রুটে নেমেছে সরকারি বাস। পথে নেমেছে ট্যাক্সিও। একাধিক রুটে নেমেছে অটো।কিন্তু যানবাহন চলাচলে সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে সরকারের তরফে বেশ কিছু নিয়মাবলী বেঁধে দেওয়া হয়েছে। যেমন সরকারি বাসের ক্ষেত্রে যাত্রীসংখ্যা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বাস যাত্রীসহ চালক এবং কন্ডাক্টার সকলকেই মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

অন্যদিকে ইতিমধ্যেই পথে নেমেছে অটো।তবে , অটো র ক্ষেত্রেও বেঁধে দেওয়া হয়েছে বেশ কিছু নিয়মাবলী।দুজনের বেশি যাত্রী নিয়ে চলতে পারবে না অটো। চালক এবং যাত্রী উভয়কে পড়তে হবে মাস্ক। অটোতে রাখতে হবে স্যানিটাইজার। অন্যদিকে ট্যাক্সির ক্ষেত্রেও নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে।ট্যাক্সি চালককে পড়তে হবে মাস্ক যাত্রী করতে হবে মাস্ক রাখতে হবে স্যানিটাইজার।সেই সমস্ত নিয়মাবলী মেনে যানবাহন গুলি পথে চলছে কিনা সেদিকে কড়া নজরদারি চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ।

ভিন রাজ্য থেকে ঢুকেছে পরিযায়ী শ্রমিক,সতর্কতায় চলছে মাইকিং

হুগলি, ৩১ (হি স.): মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে ইতিমধ্যেই ট্রেনে করে এ রাজ্যে এসেছে কয়েক লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক। এই সব শ্রমিকরা রাতারাতি বিভিন্ন জায়গায় তাদের বাড়ি ঢুকে পড়ছে বলে রীতিমত চিন্তায় রাজ্য প্রশাসন।রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে পরছে এলাকায় বাসিন্দারাও। এবার সেই আতঙ্ক কাটাতে এবং পরিযায়ী শ্রমিকরা ও তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে কি কি করনীয় রয়েছে সেটাই মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচারে করা চলছে। মাইকিং এর এমনই এই ছবিই দেখা গেলো শ্রীরামপুর রাজ্যধরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জানান, বিডিওর নির্দেশ মতো এই ব্যবস্থা, মাইকিং এ প্রচার করা হচ্ছে বিভিন্ন এলাকায়। বিশেষ করে মহারাষ্ট্র তামিলনাড়ু সহ পাঁচটি রাজ্য থেকে যে সব পরিযায়ী শ্রমিকরা এসেছে তাদের উদ্দেশ্য এই বার্তা দেওয় হচ্ছে। তাদের পরিবারদেরকে জানানো হচ্ছে যে বাইরে তাদের পরিজনেরা এলে তারা যেনো সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে পঞ্চায়েতের নির্দিষ্ট করে দেওয়া জায়গায় ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইনে থাকে। এরই পাশাপাশি শ্রমিকরা তাদের পরিবারদের সাথে মিশে গেলে পরিবারদের প্রতিটি সদস্যের ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে নেয়।

করোনা আক্রান্ত নিউ মার্কেন্ট থানার সাব ইনস্পেক্টর

কলকাতা, ৩১ মে (হি. স.): প্রশাসনের ঘরে একের পর এক করোনা সংক্রমণের খবর আসছে। এবার করোনা আক্রান্ত হলেন নিউ মার্কেট থানার এক সাব ইনস্পেক্টর। ওই পুলিশ আধিকারিকের স্ত্রী ও কন্যার দেহেও মিলেছে সংক্রমণ। তাদের সকলেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বেশ কিছদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন ওই ব্যক্তি। জ্বরে ভুগছিলেন তিনি। এরপর শুক্রবার থানায় এসে বেশি অসুস্থ অনুভব করায় তাঁর নমুনা পরীক্ষার জন্যও পাঠানো হয়। গতকাল এই রিপোর্ট পজিটিভ আসে একইসঙ্গে তাঁর বাড়ির লোকের নমুনা পাঠানো হলে সেগুলিও পজিটিভ আসে। এরপরেই ওই তিনজনকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওই তিনজনের সংস্পর্শে কারা এসেছিল এই তালিকা তৈরি করা হচ্ছে।

আমফান বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন বাম -কংগ্রেসের

হাওড়া,৩১ মে (হি স): ঘূর্ণিঝড় আমফানের দাপটে বিধ্বস্ত গোটা পশ্চিমবঙ্গ। আর তাই রবিবার আমফান বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন বাম -কংগ্রেসের।হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে আমফান সাইক্লোনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পাশে দাড়ালেন বিরোধী দল নেতা আব্দুল মান্নান, বাম পরিষদীয় দলের নেতা সুজন চক্রবর্তী।

২০ মে ১৩৩ কিলোমিটার বেগে ঘূর্ণিঝড় আমফান কলকাতার উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে। তার দাপটে ভেঙে গিয়েছে গাছ এবং বিদ্যুতের খুঁটি। কলকাতার মতো দশা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া-সহ একাধিক জেলার। কিন্তু ঝড়ের ১১ দিন পরেও বিস্তীর্ন এলাকা বিদ্যুৎহীন, ত্রাণের কাজ শুরুই হয় নি। দুর্গত মানুষ বিরোধী দলের নেতার কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। পরে এলাকা পরিদর্শনে পর বিরোধী দল নেতা আব্দুল মান্নান বলেন, এই বিষয়গুলি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দেবেন।

করোনা আবহে ঘুড়িতে মেতেছে বাঁকুড়া

বাঁকুড়া, ৩১ মে (হি. স.): করোনার জেরে লকডাউনে গৃহবন্দী কিশোর - যুবা প্রবীণ সকলে। বাইরে বেড়ানো থেকে মাঠে খেলাধূলা সব বন্ধ এরকম পরিস্থিতিতে ঘুড়িতে মেতে উঠেছে কিশোর যুবার দল। বয়স ভুলে প্রবীণেরাও লাটাই হাতে ভো - কাট্টা আওয়াজ তুলছেন। এ রকম চিত্র এখন বাঁকুড়া জুড়ে।নিকট অতীতে দশহরার দিন ঘুড়ি ওড়ানোর রেওয়াজছিল বাঁকুড়ায়। সারা রাত্রি জেগে দল বেঁধে সূতায় মানা দেওয়া, নিজ হাতে ঘুড়ি তৈরীতে মজতো কিশোর তরুণেরা। কিন্তু আধুনিক ইন্টারনেট যুগে বর্তমান প্রজন্ম ঘুড়ি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে কারণে গত কয়েক বছর ঘুড়ি ওড়ানোর রেওয়াজ কমে যায়।এবার করোনা পরিস্থিতিতে স্বমহিমায় ফিরে এসেছে ঘুড়ি। বাঁকুড়া শহরের রাসতলায় ঘুড়ির বাজারে ভীড় দেখলেই তা টের পাওয়া যাবে। সারি সারি দোকানে হরেক রকমের ঘুড়ি। বিভিন্ন সাইজ ও বিভিন্ন রং এর ঘুড়ি দাম ও ভিন্ন ভিন্ন। লাটাই থেকে সূতা চলতি ভাষায় ডোরও বিক্রি হচ্ছে দেদার। কিন্তু দশহরার দিন ঘুড়ি ওড়ানোর পিছনে কি কারন লুকিয়ে রয়েছে তা সকলের কাছে অজানা। লোক গবেষক তথা বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেন দশহরার দিন ঘুড়ি ওড়ানোর কোনও কারন খুজেপাওয়া যায় না। তবে রাজা বাদশার আমলে থেকেই ঘুড়ি ওড়ানোর প্রচলন ছিল সম্ভবত সেই সূত্রেই এই রেওয়াজ।এ প্রসঙ্গে প্রবীনেরা বলেন তারা ছোটবেলা থেকেই এই রেওয়াজ দেখে আসছেন। মাঝে কিছুদিন পড়াশোনার চাপে ই হোক বা আধুনিক প্রযুক্তির কারণে ঘুড়ি ওড়ানোর থেকে মন সরিয়ে নিয়েছিল তরুণ প্রজন্ম। করোনা পরিস্থিতি সেই ঘুড়ি ওড়ানোর রেওয়াজ ফিরিয়ে এনেছে।

পিপিই পরেই এবার হাজির হবে পরীক্ষকরাও

কলকাতা, ৩১ মে (হি. স.): লক ডাউন শিথিল করা হলেও সামাজিক নিরাপত্তার দিকে নজর দিতে বলা হচ্ছে বারবার। সেই মতই এবার ট্রেনে টিকিট পরীক্ষকদের পিপিই পড়ে ট্রেনে উঠতে হবে। সাথে অবশ্যই মাস্ক ও দস্তানা পড়তে হবে। এর পাশাপাশি সংক্রমণ থেকে বাঁচতে টিকিট পরীক্ষার সময় আতস কাঁচ ব্যবহার করতে বলা হয়েছে তাঁদের। যাতে চোখের সামনে এনে টিকিট পরীক্ষা করতে না হয়। এমনই নিয়ম জারি করেছে রেল।

এছাড়া রেলের ওই নিয়মাবলীতে আরও বলা হয়েছে, প্রত্যেক যাত্রীকেই মাস্ক পড়তে হবে। ট্রেনে ওঠার ও নামার সময় হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে। যা দেবে রেল। এছাড়াও ট্রেনে সফর করা কালীন ও কেউ চাইলে স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে পারেন।

এছাড়াও বলা হয়েছে, বৈধ সংরক্ষিত টিকিট ছাড়া কাউকেই ট্রেনে উঠতে দেওয়া হবে না। পাশাপশি বৈধ টিকিট ছাড়া কেউ স্টেশন চত্বরেও ঢুকতে পারবেন না। ট্রেনে যথা সম্ভব দূরত্ব বজায় রেখেই বসতে হবে। প্রতিটি স্টেশনে যাত্রীদের থার্মাল স্ক্রিনিং করা হবে। কোনও রকম করোনা সংক্রমণের উপসর্গ দেখা গেলে সফর করা যাবে না। স্ক্রিনিং হবে ট্রেন থেকে নামার পরেও।

আমফানে আইস্ক্রিম ব্যবসায় ক্ষতি ১৫ কোটির

কলকাতা, ৩১মে (হি. স.): আমফান ক্ষতি করেছে অনেক। এবার আমফানের প্রভাবে কলকাতা সহ তার পার্শবর্তী এলাকায় প্রায় ১৫ কোটি টাকার আইসক্রিমের ক্ষতি হয়েছে। এমনটাই জানাচ্ছে ইন্ডিয়ান আইসক্রিম ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন বা আইআইসিএমএ। আইসক্রিম যেহেতু মূলত বিদ্যুৎ নির্ভর ব্যবসা তাই আমফানের প্রভাবে দীর্ঘ সাত দিন বিদ্যুৎ না থাকায় কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলেই জানাচ্ছে সংশ্লিষ্ট সংস্থা।

এই সংগঠন জানাচ্ছে, শহরে যে ৫০০ ডিস্ট্রিবিউটর ও ৩০,০০০ আইসক্রিমের দোকান রয়েছে সেখানে যথাক্রমে ৪০ হাজার ও পাঁচ হাজার টাকার আইস্ক্রিম থাকে। বিদ্যুৎ না থাকায় ওই দোকানগুলিতে সব আইস্ক্রিম নষ্ট হয়ে গেছে। এছাড়াও ঠেলা গাড়ি গুলির ক্ষেত্রেও বরফ না পাওয়া যাওয়ায় সেগুলোতেও ক্ষতি হয়েছে।

ওড়িশা নতুন করে করোনা আক্রান্ত ১২৯

ভুবনেশ্বর, ৩১ মে (হি. স.): ওড়িশায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত ১২৯ জন। ফলে রাজ্যের সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯৪৮। রবিবার রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফ থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে। রাজ্যের সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৮৮৯ ।সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ১০৮০। মৃত্যু হয়েছে সাত জনের।

উল্লেখ করা যেতে পারে গোটা দেশজুড়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮২১৪৩। এর মধ্যে সক্রিয় আক্রান্ত ৮৯৯৯৫। সুস্থ হয় বাড়ি ফিরেছে ৮৬৯৮৪। গোটা দেশে যে পাঁচটি রাজ্য করোনায় সবথেকে বেশি আক্রান্ত। তারমধ্যে ওড়িশার নাম না থাকলেও প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। ফলে চিন্তার ভাজ বেড়েছে প্রশাসনিক আমলাদের কপালে।

নিয়ম মেনে সোমবার হাওড়া ও শিয়ালদা থেকে বিশেষ ট্রেন

কলকাতা, ৩১ মে (হি স): করোনা সংক্রমণ এড়াতে দেশজুড়ে চলছে চতুর্থ দফার লকডাউন। সোমবার সোমবার থেকে শুরু হবে পঞ্চম দফার লকডাউন। তবে লকডাউনের মাঝেই সোমবার হাওড়া ও শিয়ালদা থেকে চলবে বিশেষ কয়েকটি ট্রেন।

পূর্ব রেল সূত্রে খবর, পূর্বের সময়সূচি মেনে ৮টি জায়গায় উদ্দেশ্যে রওনা দেবে ট্রেন। হাওড়া, শিয়ালদা ও কলকাতা স্টেশন থেকে যোধপুর, দিল্লি, যশবন্তপুর, উত্তরবঙ্গের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে বিশেষ ট্রেন। মিলবে ০২৩৭৭ আপ/ ০২৩৭৮ ডাউন শিয়ালদা নিউআলিপুরদুয়ার শিয়ালদা স্পেশ্যাল এক্সপ্রেস। ০২৩৫৭ আপ/ ০২৩৫৮ ডাউন কলকাতা অমৃতসর কলকাতা দ্বিসাপ্তাহিক স্পেশ্যাল এক্সপ্রেস।০২৩০৭ আপ/ ০২৩০৮ ডাউন হাওড়া যোধপুর হাওড়া স্পেশ্যাল এক্সপ্রেস।০২৩৮১ আপ/ ০২৩৮২ ডাউন হাওড়া নয়াদিল্লি হাওড়া ত্রিসাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ভায়া গয়া। ০২৩০৩ আপ/ ০২৩০৪ ডাউন হাওড়া নয়াদিল্লি হাওড়া স্পেশ্যাল এক্সপ্রেস ভায়া পাটনা (সপ্তাহে চারদিন)। ০২২০১ আপ/ ০২২০২ ডাউন শিয়ালদা ভুবেনেশ্বর শিয়ালদা ত্রিসাপ্তাহিক স্পেশ্যাল এক্সপ্রেস।০২০২৩ আপ/ ০২০২৪ ডাউন হাওড়া পাটনা হাওড়া স্পেশ্যাল এক্সপ্রেস এবং ০২২১৩ আপ/ ০২২১৪ ডাউন শালিমার পাটনা শালিমার ত্রিসাপ্তাহিক এক্সপ্রেস। তবে ট্রেন চললেও ট্রেনে ওঠার ক্ষেত্রে বেশ অনেকগুলি নিয়ম তৈরি করা হয়েছে।সেই নিয়ম মেনেই যাত্রীদের উঠতে হবে ট্রেনে। রেল সূত্রে খবর, ট্রেন ছাড়ার ৯০ মিনিট আগে যাত্রীদের পৌঁছে যেতে হবে স্টেশনে। টিকিট ছাড়া কাউকে স্টেশনে ঢুকতে দেয়া হবে না। সকল যাত্রীকে স্যানিটাইজড ও থার্মাল স্ক্রিনিংও করা হবে। যাত্রীদের মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

শিক্ষা সংক্রান্ত সব বিভাগ বন্ধ ৩০ জুন পর্যন্ত, ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর

কলকাতা, ৩১ মে (হি স): করোনা আতঙ্কে ভয়ে কাঁপছে দেশ থেকে রাজ্য।করোনা সংক্রমণ এড়াতে দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। যার জেরে বন্ধ রাজ্যের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত বন্ধ থাকবে রাজ্যের শিক্ষা সংক্রান্ত সব বিভাগ।রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই ঘোষণা করলেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

৩০ জুন পর্যন্ত স্কুল বন্ধের ঘোষণা আগে করেছেন শিক্ষামন্ত্রী। আর তারপরই ৩০ জুন পর্যন্ত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সিদ্ধান্ত হয়েছিল উপাচার্য পরিষদের বৈঠকে। আর এরপরই এদিন শিক্ষা সংক্রান্ত সব বিভাগ ৩০ জুন পর্যন্ত বন্ধ রাখার ঘোষণা করলেন শিক্ষামন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রী আরও বলেন, "৩০ জুন পর্যন্ত বন্ধ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়।রাজ্যের সব স্কুল বন্ধ ৩০ জুন পর্যন্ত। রাজ্যের শিক্ষা সংক্রান্ত সব বিভাগ বন্ধ থাকবে ৩০ জুন পর্যন্ত"।

লকডাউনের জেরে বাকি রয়েছে উচ্চমাধ্যমিকের তিনটি পরীক্ষাও। সেই প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন "রাজ্যের মানুষকে বাঁচানো আসল উদ্দেশ্য। পরীক্ষা থেকে সবথেকে বড় বিষয় ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন রক্ষা করা।সুস্থ রাখা।আর তাই পরীক্ষাকেন্দ্রে মাস্ক ,দূরত্ব বিধি মানা বাধ্যতামূলক।ব্যবহার করতে হবে স্যানিটাইজার"।

রাজস্থানে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৭৬

জয়পুর, ৩১ মে (হি. স.): করোনার মারণ ভয়াবহতা অব্যহত মরু রাজ্য রাজস্থানে। রবিবার নতুন করে আক্রান্ত ৭৬ জন। ফলে রাজ্যে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৬৯৩।এদিন একজনের মৃত্যু হওয়ায় সবমিলিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯৪। কংগ্রেস শাসিত এই রাজ্যে নতুন করে আক্রান্তদের মধ্যে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জয়পুর।সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ২১। ঝালাওয়ার ১৪, ভারত পুরে ১২, ঝুনঝুনাতে ৭, কোটায় ছয়, ঢোলপুর এবং রাজসমন্দে পাঁচজন করে আক্রান্ত হয়েছে। আজমেরে তিন, উদয়পুরে দুই এবং টনকে একজন করে আক্রান্ত হয়েছে।রাজ্যে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ২৭২৭। সুস্থ হয়েছে ৫৭৭২। এর মধ্যে বাড়ি ফিরেছে ৫০৯৯।

শুটিং শুরুর খবর পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস টলিপাড়ায়

কলকাতা, ৩১ মে (হি স): দীর্ঘ দু'মাস ধরে স্তব্ধ থাকার পর ফের পুরনো ছন্দে ফিরতে চলেছে টলিপাড়া। রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী আগামী ১ জুন থেকে বেশ কিছু নিয়মাবলী মেনে শুরু করা যাবে শুটিং। শুটিং শুরুর খবর পেয়ে বেশ কিছুটা স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলছে টলিপাড়া।

করোনা আতঙ্কে চলছে লকডাউন। আর যার জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল টলিপাড়ার সব শুটিং। দু মাস ধরে টলিপাড়ায় নেই সেই উন্মাদনা। নেই লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশন বলার কেউ। কেউ বলছে না কাট। ফাঁকা স্টুডিওগুলো। তবে ধীরে ধীরে নিজের ছন্দে ফের ফিরছে টলিপাড়া টেলিজগৎ। নির্দেশিকা মেনে শুরু করা যাবে সিনেমা, সিরিয়াল ও ওয়েব সিরিজের শুটিং। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে শুটিং ইউনিটে ৩৫ জনের বেশি থাকতে পারবেন না। সামাজিক দূরত্ব, স্বাস্থ্যবিধি মেনে শুটিং করতে হবে। মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক। না হলেই আইনি ব্যবস্থা। আউটডোর শুটিংয়ের ক্ষেত্রে এড়িয়ে চলতে হবে কনটেইনমেন্ট জোন।শুটিং শুরু হলেও রিয়েলিটি শোয়ের শুটিং এখনই শুরু করা যাবে না। তবে শুটিং শুরুর খবর পেয়ে বেশ কিছুটা শান্তি পাচ্ছেন অভিনেতা-অভিনেত্রী থেকে পরিচালকরা।

অরুণাচলে করোনায় আক্রান্ত দেরাদুন ফেরত ছাত্র, সংখ্যা বেড়ে চার

ইটানগর, ৩১ মে (হি.স.) : উত্তরপূর্বের আরেক রাজ্য অরুণাচল প্রদেশেও এক এক করে বাড়ছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। উত্তরাখণ্ডের দেরাদুন ফেরত আপার সিয়াঙের বাসিন্দা বছর ১২-এর এক বালকের সোয়াব টেস্ট করা হয়েছিল। তার রেজাল্ট পজিটিভ আসে। ইতিমধ্যে তাকে কোভিড সেলে স্থানান্তর করা হয়েছে বলে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর কর্তৃক প্রকাশিত কোভিড বুলেটিনে জানা গেছে।

এ নিয়ে রাজ্যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা চারে পৌঁছেছে। তবে তাদের মধ্যে একজনকে সুস্থ বলে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা তিন। প্রসঙ্গত, নতুন আক্রান্ত ১২-এর বালক দেরাদুনে এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ত। শিথিল লকডাউনের সময় গত ২২ মে অন্যদের সঙ্গে সেও রাজ্যে ফিরেছিল। এখানে আসার পর তাদের সবাইকে সরকারি কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছিল।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ২ এপ্রিল লোহিত জেলার মেডো এলাকার বাসিন্দা জনৈক আবদুল খান তালুকদার (৩১)-এর শরীরে কোভিড-১৯ নোভেল ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছিল। রাজ্যের প্রথম আক্রান্ত রোগী আবদুল খান তালুকদার সুস্থ হলে ১৭ এপ্রিল তেজু জেলা হাসপাতাল থেকে তাঁকে ছুটি দেওয়া হয়।

কত টাকা শ্রমিকদের দেওয়া হয়েছে, জানতে চাইলো সিব্বল

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (হি. স.): পিএম কেয়ার ফান্ড থেকে কত টাকা শ্রমিকদের দেওয়া হয়েছে। রবিবার তা জানতে চাইলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বল।

ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রবিবার বর্ষীয়ান এই কংগ্রেস নেতা জানিয়েছেন, পিএম কেয়ার ফান্ড থেকে কত টাকা শ্রমিকদের দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে। এই সময়কালের মধ্যে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে।কারো মৃত্যু খাদ্যের অভাবে হয়েছে। পায়ে হেঁটে বাড়ি উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার সময় অনেকের মৃত্যু হয়েছে। আবার ট্রেনের মধ্যে অনেকে মারা গিয়েছে। করোনা মোকাবিলায় লকডাউন বলবৎ করার ফলে যে সকল শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে তাদের পরিবারগুলোর মধ্যে কত জনকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বলে জানতে চেয়েছেন সিব্বল।

বিপর্যয় আইনের ১২ নম্বর ধারার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কপিল সিব্বল জানিয়েছেন, এমন সংকটকালে নিহতদের পরিজনদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং রুজি-রুটির ব্যবস্থা করার দায়িত্ব প্রশাসনের। এই ধারায় বিশেষ করে মৃতের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এদেরকে কি সহায়তা করা হয়েছে তা স্পষ্ট করুক কেন্দ্র।
সিব্বলের মতে আরবিআই নিশ্চিত করেছে যে আগামী দিনে দেশের অর্থনীতি নেতিবাচক পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে গোটা দেশের ৪৫ কোটি শ্রমিকের ভবিষ্যৎ।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মহারাষ্ট্রে নতুন করে ৯১ জন পুলিশকর্মী করোনায় আক্রান্ত

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (হি. স.): করোনার মারণ দৌরাত্ম্য অব্যাহত মহারাষ্ট্রে। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত ৯১। ফলে সব মিলিয়ে রাজ্য পুলিশে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪১৬। মৃত্যু হয়েছে ২৬ জন পুলিশকর্মীর।
রাজ্য পুলিশের তরফ থেকে আরও জানানো হয়েছে লকডাউন পরিস্থিতিতে ১০০ ডায়ালে ৯৮৪৬১ কল গ্রহণ করা হয়েছে। সেই সংক্রান্ত পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে। রাজ্য পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ২২ মার্চ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত ২৫৭ পুলিশকর্মী শারীরিক নিগ্রহের শিকার হয়েছে। এরমধ্যে আহত হয়েছেন ৮৬ জন। এই সময় মধ্যে ৮৩৫ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে দেশজুড়ে চতুর্থ দফার লকডাউন শেষ হওয়ার মুখে দাঁড়িয়েও করোনার মারণ দৌরাত্ম্য অব্যাহত মহারাষ্ট্র জুড়ে।

ফের বেলেঘাটা আইডি কর্মী আবাসনে করোনা থাবা

কলকাতা, ৩১ মে (হি স): করোনা আতঙ্কে কপালে হাত শহরবাসীর। দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে যেন শহরে রাজ করছে করোনা। আতঙ্কের মাঝে ফের করোনা হানা বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালের কর্মী আবাসনে। করোনা আক্রান্ত বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালের কর্মী ও পরিবারের তিন সদস্য।

করোনা আতঙ্কে ত্রস্ত গোটা বিশ্ব। এরই মাঝে করোনা থাবা বসিয়েছে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালের কর্মী আবাসনে। হাসপাতাল সূত্রে খবর বেলেঘাটা আইডির কর্মী আবাসনের ৪ জনের শরীরে মিলেছে করোনা সংক্রমণ। তাদের মধ্যে একজন হাসপাতালে কর্মী ও বাকি তিনজন তার আত্মীয় ।ওই ৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করলে সেই রিপোর্ট পজিটিভ আসে। বর্তমানে কর্মী আবাসনের কাউকে কোনও ওয়ার্ডের কাজ করতে দেওয়া হবে না। অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করে আপাতত হাসপাতালের কাজকর্ম বজায় রাখা হবে।

মাস্ক ও সুরক্ষা দূরত্ব বজায় রাখতে শহরের বাজারে মাইকিং কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ৩১ মে (হি স):করোনা সংক্রমণ এড়াতে দেশজুড়ে চলছে চতুর্থ দফার লকডাউন ।সময়ের সাথে সাথে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ।তবে করোনাকে হারাতে গেলে চিকিৎসকরা বারবারই পরামর্শ দিচ্ছেন মাস্ক পরতে সুরক্ষা দূরত্ব বজায় রাখতে। জনগণের কাছে সেই বার্তা পৌঁছে দিতে তৎপর প্রশাসন। রবিবার সচেতন ও তার বার্তা প্রচারে শহরের বিভিন্ন বাজারে মাইকিং কলকাতা পুলিশের।
করোনা আতঙ্কে কাঁটা শহরতলী। তবে লকডাউন চললেও সকাল হতেই বাজার করতে বাজারে ভিড় জমাচ্ছে শহরবাসী। বাজার করতে গিয়ে দরদামের উত্তেজনায় অনেক সময় শহরবাসী ভুলে যায় সুরক্ষা দূরত্ব বজায় রাখার কথা। কিন্তু সে কথা মনে করিয়ে দিতে প্রতিমুহূর্তে মাইকিং চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ ।কখনও গান গেয়ে আবার , কখনো শাসন করে কলকাতাবাসীকে সচেতনতা বার্তা দিয়েছে কলকাতা পুলিশ। কখনও আবার করোনা মোকাবিলায় সচেতনতা বার্তা দিতে কলকাতার একাধিক জায়গায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারও চালিয়েছে কলকাতা পুলিশ।

নাগাল্যান্ডে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪৩, নয়া সাত

কোহিমা, ৩১ মে (হি.স.) : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম রাজ্য নাগাল্যান্ডে আরও সাতজনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। এঁদের সবাই চেন্নাই থেকে রাজ্যে ফিরেছিলেন। এ নিয়ে নাগাল্যান্ডে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৪৩-এ পৌঁছেছে। রবিবার সকালে রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী এস পাংগ্যুঁ ফোম তাঁর টুইট আপডেটে নাগাল্যান্ডে এই খবর জানিয়েছেন। মন্ত্রী জানান, চেন্নাই ফেরত করোনায় সংক্রমিতদের মধ্যে তিনজন পুরুষ এবং চারজন মহিলা রয়েছেন। তাঁদের ডিমাপুর এবং কোহিমার সরকারি হাসপাতালে গঠিত কোভিড সেলে ভরতি করে চিকিৎসা শুরু হয়েছে।
প্রসঙ্গত, গতকাল শনিবার ১১ জনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ পাওয়া গিয়েছিল। ওই সব আক্রান্তের মধ্যে ৯ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আটজনের ডিমাপুর এবং তিনজনের কোহিমার সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। তাঁরাও অতিসম্প্রতি চেন্নাই থেকে নাগাল্যান্ডে ফিরেছিলেন।
উল্লেখ্য, গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সর্বাধিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা অসমে। অসমে এই খবর লেখা পর্যন্ত কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন ১,২১৬ জন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১৬৩ এবং মৃত্যুবরণ করেছেন চারজন।

আজ বৈঠক বেসরকারি বাস মালিকদের

কলকাতা, ৩১ মে (হি. স.): সোমবার থেকে বাস চলবে কিনা, তা নিয়ে এখনও সংশয় রয়েছে। আজ, রবিবার এ ব্যাপারে বৈঠক ডাকলেন বাসমালিকরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগে জানিয়ে দিয়েছেন এবার থেকে বাসে যত আসন থাকবে ততজন যাত্রী নিয়ে চলতে পারবে বাস। এই নিয়ম সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের বাসের ক্ষেত্রেই লাগু হতে চলেছে। তবে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি ২০ জন যাত্রীবিধি বাতিলের বিষয়টি ঘোষণা যেমন করেননি ঠিক তেমনি এটাও জানাননি নতুন নিয়ম কবে থেকে লাগু হতে চলেছে। তবে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন বাসে কেউ দাঁড়িয়ে যেতে পারবে না। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরে অনেকেই ভেবেছিলেন এবার হয়তো বেসরকারি বাসের চাকা গড়ালেও গড়াতে পারে। কিন্তু শনিবার বেসরকারি বাস মালিকদের সংগঠন জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটসের সাধারণ সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ''হিন্দুস্থান সমাচার'', জানা "বর্তমান পরিস্থিতিতে বাস চলাচল করার সমস্যা নিয়ে বৈঠক ডেকেছি। এই বৈঠকে সংগঠনের বিভিন্ন ইউনিটের প্রতিনিধিরা থাকবেন। এর পর সাংবাদিক বৈঠক করে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেব। " তপনবাবু এই প্রতিবেদককে জানান, কলকাতা ও শহরতলিতে দৈনিক ৭,৫০০ বেসরকারি বাস চলে ।জেলাতে ৩৫,০০০ বাস, মোট রাজ্যে চলে ৪২ হাজর বাস। বাস চলাত গেলে প্রতি দিন কত খরচ হয় সেইটা সরকার দেখুক ।এই ভাড়াতে সিটিং নিয়ে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে কোনো সমতা থাকবে না। সুতরাং সরকার ঠিক করুক কত ভাড়া হবে ।মুখ্যমন্ত্রী কে অনুরোধ করছি বিষয়টি পুনঃবিবেচনা করার জন্য।

ব্লকাধীন কুর্তি

আটের পাতার পর

তবে কুর্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান আশ্বস্ত করেন যে, উনারা আজ সরজমিনে বন্যার জলে গৃহবন্দী পরিবারের সাথে কথা বলে আশ্বস্ত করেছেন যে, উনারা সর্বদা সাধারণ মানুষের পাশে আছেন। আর যদি ভয়াবহ বন্যার আকার ধারণ করে তাহলে রিলিফ ক্যাম্প ও ত্রাণশিবিরে ব্যবস্থা করবে কুর্তি গ্রাম পঞ্চায়েত।

শুভেচ্ছ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

পরিস্থিতিতে রাজ্যের জনগণের সদর্থক ভূমিকার কথা নিয়মিত সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হচ্ছে। এরমধ্যে আগরতলার প্রতাপগড় এলাকার গরিব ঠেলা চালক গৌতম দাসের দুর্গত মানুষদের মাঝে ত্রাণ বন্টনের কথা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের কাছে তুলে ধরেন, প্রদেশ বিজেপির সভাপতি ডা: মানিক সাহা। এর পর প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে তার কথা তুলে ধরায় খুশি সবাই।

বাজারে এসো গেলো রসালো আনারস ফল।

বক্সনগরে বিজেপি কিষাণ মোর্চার উদ্যোগে নানা কর্মসূচী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩১ মে।। করোনা অতিমারীর প্রেক্ষিতে বিজেপি কিষাণ মোর্চার তরফ থেকে নানা কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে সিপাহীজলা জেলা (দক্ষিণ) কমিটির তরফে। আগামীকাল তথা ১লা জুন থেকে ৫ জুন পর্যন্ত বুথ স্তরে মোমবাতি জ্বালিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হবে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীকে। তাছাড়া কৃষক কল্যাণে যেসব সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে তার জন্য কিষাণ মোর্চা ধন্যবাদ জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীকে।

ভাড়া বৃদ্ধি না হলে পথে নামতে নারাজ বেসরকারি বাস মালিক সংগঠন

কলকাতা,৩১ মে (হি স):কাটলো না জট। বৈঠকের পরেও নিজেদের দাবিতে অনড় বেসরকারি বাস মালিক সংগঠন। রবিবার বৈঠকের পর ভাড়া বাড়ানো না হলে পথে নামবে না বেসরকারি বাস সাফ জানিয়ে দিল বেসরকারি বাস মালিক সংগঠনগুলি।
লকডাউন এর মাঝেই যাত্রীদের সুবিধার্থে ইতিমধ্যে পথে নেমেছে বহু সরকারি বাস। পথে নামতে বলা হয়েছিল বেসরকারি বাসগুলিকেও। কিন্তু কম সংখ্যক যাত্রী নিয়ে ভাড়া বাড়ানো নাহলে পথে নামতে নারাজ ছিল বেসরকারি বাস মালিক সংগঠন ।রাজ্যে তরফে প্রথমে কুড়ি জন নিয়ে বাস চালাতে বলা হলেও কয়েক দিন আগে নবান্ন থেকে এক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান বাসের আসন সংখ্যা যতজন, ততজন যাত্রীকেই তোলা যাবে। দাঁড়িয়ে কোনও যাত্রী যেতে পারবেন না। এরপরে এদিন বাস মালিক সংগঠনগুলোর তরফে বৈঠক করা হলে তারা বাস নামাতে সাফ মানা করে দেয়। তাদের দাবি বাসের ন্যূনতম ভাড়া সাত কিংবা আট টাকা। লকডাউনের আবহে ভাড়া বৃদ্ধি করা হচ্ছে না। অথচ বলে দেওয়া হয়েছে, দাঁড়িয়ে কোনও যাত্রী নিয়ে যাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে বাস চালিয়ে কোনওভাবেই লাভ হবে না মালিকদের। কারণ তাঁরা দাঁড়িয়ে যাওয়া যাত্রীদের থেকে ভাড়া নিয়েই মোট লাভের অংশ হিসেব করেন। আর এরপরেই বাস পরিষেবা চালু না করার সিদ্ধান্ত নিল বেসরকারি বাস মালিকদের একাংশ।

আয়ুষ্মান ভারতের প্রশংসায় প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (হি. স.): দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আয়ুষ্মান ভারত যে এক যুগান্তকারী মাইলফলক হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে। রবিবারের মন কি বাতে তা দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মাসের শেষ রবিবারে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে দেওয়া মন কি বাত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, অসুস্থ হলে আগে গরীবরা ভাবত যে সংসার চলবে কি করে আর চিকিৎসার খরচই বা আসবে কোথা থেকে। গরিবদের এই ভাবনা দূর করার জন্যই দেড় বছর আগে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সূচনা করা হয়। এক কোটিরও বেশি মানুষ এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হয়েছে। নরওয়ে ও সিঙ্গাপুরের মতো দেশের মোট জনসংখ্যার থেকেও বেশি মানুষ এই প্রকল্পের থেকে উপকৃত হয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত না থাকলে চিকিৎসা খাতে গরীব মানুষের পকেট থেকে ১৪০০০ কোটি টাকা খরচ হতো। গরীবদের সেবা করার জন্য চিকিৎসক-নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের ধন্যবাদ জানাই ।এই প্রকল্পে পোর্টেবিলিটি কথা উল্লেখ করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন আয়ুষ্মান ভারত এর সুবিধাভোগী কোন ব্যক্তি চাইলে এক রাজ্য থেকে অন্যত্র গিয়ে চিকিৎসা করাতে পারে। বিহারের একজন বাসিন্দা ইচ্ছা করলে কর্নাটকে গিয়ে চিকিৎসা করতে পারে। আয়ুষ্মান ভারত থেকে উপকৃত হয়েছে ৮০ শতাংশ গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দা। এর মধ্যে ৫০ শতাংশ হচ্ছে মহিলারা।

উত্তরপ্রদেশ থেকে ফেরত ৯ ছাত্র কোয়ারেন্টাইনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩১ মে।। উত্তরপ্রদেশ থেকে ৯ ছাত্র বাড়ী আসাতে রাখা হল কোয়ারেন্টাইনে। বক্সনগরের কলমচৌড়া থানার অধীন পুটিয়া পঞ্চায়েতের ৯ জন মাদ্রাসা পড়ুয়া ছাত্র উত্তরপ্রদেশ থেকে বড়ী ফিরেছে। তাদের পুটিয়া টাউন হলে রাখা হয়েছে। অভিভাবকদের অভিযোগ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাদের রাখা হয়েছে। অবিলম্বে তাদের অন্যত্র স্থানান্তর করার দাবী করেছেন অভিভাবকরা।

আহত আট

● প্রথম পাতার পর

অল্পবিস্তর আহত হন। আহতদের মধ্যে এসএফআই রাজ্য সম্পাদক সন্দীপকে চিকিৎসার জন্য আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে হামলার পরপরই রক্তদান শিবির ভন্ডুল হয়ে যায়। রক্তদান শিবিরের মত সামাজিক কাজকর্ম চলাকালীন এ ধরনের হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বিভিন্ন মহল।

অভিযোগ বিরোধীদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ সংঘটিত করার ক্ষেত্রে বাধা দানের পাশাপাশি সামাজিক কার্যকলাপেও বাধা দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে লকডাউন চলাকালে বিপন্ন মানুষের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বন্টন করতে গিয়ে বিরোধী দলের সদস্যরা আক্রমণের শিকার হয়েছেন। এবার রক্তদান শিবিরে হামলার ঘটনা সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে বর্বরতার পরিচয় দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। এ ধরনের বর্বরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। অভিযুক্তদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা না হলে বিরোধী দল বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

আহত আট

● প্রথম পাতার পর

তাছাড়া আট জুন, ২০২০ থেকে ধর্মীয় স্থানও খোলা যাবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের নির্দেশিকা মেনে। তবে, ভক্তরা যাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখেন সেদিকে নজর দিতে হবে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের। নির্দেশিকা অনুসারে শপিংমলগুলিও খোলা যাবে ৮ জুন থেকে ।তবে অন্যান্য একক দোকানপাট, বাজার খালার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ নেই। বাজার কমিটিগুলির দায়িত্বে থাকবে ভলান্টিয়ারের মাধ্যমে ক্রেতাদের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার। খাদ্য, স্বাস্থ্য, পুলিশ ইত্যাদি দপ্তরের আধিকারীকদের সহযোগিতায় এই আদেশ পালন সুনিশ্চত করবেন জেলা শাসক। বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৫ এর অধীনে জারি করা এই আদেশ তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে বলে রাজ্যের মুখ্যসচিব এক আদেশে জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

জানিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তার কথায় হলিউড থেকে হরিদ্দার প্রত্যেকে বাড়িতে বসে যোগাভ্যাস করে গিয়েছে। যারা এর প্রতি আগে ততো বেশি মনোযোগ দিত না। তারাও এখন অনলাইনে ভিডিও দেখে বাড়িতে নিজের মত করে যোগাভ্যাস করে চলেছে ।করোনা মানুষের শরীরে সব থেকে বেশি ক্ষতি করে ফুসফুসের ।আর যোগাভ্যাস করলে ফুসফুসের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়। ফুসফুস আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যোগাভ্যাস মানুষের মধ্যে কমিউনিটি, ইমিউনিটি, ইউনিটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের আয়ুশ মন্ত্রক অনলাইন একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে। যার নাম হবে মাই লাইফ মাই যোগ। আপনার যোগাভ্যাসের তিন মিনিটের ভিডিও করে পাঠাতে হবে। বিশ্বের সমস্ত প্রান্তের মানুষ এতে যোগ দিতে পারবে ।উদ্ভাবনের কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্রের নাসিকে ট্রাক্টর চালক রাজেন্দ্র নিজের ট্রাক্টর মেশিনের সাহায্যে স্যানিটেশন মেশিন তৈরি করেছেন। বিভিন্ন মুদি দোকানে দোকানদার পাইপের মাধ্যমে ক্রেতাদের পণ্য সরবরাহ করছেন ।করোনা মোকাবিলায় ইচ্ছাশক্তির পাশাপশি উদ্ভাবনও একান্তভাবে প্রয়োজন। দেশের বিভিন্ন পরীক্ষাগারে করোনা প্রতিষেধকের আবিষ্কারের কাজ চলছে।

পূর্ব ভারত এবং শ্রমজীবী মানুষের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর ভারত যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে তা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রসঙ্গ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই সকল পরিযায়ী শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশার কথা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তাদেরকে বাড়ি ফেরানোর ক্ষেত্রে রেল অসাধারণ কাজ করেছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের খাবার, পানীয় জলের ব্যবস্থা মতো বিপুল আয়োজন রেলকর্মীরা নিষ্ঠা সহকারে করে গিয়েছে ।এক কথায় চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মতো রেলকর্মীরা ফ্রন্টলাইন ওয়ারিয়র। পরিযায়ী শ্রমিকদের শারীরিক পরীক্ষা করেই ট্রেনে তোলা হয়েছে। এই সকল দৃশ্য আমাদের অতীতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর ভবিষ্যতের ভিত্তি স্থাপন করে ।বর্তমান পরিস্থিতিতে পূর্ব ভারতের উন্নয়ন একান্ত ভাবে প্রয়োজন ।পূর্বের উন্নয়ন হলেই গোটা দেশের উন্নয়ন হবে। এই সংকট কাল অনেকগুলো দিক আমাদের সামনে খুলে দিয়েছে। এখন কথা চলছে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য পৃথক কমিশন গঠন করার ।স্কিল ম্যাপিং এর প্রসঙ্গ উঠছে। ফলে আত্মনির্ভর ভারতের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে। স্থানীয় অঞ্চলে পণ্য তৈরি করা এবং কেনা অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিশারী হতে পারে। এতে করে গ্রাম, জেলা, মফস্বল, ছোট শহর আত্মনির্ভর হয়ে উঠবে। কয়েকজন এমন রয়েছেন যারা স্থানীয় এলাকায় কি কি পণ্য তৈরি হচ্ছে তার তালিকা ও ইতিমধ্যে প্রস্তুত করে ফেলেছেন।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ' বিহারের হিমাংশু জানিয়েছে যে সে এমন ভারতের স্বপ্ন দেখে যে ভারত বিদেশ থেকে আমদানি কমিয়ে দেবে।'পেট্রোল, ডিজেল, ইউরিয়া মত জিনিস এখনো ভারতকে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। করদাতাদের বিপুল অর্থ এতে খরচ হয়। এর বিকল্প ব্যবস্থা এবং বিকল্প পথ দেখাবে আত্মনির্ভর ভারত। ' অসমের সুদীপ জানিয়েছেন যে সে বাঁশের তৈরি নির্মিত পণ্যের ব্যবসা করেন। আগামী দিনে তার স্বপ্ন এই পাশের পণ্যগুলোকে আন্তর্জাতিক স্তরে মেলে ধরা। '

উল্লেখ করা যেতে পারে পরিযায়ী শ্রমিকদের বেশিরভাগ অংশই থাকে ঝাড়খন্ড, বিহার, পশ্চিমবঙ্গের। আর্থিক বিকল্প না থাকায় বাধ্য হয়েই বাস্তুচ্যুত হয়ে ভিন রাজ্যে গিয়ে কাজ করতে হয় এইসব রাজ্যের মানুষদের। ফলে প্রধানমন্ত্রীর মতে আত্মনির্ভর ভারত এই সকল মানুষদের নতুন আর্থিক বিকল্প পথে নিয়ে যাবে।

মাসের শেষ রবিবার রেডিওতে সম্প্রচারিত মন কি বাত অনুষ্ঠানে পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বর্ষাকালে বৃষ্টির জল সঞ্চয় করার কথা এদিনের মন কি বাতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি বৃক্ষরোপণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। এদিন তিনি বলেন, ৫ জুন আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবসের ভাবনা হচ্ছে বায়ো ডাইভারসিটি বা জৈব বিবিধতা। পাহাড়, নদী, আকাশ স্বচ্ছ থাকুক এই প্রার্থনা প্রধানমন্ত্রী করেছেন। তার কথায় লকডাউনের জনজীবন রুদ্ধ হওয়ার ফলে প্রকৃতি আগের থেকে অনেক সুন্দর হয়ে উঠেছে। যে দৃশ্য আগে দেখা যেত না সেই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে ।অনেক দূর থেকে পাহাড়ের শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে। ফলে এই পরিবেশবান্ধব পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে এই সমস্ত কিছু বজায় রাখার জন্য। গরমে পাখিদের জন্য জলের ব্যবস্থা করতে হবে ।প্রকৃতি ও পরিবেশকে রক্ষা করার সংকল্প নিতে হবে ।এদিনের মন কি বাতে প্রধানমন্ত্রী আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত পশ্চিমবঙ্গ এবং ওডিশার প্রসঙ্গ টেনেছেন। সেখানকার মানুষদের দৃঢ় সংকল্পের প্রশংসা করেছেন তিনি। পাশাপাশি মধ্যভারতে শস্য ক্ষেতে পঙ্গপালের হানায় নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী।

উদ্যোগ ত্রাণ বিতরণ

আটের পাতার পর

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পার্টির জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার, জেলা কমিটির সদস্য আশু দেবনাথ, বিলোনীয়া মহকুমার সম্পাদক তাপস দত্ত, বগাফা অঞ্চল সদস্য নির্মল চাকমা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব বৃন্দরা। আজকের দিনে সি পি আই এম এর উদ্দ্যোগে দেবীপুর এডিসি ভিলেজে ১২০ পরিবারের লোকজনদেরমধ্যে খাদ্য সামগ্র বিতরন করাহয়।

খেলা

ইংল্যান্ডে খেলতে রাজি ওয়েস্ট ইন্ডিজও

করোনাভাইরাসের কারণে পহেলা জুলাই পর্যন্ত ইংল্যান্ডে খেলাধুলা নিষিদ্ধ। পুরো গ্রীষ্মের ক্রিকেটই তাই ভেসে যাওয়ার ভয় ছিল। কিন্তু প্রথমে পাকিস্তান ও এখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ রক্ষা করল ইংলিশদের। দুইদলই ইংল্যান্ড সফরে রাজি হওয়ায় ইংলিশ গ্রীষ্মের শেষের দিকে ঠিকই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে গড়াতে যাচ্ছে।

জুলাই মাসের শেষের দিকে ইংল্যান্ডে টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি খেলতে আগেই রাজি হয়েছে পাকিস্তান। কাল ওয়েস্ট ইন্ডিজও সম্মতি জানিয়েছে ইংল্যান্ড সফরে যাওয়ার ব্যাপারে। জুলাই মাসে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের তিনটি টেস্ট খেলবে দুই দল। তার আগে জুনেই ইংল্যান্ডে চলে যাবে জেসন হোল্ডারের দল। শুরুতে কোয়ারেন্টিন ও অনুশীলনে তিন সপ্তাহ কাটিয়ে ক্রিকেটে ফিরবে ক্যারিবিয় ক্রিকেটাররা।

কিছুদিন আগেও ইংল্যান্ড সফরের ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী ছিল না ক্যারিবিয়রা। তবে ইসিবির নতুন পরিকল্পনায় সফরে যেতে সাহস পাচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্যারিবিয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কলিন গ্রেভ ক্রিকইনফোকে বলেছেন, 'ইসিবি তাদের নতুন পরিকল্পনায় বেশ আত্মবিশ্বাসী। আমাদের মেডিকেল টিমও ওদের নতুন পরিকল্পনা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে। সংশ্লিষ্ট সবাই পরিষ্কার ধারণা পাচ্ছে ইংল্যান্ডে ৭ সপ্তাহের জন্য ক্রিকেট খেলতে গেলে সেটা কেমন হবে।"

তিন টেস্টের সিরিজের জন্য সাউদাম্পটন ও ম্যানচেস্টারকে সম্ভাব্য জৈব নিরাপদ ভেন্যু হিসেবে বেছে নেওয়া হতে পারে। মাঠে দুই দলের সংশ্লিষ্টদের বাইরে ২০০-২৫০ জন মানুষের উপস্থিতিতে খেলা পরিচালনা করার চেষ্টা করা হবে। প্রতিনিয়ত ক্রিকেটারদের করোনাভাইরাস পরীক্ষা করা হবে।

ওদিকে করোনাভাইরাসের কারণে নিয়মিত ক্রিকেটীয় কার্যক্রম বন্ধ থাকায় ক্যারিবিয় ক্রিকেট বোর্ডকে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। সে ক্ষতি সামাল দিতে আগামী জুলাই থেকে কর্মীদের বেতনের ৫০ ভাগ কেটে রাখা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা।

বার্ষিক উপার্জনে ফোর্বসের ক্রীড়াবিদদের তালিকায় শীর্ষ স্থানে রজার ফেডেরার

ওয়াশিংটন, ৩১ মে (হি.স.): বার্ষিক উপার্জনের নিরিখে ফোর্বসের ক্রীড়াবিদদের তালিকায় শীর্ষ স্থান দখল করলেন টেনিস তারকা রজার ফেডেরার। গত এক বছরে ১০৬.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উপার্জন করে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও লিওনেল মেসিকে পিছনে ফেলে দিলেন এই সুইস টেনিস তারকা। গত ১২ মাসে রোনাল্ডো উপার্জন করেছেন ১০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মেসির পকেট ঢুকেছে ১০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ফোর্বসের সদ্য প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী ২০২০ সালের সর্বোচ্চ উপার্জনকারী ক্রীড়াবিদ হলেন ফেডেরার। করোনা মহামারির জেরে রোনাল্ডো-মেসিদের ক্লাব তাঁদের পারিশ্রমিকে কাটছাঁট করায় দুই ফুটবলারকে রোজগারের লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়তে হয়। গত বছর তালিকার শীর্ষে ছিলেন মেসি। এবার তিনি নেমে গিয়েছেন তিন নম্বরে। অন্যদিকে, ফেডেরার চার ধাপ উঠে এসে প্রথম টেনিস তারকা হিসেবে সর্বোচ্চ আয়ের ক্রীড়াবিদদের তালিকায় এক নম্বর স্থান দখল করেন।

ফোর্বস ২০১৯-এর ১ জুন থেকে ২০২০-র ১ জুন পর্যন্ত সময়সীমায় ক্রীড়াবিদদের মোট আয়ের হিসাব করে এই তালিকা প্রকাশ করে। আয়ের মধ্যে ধরা হয়েছে পুরস্কার মূল্য, চুক্তির বোনাস, বিজ্ঞাপনী বিনিয়োগ, বিভিন্ন স্বত্ব ও উপস্থিতির জন্য প্রাপ্ত অর্থ।

এই নিরিখে গত ১২ মাসে ফেডেরার উপার্জন করেছেন ১০৬.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যার মধ্যে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এসেছে বাণিজ্যিক চুক্তি থেকে। গত ১২ মাসে রোনাল্ডো উপার্জন করেছেন ১০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মেসির পকেট ঢুকেছে ১০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আরেক তারকা ফুটবলার নেইমারের বার্ষিক উপার্জন ৯৫.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তিনি রয়েছেন তালিকার চতুর্থ স্থানে। বাস্কেটবল তারকা লিবর্ন জেমস উপার্জন করেছেন ৮৮.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তালিকার প্রথম পাঁচের তিনি শেষ সদস্য।

গত এক বছরে বিশ্বের সর্বোচ্চ উপার্জনকারী মহিলা অ্যাথলিট হলেন জাপানের টেনিস তারকা নাওমি ওসাকা। তাঁর বার্ষিক উপার্জন ৩৭.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সার্বিক তালিকায় ২৯ নম্বরে রয়েছেন তিনি। ওসাকা পিছনে ফেলে দিয়েছেন সেরেনা উইলিয়ামসকে। গত ১২ মাসে সেরেনার উপার্জন ৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বার্সেলোনার সামনে '১১টি ফাইনাল'

লম্বা বিরতির পর প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে ফিরতে ব্যাকুল বার্সেলোনার আর্তুরো ভিদাল। চিলিয়ান এই মিডফিল্ডার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নিজের টানা নবম লিগ শিরোপা জয়ের ব্যাপারে। এজন্য কাম্প নউয়ের দলটির সামনে '১১টি ফাইনাল' অপেক্ষা করছে বলে মনে করেন তিনি।

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে প্রায় তিন মাসের বিরতি শেষে অনেক নিয়মের ঘেরাটোপে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে আগামী ১১ জুন পুনরায় শুরু হচ্ছে স্প্যানিশ লা লিগা। লিগে বাকি আছে ১১ রাউন্ডের খেলা। দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ২ পয়েন্টে এগিয়ে শীর্ষে আছে বার্সেলোনা। গুরুত্ব বোঝাতে বাকি ১১ ম্যাচের প্রতিটিকে ফাইনাল ম্যাচের সঙ্গে তুলনা করেছেন ২০১৮ সালে বায়ার্ন মিউনিখ থেকে কাতালান দলটিতে যোগ দেওয়া ভিদাল। ক্লাবের ওয়েবসাইটে শনিবার প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে কভিড-১৯ মহামারীর কারণে বন্ধ থাকা মৌসুম, অনুশীলনে ফেরা, দল ও মৌসুমে নিজেদের লক্ষ্যসহ নানা দিক নিয়ে কথা বলেন এক সময়ে ইউভেন্তুসে খেলা এই ফুটবলার।

অনুশীলনে ফেরা

"অনুশীলনে ফিরতে পারা ছিল অসাধারণ ভালো লাগার, আবদ্ধ ওই দুই মাস ছিল লম্বা সময়। সতীর্থদের সঙ্গে মাঠে থাকাটা অনেক বেশি উপভোগ্য, এটা দারুণ এক অভিজ্ঞতা। এখন আমরা ফিরেছি এবং অনুশীলনে ভালো করছি। তবে সামনে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মাস অপেক্ষা করছে।"

দলের অবস্থা

"আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো লুইস (সুয়ারেস) ও চোট থেকে অন্য খেলোয়াড়দের সুস্থ হয়ে ওঠা। কারণ আমাদের সামনের দুটি মাস হবে তীব্র চাপের, কম সময়ের মধ্যে খেলতে হবে অনেক ম্যাচ। আমাদের যে দুটি প্রতিযোগিতা বাকি আছে সেখানে আমাদের শতভাগ উজাড় করে দিতে হবে।"

"আমি জানি, খেলোয়াড়রা সবাই ভালো অবস্থায় আছে এবং জয়ের ব্যাপারে তারা উদগ্রীব। বাড়িতে প্রস্তুতি নিয়ে দারুণ শারীরিক অবস্থায় আমরা সবাই অনুশীলনে ফিরেছি।"দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে খেলা"আমি মানুষের সঙ্গে যুক্ত হতে ভালোবাসি। এর অনুভূতি দারুণ এবং এটা আমাকে দারুণ আনন্দ এ উৎসাহ দেয়। তবে লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনুশীলন সেশসগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে।"লা লিগা

"এই ১১ ম্যাচ হতে যাচ্ছে ১১টি ফাইনাল, এ বিষয়ে আমরা সবাই নিশ্চিত এবং ম্যাচগুলো হবে খুব কঠিন।

ফুটবল, জীবন কোনোটাই আগের মতো চলবে না: মেসি

কেমন হবে করোনাভাইরাস পরবর্তী জীবন? এ নিয়ে সংশয়ে সবাই। লিওনেল মেসি নিশ্চিত, কোভিড-১৯ পাল্টে দেবে অনেক কিছুই। সময়ের অন্যতম সেরা এই ফুটবলারের মতে, ফুটবল ও জীবন কোনোটাই আগের মতো চলবে না।

সুরক্ষিত থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে নেওয়া হচ্ছে অনেক পদক্ষেপ। দর্শকশূন্য মাঠ, জীবাণুমুক্ত পরিবেশ তৈরি করে ফুটবল ফিরছে মাঠে। প্রায় তিন মাসের বিরতি শেষে আগামী ১১ জুন পুনরায় শুরু হচ্ছে স্প্যানিশ লা লিগা। লিগে বাকি আছে ১১ রাউন্ডের খেলা। দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ২ পয়েন্টে এগিয়ে শীর্ষে আছে বার্সেলোনা। ফুটবল মাঠে ফিরলেও স্বাভাবিক হবে না কিছুই, উপলব্ধি মেসির। প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ রোগের ছোবলে প্রাণ হারিয়েছে সাড়ে ৩ লাখের বেশি মানুষ। আক্রান্ত ৬২ লাখের কাছাকাছি।

স্প্যানিশ দৈনিক এল পাইসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেসি করোনাভাইরাস পরবর্তী সময় নিয়ে জানান নিজের ভাবনার কথা।

"যা ঘটেছে, এরপর পৃথিবীর কি হবে এটা নিয়ে আমাদের সবার মধ্যে সংশয় আছে। আমাদের বিহ্বল করে দিয়েছে লকডাউন ও এই পরিস্থিতি। অনেক মানুষ কঠিন সময় পার করেছে যেমন অনেকে আত্মীয়, বন্ধুদের হারিয়েছে, তাদের সৎকারেও অংশ নিতে পারেনি।"

"আমার মনে হয়, এই দুর্যোগের অনেক নেতিবাচক দিক আছে। কিন্তু আপনজন হারানোর চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। এটা আমাকে খুব হতাশ করেছে। আমার মনে হয়, কখনোই ফুটবল আগের মত হবে না। শুধু ফুটবল নয়, আমার মনে হয় জীবনও সার্বিকভাবে আর আগের মত হবে না।"

ফরটুনার জালে আবার বায়ার্নের গোল উৎসব

ফরটুনা ডুসেলডর্ফের জালে আবারও গোল উৎসব করে বুন্ডেসলিগা শিরোপা ধরে রাখার পথে আরেক ধাপ এগিয়ে গেছে বায়ার্ন মিউনিখ। জোড়া গোল করেছেন রবের্ত লেভানদোভস্কি, জালের দেখা পেয়েছেন বাঁজামাঁ পাভার্দ, আলফানসো ডেভিস।

আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় শনিবার ৫-০ ব্যবধানে জিতেছে বায়ার্ন। দুই দলের প্রথম দেখায় ফরটুনার মাঠে ৪-০ গোলে জিতেছিল শিরোপাধারীরা।

চতুর্থ মিনিটে ম্যাচের প্রথম সুযোগটি পায় ফরটুনা। টানা ছয় ম্যাচে অপরাজিত দলটির আলফ্রেডো মোরালেস গোলরক্ষক মানুয়েল নয়ার বরাবর শট নিয়ে নষ্ট করেন সুযোগ।

নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে আক্রমণে যায় বায়ার্ন। এরপর ম্যাচ জুড়ে ছিল কেবল তাদেরই দাপট।

পঞ্চদশ মিনিটে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা। ডি বক্সে সের্গে জিনাব্রির পাঠানো বলে স্লাইড করে জাল খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন পাভার্দ। ঠিক মতো পারেননি। বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে তালগোল পাকান মাটিয়াস ইয়োরগেনসেন। দিক পাল্টে বল জড়ায় জালে।

২৮ মিনিটে টমাস মুলারের শট কর্নারের বিনিময়ে কোনোমতে রক্ষা করেন সফরকারী গোলরক্ষক। ইয়োশুয়া কিমিখের কর্নারে দারুণ হেডে জাল খুঁজে নেন পাভার্দ। দুই দলের প্রথম দেখায়ও গোল করেছিলেন এই ফরাসি ডিফেন্ডার।

৪৩তম মিনিটে দলীয় প্রচেষ্টার এক গোলে ব্যবধান আরও বাড়ান লেভানদোভস্কি।

দাভিদ আলাবার কাছ থেকে বল পেয়ে নিজেই শট নিতে পারতেন কিমিখ। গোলরক্ষককে একা পেয়ে তিনি ব্যাক হিল করে খুঁজে নেন মুলারকে। এই মিডফিল্ডারও শট নেননি। ফ্লিক করে পাঠান লেভানদোভস্কির কাছে। আট গজ দূর থেকে বাকিটা অনায়াসে সারেন এই পোলিশ স্ট্রাইকার। লিগে এটি তার ২৮তম গোল।

এবারের আসরে সব প্রতিপক্ষের বিপক্ষেই জালের দেখা পেলেন তিনি। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের হিসেবে চিরো ইম্মোবিলেকে (২৭) ছাড়িয়ে এককভাবে উঠলেন গোলের চূড়ায়।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ব্যবধান আরও বাড়ান লেভানদোভস্কি। চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলে এটি তার ৪৩তম গোল। ছুঁয়ে ফেলেন ২০১৬-১৭ মৌসুমে করা ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড। জিনাব্রির নিচু ক্রসে তার ব্যাক-ফ্লিক খুঁজে পায় জাল।

৫২তম মিনিটে জটলা থেকে বল পেয়ে নিচু শটে ব্যবধান ৫-০ করে ফেলেন আলফানসো ডেভিস।

একের পর এক আক্রমণ করে গেলেও বাকি সময়ে আর জালের দেখা পায়নি বায়ার্ন।

এই জয়ে ২৯ ম্যাচে ৬৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে নিজেদের অবস্থান আরও দৃঢ় করল দলটি। ২৮ ম্যাচে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে তাদের পেছনে রয়েছে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড।

সেমেদোকে বিক্রি করতে বার্সাকে বারণ

নেলসন সেমেদোকে বিক্রি করতে বার্সেলোনাকে বারণ করেছেন পর্তুগিজ ডিফেন্ডারের বেনফিকা কোচ হেলদার ক্রিস্তোভাও। তার মতে, সেমেদোকে ছেড়ে দেওয়া হবে ভুল সিদ্ধান্ত।

গণমাধ্যমের খবর, এই ফুটবলারকে দলে নিতে আগ্রহ দেখিয়েছে ইউভেন্তুস, ইন্টার মিলান, ম্যানচেস্টার সিটি। বিক্রির কথাও ভাবছে বার্সেলোনা।

এসপোর্তে কোপকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ক্রিস্তোভাও কাতালান ক্লাবটিকে আরও একবার ভাবার কথা বলেছেন।

"সেমেদোকে বার্সেলোনার ছেড়ে দেওয়া হবে ভুল সিদ্ধান্ত। আমি জানি, অন্যান্য ক্লাব ওর জন্য ৩ থেকে ৪ কোটি ইউরো দিতে চাইবে। ইউভেন্তুস ও ম্যানচেস্টার সিটির আগ্রহ থেকেই তার মান বোঝা যায়।"

"সে খুবই নির্ভরযোগ্য এবং প্রতি বছর ক্লাবে উন্নতি করছে। ওর অবশ্যই আরও সামর্থ্য দেখানোর আছে। আমি চাই সে বার্সেলোনায় থাকুক।"

২০১২ সালের জানুয়ারিতে পর্তুগালের পেশাদার ক্লাব বেনফিকার সঙ্গে পাঁচ বছরের চুক্তি করেন সেমেদো। চুক্তি শেষে ২০১৭ সালে স্পেনের অন্যতম সফল ক্লাব বার্সেলোনায় যোগ দেন তিনি।

স্থায়ীভাবে পিএসজিতে ইকার্দি

গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল কদিন ধরেই। নিশ্চিত করল ইন্টার মিলান। আর্জেন্টাইন মাউরো ইকার্দির সঙ্গে স্থায়ী চুক্তি করেছে ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়ন পিএসজি।

ইকার্দির সঙ্গে পিএসজির চুক্তির বিষয়টি রোববার এক বিবৃতিতে জানায় সেরি আর দলটি। গত সেপ্টেম্বরে এক মৌসুমের জন্য ধারে ইন্টার মিলান থেকে পিএসজিতে যোগ দিয়েছিলেন ২৭ বছর বয়সী এই আর্জেন্টাইন।

ইকার্দিকে পাকাপাকিভাবে রেখে দেওয়ার সুযোগ ছিল পিএসজির। সেটাই কাজে লাগিয়েছে দলটি।

করোনাভাইরাসের কারণে ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ান বাতিল হয় গত ৩০ এপ্রিল। এর আগে সব প্রতিযোগিতা মিলে ৩১ ম্যাচে ২০ গোল করেন ইকার্দি।

পিএসজির দলে জায়গা পেতে ইকার্দিকে লড়তে হয়েছিল দলটির হয়ে সর্বোচ্চ গোল করা এদিনসন কাভানির সঙ্গে। ৩০ জুন শেষ হবে পিএসজির সঙ্গে উরুগুয়ের এই ফরোয়ার্ডের চুক্তির মেয়াদ।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বার্বাতোভের ফেভারিট বায়ার্ন

ইউরোপিয়ান শীর্ষ ক্লাব প্রতিযোগিতায় বায়ার্ন মিউনিখকে ফেভারিট হিসেবে দেখছেন দিমিতার বার্বাতোভ। অনাকাঙ্ক্ষিত বিরতির পর বুন্ডেসলিগা সবার আগে মাঠে ফেরায় বায়ার্ন কিছুটা বাড়তি সুবিধা পাবে বলে মনে করেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাবেক এই তারকা স্ট্রাইকার।

কোভিড-১৯ মহামারীর প্রভাবে স্থগিত রয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা লিগ মৌসুম পুরনায় শুরুর পরিকল্পনা করছে। শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হলে শিরোপার দৌড়ে প্রতিযোগিতার পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন বায়ার্নকে এগিয়ে রাখছেন বার্বাতোভ।

বেটফেয়ারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, "এ বছরের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দিকে তাকিয়ে, আমি এখন আরও বেশি বায়ার্ন মিউনিখের পক্ষ নিচ্ছি, যদি এটা মাঠে গড়ায়।"

প্রতিযোগিতাটির শেষ ষোলোর প্রথম লেগে গত ফেব্রুয়ারিতে চেলসিকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দেয় বুন্ডেসলিগা চ্যাম্পিয়নরা। করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে ফিরতি লেগ স্থগিত রয়েছে।

২০১২-১৩ মৌসুমে সবশেষ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতা বায়ার্নের খেলায় মুগ্ধ বার্বাতোভ।

"আমি প্রচুর বুন্ডেসলিগা দেখি এজন্য হয়ত বায়ার্নের পক্ষে বলছি, তবে তারা মানসম্পন্ন ফুটবলে সবসময়ই মুগ্ধ করে এবং তাদের দলে কয়েকজন দুর্দান্ত ফুটবলার আছে।"

"শেষ সেই ম্যাচে তারা চেলসিকে যেভাবে গুড়িয়ে দিয়েছিল তা ছিল অবিশ্বাস্য, তারা অনায়াসেই এটা করেছিল।"

বুলগেরিয়ার সর্বোচ্চ (৪৮টি) গোলদাতা বার্বাতোভ প্রিমিয়ার লিগে খেলেছেন টটেনহ্যাম হটস্পার ও ফুলহ্যামের হয়েও। জার্মানিতে খেলেছেন বায়ার লেভারকুজেনে। খেলেছেন ফ্রান্সেও, মোনাকের হয়ে।

বায়ার্নকে ফেভারিট মনে করার পক্ষে নিজের যুক্তি তুলে ধরেন তিনি।

"আমি জানি না এই বিরতি সবার ওপর কেমন প্রভাব ফেলবে, তবে বায়ার্ন মিউনিখ হয়ত একটু বেশি সুবিধা পাবে। কারণ, তারা এখন ফুটবল খেলছে, ধার ফিরে পাচ্ছে।

এখন তারা ফেভারিট হলে আমি অবাক হব না।"

করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে সবার আগে মাঠে ফিরেছে বুন্ডেসলিগা, গত ১৬ মে। জুনে ফেরার অপেক্ষায় লা লিগা, প্রিমিয়ার লিগ ও সেরি আ। বাতিল হয়ে গেছে ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ান।

টানা অষ্টম ও সব মিলিয়ে ৩০তম লিগ শিরোপা জয়ের পথে দশ পয়েন্টে এগিয়ে বায়ার্ন। শনিবার তারা ফরটুনা ডুসেলডর্ফকে উড়িয়ে দেয় ৫-০ গোলে।

রেকর্ড বইয়ে গুয়ার্দিওলাকে ছাড়িয়ে ফ্লিক

বায়ার্ন মিউনিখের কোচ হিসেবে রেকর্ডের বইয়ের একটি পাতায় নিজের নাম লিখিয়েছেন হ্যান্স ফ্লিক। পেছনে ফেলেছেন দলটির সাবেক কোচ পেপ গুয়ার্দিওলাকে। বাভারিয়ানদের কোচ হিসেবে শুরুর ২৫ ম্যাচের মধ্যে ২২টি জিতে এই কীর্তি গড়েছেন ফ্লিক।

বুন্ডেসলিগায় শনিবার ফরটুনা ডুসেলডর্ফকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দেয় বায়ার্ন। এ জয় দিয়েই নতুন উচ্চতায় পা রাখেন গত নভেম্বরে নিকো কোভিচের বিদায়ের পর দলটির হাল ধরা ফ্লিক।

দারুণ এই অর্জন অবশ্য খুব একটা স্পর্শ করতে পারছে না ফ্লিককে। ৫৫ বছর বয়সী কোচের দৃষ্টি শিরোপায়।

"পরিসংখ্যান এবং রেকর্ড আমাকে টানে না। আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ সফল একটি মৌসুম কাটানো। বায়ার্নে শিরোপা জয়ই সবার প্রত্যাশা।"

"এটাই আমাদের লক্ষ্য। কিছু ম্যাচ বাকি আছে এখনও। আমি খুবই খুশি। আমরা খুবই আগ্রাসী ছিলাম এবং প্রতিপক্ষকে কোনো সুযোগ দেইনি (ফরটুনার বিপক্ষে ম্যাচে)।"

২০১৩ সালে বায়ার্ন কোচ হিসেবে শুরুর ২৫ ম্যাচের মধ্যে ২১টিতে জিতে আগের রেকর্ড গড়েছিলেন গুয়ার্দিওলা; বর্তমানে যিনি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দল ম্যানচেস্টার সিটির কোচ।

২৯ ম্যাচে ২১ জয়, চার ড্রয়ে ৬৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে থাকা বায়ার্ন বুন্ডেসলিগার মুকুট ধরে রাখার পথে ভালোভাবেই আছে। এক ম্যাচ কম খেলা বরুশিয়া ডর্টমুন্ড ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে।

গুতিয়েরেসকে নিয়ে জিদানকে গোরদোর পরামর্শ

বয়সভিত্তিক দল থেকে রিয়াল মাদ্রিদের মূল দলে মিগুয়েল গুতিয়েরেসকে ডেকেছেন জিনেদিন জিদান।

অনুশীলনের সুযোগ দিয়েছেন মার্সেলো-বেনজমাদের সঙ্গে। স্পেনের অনূর্ধ-১৭ দলের কোচ দাভিদ গোরদো চান, ম্যাচে যেন নিজেকে প্রমাণের সুযোগ পান গুতিয়েরেস।

রিয়ালের অনূর্ধ-১৯ দলের হয়ে চলতি মৌসুমে আলো ছড়িয়েছেন তিনি। ভালো করেছেন স্পেনের অনূর্ধ-১৯ দলের হয়েও। দিওয়ারিও এএসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গুতিয়েরেসকে নিয়ে নিজের মুগ্ধতার কথা জানান গোরদো।

"যদি রিয়াল তাকে ম্যাচ এবং খেলার যথেষ্ট সময় দেয়, তাহলে সে শীর্ষ পর্যায়ের অন্যতম লেফট উইঙ্গার হয়ে উঠবে। রিয়ালের লেফট উইংয়ে খেলার সব ধরনের সক্ষমতা সে দেখিয়েছে। শীর্ষ পর্যায়ের খেলোয়াড় হওয়ার জন্য সে প্রস্তুত। আমি নিশ্চিত, তার সামনে দারুণ ভবিষ্যৎ রয়েছে।"

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে থমকে থাকা লা লিগা শুরু হলে বিভিন্ন পজিশনে খেলার সামর্থ্য থাকা গুতিয়েরেস লেফট ব্যাক হিসেবে মার্সেলো এবং ফেরলন্দ মঁদি কাভার হতে পারেন বলে মনে করে গোরদো।

২০১১ সালে অনূর্ধ-১১ দল দিয়ে রিয়ালের সঙ্গের যুক্ত হন গুতিয়েরেস। এরপর থেকে মাদ্রিদের দলটিতেই আছেন তিনি।

■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

দুঃস্থদের সহায়তার জন্য ঠেলা চালক গৌতম দাশকে সংবর্ধনা দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

দুই মাসের শিশু সন্তানের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য প্রতাপগড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ এপ্রিল।। ২ মাসের এক শিশু সন্তানের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে রাজধানীর মধ্য প্রতাপগড় এলাকার। মৃত শিশুর নাম রিত্তিমা রায়। ঘটনাটি ঘটে শনিবার গভীর রাতে। রবিবার সকালে ঘুম থেকে না উঠায় মা-বাবার সন্দেহ হলে তাকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রবিবার দুপুরে মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর পরিবারের হাতে তোলে দেওয়া হয়। পরিবারের দাবি, গতকাল রাতে মা-বাবার সাথেই ঘুমিয়ে ছিল ছোট্ট রিত্তিমা।

রাত ১টা নাগাদ তাকে দুধ খাওয়ানো হয়। এরপর শিশুটি ঘুমিয়ে পড়লে মাও ঘুমিয়ে পড়েন। সকালে ঘুম থেকে না উঠায় সন্দেহ হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন শিশুটির মা-বাবা।

করোনা সংক্রমিত যুবককে বিলোনীয়া থেকে নেওয়া হল আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩১ মে।। তিন দিন আগে রাজ্যে আসার পর দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহকুমা ধীন ভারতচন্দ্র নগর ব্লকের সুকান্ত নগর এলাকার এক যুবকে বনকর জঙ্গলমিয়া নামে তাকিয়ার মসজিদে হোমকোয়ারেন্টনে রাখা হয়। সোয়াব পরীক্ষার পর করোনা আক্রান্ত হওয়াতে ঐ যুবককে চিকিৎসার জন্য আগরতলাতে নিয়ে যাওয়া হয় ।বেলা আড়াইটার সময়। বনকর তাকিয়া মসজিদে মোট চারজন হোমকোয়ারেন্টনে ছিল।

'সূর্য আবার হাসবে' রাজ্যের তরুণ শিল্পীরা ঘরে বসেই গান তৈরি করল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩১ মে।। করোনা নামক মহামারী গোটা বিশ্বকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। আমাদের দেশ ভারত ও করোনার বিরুদ্ধে লড়ছে। আমাদের ছোট্ট পার্বতী রাজ্য ত্রিপুরায় বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এমতাস্থায় রাজ্যের তরুণ শিল্পীরা ঘরে বসেই গান তৈরি করল। গানের নাম 'সূর্য আবার হাসবে'। তাতে কণ্ঠ দিয়েছেন ত্রিপুরার ২৮ জন শিল্পী। এই গানটি ডাক্তার, নার্স, পুলিশ, সাংবাদিক সহ জরুরী কালীন পরিষেবায় যারা আছেন তাদেরকে উৎসর্গিত করা হয়েছে। এই গান, ভেঙ্গে না পড়ার গান। ত্রিপুরার উঠতি শিল্পীদের দেখতে পাবেন এই গানে। আমাদের রাজ্যে প্রতিভার কোন অভাব নেই। একটা মঞ্চ পেলেই রাজ্যের ছেলে মেয়েরা নিজেদের প্রমাণ করতে পারে। এই গানের কথা লিখেছেন সৈকত সরকার সুর করেছেন প্রণত চন্দ ও সুরজিৎ পাটারী। মিউজিক করেছেন তাপস ধর।গান ওয়ালা নামের একটি ইউটিউব চ্যানেলে গানটি প্রকাশ পেয়েছে।

নেশা কারবারীদের সংঘবদ্ধ হামলায় উত্তেজনা দক্ষিণ ইন্দ্রনগর, থানায় ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ এপ্রিল।। নেশা কারবারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে দক্ষিণ ইন্দ্রনগর ব্রজেন্দ্র পাড়ার বেশ কয়েকটি পরিবারের। নেশাকারবারিরা সংঘবদ্ধ হয়ে ঐ পরিবারগুলিতে হামলা চালিয়ে বাড়িঘর ভাঙচুর করেছে। ঘটনাটি ঘটে গত ২৯ মে রাতে। ঘটনার পরদিন ৩০ মে জিবি পুলিশ ফাড়িতে মামলা দায়ের করলেও পুলিশ এব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় রবিবার এলাকাবাসী পূর্ব মহিলা থানার ডেপুটেসন প্রদান করেছে।

এইদিন পূর্ব মহিলা থানায় ডেপুটেশন প্রদান করলেও এখন অব্দি কাউকেই গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ। এমনটাই অভিযোগ এলাকাবাসীর। তাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকার কতিপয় নেশা কারবারি এলাকায় নেশা বাণিজ্যের রমরমা করে আসছে। প্রতিদিন নেশা সামগ্রী বিক্রি থেকে শুরু করে নেশা বিক্রি করে আসছে। এতে এলাকার উঠতি বয়সের যুবকরা সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি এলাকার নেতা-মাতব্বরদের জনিয়েও কোন সুরাহা পাননি এলাকাবাসী। নেশাকারবারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় তারা বাড়িতে ঢুকে হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ। এইদন পূর্ব মহিলা থানায় ডেপুটেশন প্রদান করার পর পুলিশকে সময় বেধে দেওয়া হয়। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার হুশিযারী দিয়েছেন।

উত্তরপূর্বে করোনা-আক্রান্তের তালিকায় শীর্ষে অসম, দ্বিতীয় ত্রিপুরা

গুয়াহাটি, ইমফল (মণিপুর) ৩১ মে (হি.স.) : মণিপুরে রবিবার আরও চারগুন্ন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গেছে। আগ্ধকের চার গুন্নকে নিয়ে রাগ্ধে কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৬৬ হয়েছে। এর মধ্যে আটজনকে সুস্থ বলে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা। সক্রিয় করোনা-আক্রান্ত ৫৯ জনের চিকিৎসা চলছে ইমফলে অবস্থিত দ্য জওহরলাল নেহরু ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স এবং দ্য রিজিওন্যাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েস (রিমস-এর কোভিড-১৯ কেয়ার সেন্টারে। প্রসঙ্গত, গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সর্বাধিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা অসমে। অসমে এই খবর লেখা পর্যন্ত কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন ১, ২৭২জন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১৮৫ জন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন চারজন। সক্রিয় ১০৮০ করোনা রোগী বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসাধীন। গোশ্চা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কোভিড-১৯ আক্রান্তের যে তালিকা পাওয়া গেছে সে অনুযায়ী অসমের পরই ত্রিপুরার স্থান। ত্রিপুরায় ৩১৬টি করোনা মামলার মধ্যে ১৭১ জনকে সুস্থ বলে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় স্থানাধিকারী মণিপুরে ৬৬ জনের মধ্যে ৮ জন সুস্থ হয়েছেন। মেঘালয়ে ২৭টি পজিটিভ মামলা ধরা পড়েছে। তার মধ্যে একজনের মৃত্যুর পাশাপাশি ১৪ জনকে হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ দেওয়া হয়েছে। মিজোরামে একশ্চি মামলা ধরা পড়েছিল। তিনিও এখন সুস্থ। অরুণাচল প্রদেশে আক্রান্ত ৪ জনের মধ্যে ১ জনকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। নাগাল্যান্ডে ৪৩ জনের সকলেই সক্রিয় রোগী। এছাড়া নতুন সংযুক্ত সিকিমে এখন পর্যন্ত ৫ জনকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

তামাক বিরোধী দিবস উপলক্ষে ক্যান্সার হাসপাতালে আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ এপ্রিল।। ৩১ মে আন্তর্জাতিক তামাক বিরোধী দিবস। এই উপলক্ষ্যে আগরতলায় রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালে এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সকালে ক্যান্সার হাসপাতালে আয়োজিত আলোচনাচক্রে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিশেষজ্ঞ ক্যান্সার চিকিৎসক অরুপ রায় বর্মন বলেন, তামাক সেবনের ফলেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। মানুষ সেকারণে তামাক সেবন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন হতে হবে। তামাক সম্পর্কে সচেতন হলেই ক্যান্সারের ভয়াবহ আক্রমন থেকে সহজে রক্ষা ফিরবে। যুব সমাজকে তামাকের ভয়াবহতা থেকে মুক্ত করতে বিভিন্ন ক্লাব, স্বেচ্ছা সেবী সংস্থা ও সামাজিক সংস্থাকে ব্যাপক প্রচারাভিযানে সামিল হতে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, লকডাউন জনিত কারণে এবছর তামাক বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে বড় ধরনের কোনো র‍্যালি বা আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়নি।

১৭৯৩ জন পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে বিলোনিয়া থেকে ঝাড়খন্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দিল শ্রমিক ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩১ মে।। ৩১ শে মে রবিবার দুপুরে দক্ষিণ জেলা থেকে ১৭৯৩ জন পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে বিলোনিয়া রেল স্টেশন থেকে ঝাড়খন্ড উদ্দেশ্যে রওনা দেয় শ্রমিক ট্রেন। লকডাউন পরিস্থিতিতে শ্রমিক ট্রেনে করে স্বভুমিতে ফিরার উদ্দেশ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে একটা খুশির আনন্দ যেন বয়ে গেল রবিবার রেল স্টেশনে ।দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়া, শান্তিরবাজার এবং সাবরুম এই তিন মহকুমা থেকে মোট ১৭৯৩ জন পরিযায়ী শ্রমিক যাত্রী বিশেষ ট্রেনে করে তাদের নিজ গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন। বিলোনিয়া মহাকুমা শাসক মানিক লাল দাস ও পদস্থ আধিকারিকরা রবিবার সকালে বিলোনিয়া রেল স্টেশন পৌঁছে প্রস্তুতি প্রক্রিয়া সহ সব বিষয়ে খোঁজখবর নেন। এছাড়া মহকুমা শাসক মানিক লাল দাস পরিযায়ী শ্রমিকদের সাথেও কথাবার্তা বলার পর প্রসাশনের পক্ষ থেকে জলের বোতল, মাস্ক, শুকনো খাবার তুলে দেন। পরিযায়ী শ্রমিকরা ট্রেনে উঠার আগে থার্মাল স্কৃনিং সহ তাদের সেনিটাইজ করা হয়।

সরকারি সহযোগিতায় পরিযায়ী শ্রমিকদের বর্তমান লকডাউন পরিস্থিতিতে স্বভূমে অর্থাৎ নিজ গন্তব্যস্থলে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয় রাজ্য সরকারের তরফে। সরকারের এই উদ্যোগে খূব খুশি পরিযায়ী শ্রমিকরা। বিলোনিয়া স্টেশন থেকেই ১৭৯৩ জন শ্রমিক যাত্রী এই বিশেষ ট্রেনে করে রওনা হয় রবিবার দুপুরে ১২ সময়। পরিযায়ী শ্রমিকদের সুস্থ থাকার বার্তা জানিয়ে শুভেচ্ছা জানান মহকুমা শাসক মানিক লাল দাস , পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান শুক্লা দেব সরকার, অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকরা। গত মঙ্গলবার ও গত রবিবারের পর আজ ৩১ শে মে দফায় দফায় এই নিয়ে তিন বার শ্রমিকদের বিশেষ ট্রেন বিলোনিয়া রেল স্টেশন থেকে ছাড়া হয়।

বিশালগড় মহকুমার সাংবাদিকদের মাস্ক ও সেনিটাইজার বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩১ মে।। রবিবার সকাল দশটায় বিশালগড় অফিসটিলা যুবক সংঘের উদ্যোগে বিশালগড় মহকুমায় কর্মরত সাংবাদিকদের করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পাবার জন্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয় ।মাস্ক, সেনিটাইজার, গ্লাভস সাংবাদিকদের হাতে তুলে দেয় ক্লাব সম্পাদক গৌতম সাহা, ক্লাবের সহ-সভাপতি রাম ভট্টাচার্য, এবং প্রোগ্রাম কনভেনার রাজু সাহা ।ক্লাব সম্পাদক বলেন করুণা মহামারীতে সাংবাদিকরা হলো ফ্রন্টলাইন থেকে কাজ করে সৈনিক। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিনিয়ত সংবাদ পরিবেশন করে থাকেন। তাই আজ এই যুদ্ধাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে সামান্যটুকু সুরক্ষা সামগ্রী দিয়ে সম্মান জানালেন। অফিস টিলা যুবক সংঘের সকল সদস্য এ সম্মান প্রদর্শন করতে পেরে খুব গর্ববোধ করছেন বলে জানান ক্লাবের সহ-সভাপতি রাম ভট্টাচার্য। ক্লাব সম্পাদক গৌতম সাহা বলেন ,এই লকডাউন এর দিনগুলিতে অফিসটিলা যুবক সংঘ ক্লাব ৬০০ জন অসহায় দুস্থ মানুষকে ত্রাণ সামগ্রী দিয়ে সাহায্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। পাশাপাশি বিশালগড় মহকুমায় জরুরী পরিষেবা সাথে যারা যুক্ত রয়েছেন যেমন বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক, সেবিকা, বিশালগড় পুলিশ স্টেশনে কর্মরত পুলিশ, ওয়াটার সাপ্লাই কর্মী, পৌরসভার সাফাই কর্মীদের মধ্যে মাস্ক , সেনিটাইজার বিতরণ করেছেন পাশাপাশি প্রতিনিয়ত ক্লাবের পক্ষ থেকে বিশালগড় সকল স্তরের জনগণকে করুণা ভাইরাসের ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি করে যাচ্ছেন।

বন্যার কবলে উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকাধীন কুর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩১ মে।। মিনি বন্যার কবলে উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকাধীন কুর্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের ত্রিপুরা অসম সীমান্ত কুর্তি এলাকা।জন দূর্ভোগ চরমে।গত কয়দিনের অতিবৃষ্টির ফলে পার্শবর্তী রাজ্য অসমের কুর্তি নদী, কালা নদী, শার্জুল ছড়া,কিরিমটি ছড়া, কয়লা নদী, জোর গঙ্গা, মেদিনী ছড়া সহ ছোট বড় প্রায় ১১ টি ছোট-বড় নদী নালার জলস্ফিতি বেঁড়ে যাওয়াতে ঐসকল নদী-নালার জল ত্রিপুরা অসম সীমান্তবর্তী এলাকায় ঢুকে পড়ে। বর্তমানে কুর্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ডের মানিকনগর এলাকা এবং ২ নং ওয়ার্ডের সকল রাস্তাঘাট বন্যার জলের তলায় পড়ার খবর পাওয়া গেছে।রাস্তাঘাট জলের তলায় যাওয়াতে গৃহবন্দি হয়ে পড়েছেন প্রায় ১৫/২০ টি পরিবারের লোকজন।এতে মিনি বন্যার কবলে পড়ে চোখে শর্ষের ফুল দেখছেন স্থানীয় অনেকেই। যদিও এখন পর্যন্ত কারোর ঘরের জল প্রবেশ করেনি তবুও প্রতি মুহূর্তে জল বৃদ্ধি পাচ্ছে আর তাতে ভয়াবহ বন্যার আশঙ্কা ভুগছেন গোটা কুর্তি বাসি। কুর্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ডের মানিকনগর ও ২ নং ওয়ার্ডের সকল রাস্তাঘাট জলের তলায় চলে গিয়ে বেশ কিছু পরিবার গৃহবন্দী হওয়াতে আজ নৌকা নিয়ে সরজমিনে বন্যার জলে গৃহবন্দী পরিবারের খোঁজখবর নিতে যান কুর্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুব্রত শব্দকর ও উপপ্রধান আলতাফ হোসেন। উনারা সরজমিনে গৃহবন্দী পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলে আশ্বস্ত করেন যে, যেভাবে কুর্তি এলাকার মানিকনগর ও পাশের গ্রামে জল বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে ভয়াবহ বন্যার আশঙ্কা রয়েছে।আর যদি ভয়াবহ বন্যার রূপ ধারণ করে তাহলে উনারা কদমতলা ব্লক কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার ক্রমে কুর্তি এলাকায় রিলিফ ক্যাম্প ও ত্রানের বন্দোবস্ত করবেন। সুতরাং সাধারণ জনগণ যাতে কোনো সমস্যায় না পড়েন বা বিভ্রান্ত না হন তার প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখছে করতে গ্রাম পঞ্চায়েত।

এদিকে গৃহবন্দী পরিবারের লোকজনরা জানান, দুই-তিনদিনের প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে আসাম থেকে জল ঢুকে মানিকনগর সহ পাশের গ্রামের অধিকাংশ রাস্তাঘাট জলের তলায় চলেগেছে ।এমনকি প্রতিমুহূর্তে জল বেড়েই চলছে আর তাতে ভয়াবহ বন্যার আশঙ্কা রয়েছে। যদিও প্রতি বছর কুর্তি এলাকার ৩/৪ টি গ্রাম বিশেষ করে মানিক নগর এলাকায় ভয়াবহ বন্যা হয়ে থাকে ।সুতরাং স্থানীয়দের দাবি পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসন যেন তাদের দিকে একটু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। গৃহবন্দি পরিবারের লোকজনরা আরো জানান,বর্তমানে লকডাউন চলছে আর লোক ডাউনে মানুষ এক প্রকার গৃহবন্দী। পাশাপাশি বন্যার জলে রাস্তাঘাট ডুবিয়ে উনারা আরও বিপাকে পড়েছেন। ছোট ছোট নৌকাই উনাদের একমাত্র ভরসা।

অপরদিকে কুর্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান জানান, প্রতিবছরই আসামের ছোট-বড় প্রায় ১১ টি নদী-নালার জল রাজ্যের সীমান্ত কুর্তি এলাকায় প্রবেশ করে ভয়াবহ বন্যার আকার ধারণ করে। সুতরাং বর্তমানেও ছোট-বড় নদী-নালার জল ঢুকে কুর্তি এলাকার মানিকনগর ও তার পাশের গ্রামে মিনি বন্যার আকার ধারণ করেছে। বর্তমানে বন্যার জল বেড়েই চলেছে ।ইতিমধ্যে দুটি গ্রামের সকল রাস্তাঘাট জলের তলায় গেলেও যেভাবে জল বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে দুটি গ্রামের অধিকাংশ ঘরবাড়ি বন্যার জলে প্লাবিত করার আশঙ্কা রয়েছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

১২০০০ রিক্সা চালক ও ক্ষুদ্র কর্মী পরিবারকে ১০০০ টাকা সহায়তা দেবে রাজ্য সরকার

মন কি বাত-এ রাজ্যের দরদী গৌতমের নাম উল্লেখ করলেন প্রধানমন্ত্রী, শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ এপ্রিল।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন প্রতাপগড় এর সাধু টিলা এলাকার এক ঠেলা চলক নিজের কষ্টার্জিত টাকা দিয়ে লকডাউন চলাকালে গরিব অংশের মানুষের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে রীতিমতো হিরুতে পরিণত হয়েছেন। মানবতাবাদী ওই ঠেলা রিস্কা চালকের নাম গৌতম দাস। তিনি গত ৬ এপ্রিল লকডাউন এর প্রথম পর্যায়ে নিজের উপার্জিত এবং সঞ্চিত টাকা দিয়ে এলাকার গরীব ও মেহনতী মানুষের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছিলেন। গরিব ঠেলা চালকের এই মানবদরদী কাজকর্ম সংবাদমাধ্যমের দৃষ্টিগোচর হয়। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে এ সংক্রান্ত সংবাদ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়।

গরিব ঠেলা রিস্কা চালককের মানবতাবাদি কাজকর্মের ভূয়শী প্রশংসা করেছিলেন যারা সাহায্য পেয়েছেন তারা সহ বিভিন্ন অংশের মানুষজন। তার সেই মানবদরদী কাজকর্ম শুধু ত্রিপুরার গন্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি। মিডিয়ার যুগে এই সংবাদ দেশের প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিগোচর হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মে মাসের শেষ রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরার আগরতলার প্রতাপগড় এর সাধু টিলার ঠেলা রিস্কা চালক গৌতম দাসের এই মানবতাবাদী কাজকর্মের ভূয়শী প্রশংসা করেন। প্রধানমন্ত্রী নিজেই তার মন কি বাত অনুষ্ঠানে বলেন, আগরতলার ঠেলা রিস্কা চালক গৌতম দাস যেভাবে নিজের উপার্জনের টাকা অন্যের খাবারের জন্য খরচ করেছেন তা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শুধু গৌতমদাসেরই নয়, গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শেষ হতে না হতেই প্রতাপগড় এর সাধু টিলার ঠেলা রিক্সা চালক গৌতম দাসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক সহ বিভিন্ন অংশের মানুষজন।

ঠেলা রিস্কা চালক মানবতাবাদি গৌতম দাসের বাড়িতে মানুষের ঢল নামে রবিবার। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক পৃথক পৃথকভাবে এই মানবতাবাদী" ব্যক্তিত্বকে এনে উষ্ণ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। তার জীবন জীবিকা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ-খবর নেয়া হয়। নিজে একজন রিস্কা চালক হয়ে যেভাবে অন্যের জন্য সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন গৌতম বাবু তাতে রীতিমতো বিস্মিত মুখ্যমন্ত্রী সহ অনেকেই। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তার সেবামূলক কাজের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানান। দরিদ্র পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন মুখ্যমন্ত্রী। ঠেলা রিস্কা চালক গৌতম দাসকে প্রয়োজনীয় ব্যাংক লোনের ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিভিন্ন মহল থেকে সমাজসেবী গৌতম দাসকে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। গৌতম দাস সেবাধর্মে যে নজির স্থাপন করেছেন তা থেকে শিক্ষা নেওয়ার অনেক কিছুই রয়েছে। সমাজে ধনাঢ্য অনেক ব্যক্তি রয়েছেন যারা ইচ্ছে করলে লকডাউন চলাকালে গরিব মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের দুঃখ দুর্দশা দূর করতে পারেন। কিন্তু অনেকেই তাতে এগিয়ে আসছেন না। গরিব ঠেলা রিকশাচালক কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে লকডাউন চলাকালে গরিব অংশের মানুষের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে নজির স্থাপন করেছেন তা ত্রিপুরা রাজ্যের গর্বের বিষয়। তার কাছ থেকে প্রত্যেককেই শিক্ষা নেওয়া উচিত।

এদিকে, বিরাট হৃদয়ের জন্য ত্রিপুরার যে গৌতম দাস কে দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চিহ্নিত করেছেন, ত্রিপুরা সরকার তার পরিবারের জন্য আর্থিকভাবে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবে।

রবিবার আগরতলা প্রতাপগড় এলাকার গরিব ঠেলা চালক গৌতম দাসকে নিজের সরকারি বাসভবনে সম্বর্ধিত করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে দেশের গরীব অংশের নাগরিকরাও কিভাবে নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে দুর্গত মানুষের সেবা করে চলেছেন তা তুলে ধরেন। এতে তিনি আগরতলার গরিব ঠেলা চালক গৌতম দাসের কাজের প্রশংসা করেন। প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেন, গৌতম বাবু কিভাবে ঠেলা চালিয়ে রোজগার করে, সর্বস্ব দিয়ে, অসহায় মানুষের মুখে, খাবার তুলে দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরেই, রাজ্যজুড়ে গৌতম বাবুকে নিয়ে, বয়ে যায় প্রশংসার বন্যা। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নিজ উদ্যোগে গৌতম বাবুকে নিয়ে আসেন তাঁর সহকারী আবাসে। সেখানে নিজের হাতে গৌতম দাসের গলায় পরিয়ে দেন রাজ্যের চিরাচরিত রিসা। হাতে তুলে দেন উপহারও। পরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গৌতম দাসের মত এরকম রিক্সাচালক এবং ক্ষৌরকর্মী প্রায় বারো হাজারের মত চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদেরকে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে ১০০০ টাকা করে সহায়তা করা হবে।

উল্লেখ্য, লকডাউন ছয়ের পাতায় দেখুন

গৃহবধূকে খুন করে মুখে বিষ ঢেলে দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ এপ্রিল।। রাজ্যে লকডাউনের মধ্যেও বন্ধ নেই নারী ঘটিত অপরাধ। নারীদের উপর নির্যাতন, খুন বেড়েই চলেছে। আরও এক গৃহবধূকে পরিকল্পিত ভাবে খুন করে মুখে বিষ ঢেলে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। মৃত গৃহবধূর নাম সুমিত্রা নাথ। রবিবার জিবি হাসপাতাল থেকে ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তোলে দেওয়া হয়। গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজনদের অভিযোগ মূলে পুলিশ অভিযুক্ত স্বামী প্রসেনজিত দেবনাথকে গ্রেপ্তার করেছে।

আজ থেকে ৩ বছর আগে সাব্রুমের দক্ষিণ শ্রীনগরের বাসিন্দা প্রসেনজিৎ দেবনাথের সাথে বিয়ে হয় সুমিত্রা নাথের। ভালবেসেই তাদের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর তাদের ১টি পুত্র সন্তানও হয়। কিন্তু অভিযোগ বিয়ের পর থেকে প্রসেনজিৎ তার স্ত্রীকে পণের জন্য অত্যাচার করত। প্রায়শই মারধর করত। এনিয়ে বছর দু'য়েক ধরে তাদের সংসারে ঝামেলা চলে আসছিল। মেয়ের সুখের কথা চিন্তা করে পাত্র পক্ষের দাবি অনুযায়ী সব কিছু মিটিয়ে দেওয়াও হয়েছিল। এই অবস্থায় গত ২৯ মে মেয়ের বাড়ি থেকে ফোনে জানানো হয় সুমিত্রা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। খবর পেয়ে বাপের বাড়ির লোকজন ছুটে এসে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে নিয়ে সোজা চলে আসে জিবি হাসপাতালে। কিন্তু সেখানে নিয়ে আসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মেয়ের মৃতদেহ হাসাপাতালে রেখেই পরিবারের লোকজনরা সাব্রুম গিয়ে স্বামী প্রসেনজিতের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। রবিবার জিবি হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর তাদের হাতে তোলে দেওয়া হয়।

চড়িলাম ধারিয়াথল গ্রামীণ রাস্তার বেহাল দশা, সংস্কার নেই, যানবাহন চলাচলে বিঘ্নিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩১ মে।। যান চলাচলের পাশাপাশি পথচলতি মানুষের ধারিয়াথল আঞ্চলিক সড়কের বেহাল দশার কারনে অসুবিধার সম্মুখিন হতে হচ্ছে ।রাস্তাটির বিভিন্ন স্থানে খানাখন্দে সৃষ্টি হয়েছে ।চড়িলাম বিধানসভার অন্তর্গত ধারিয়াথল গ্রামীণ এই সড়কটির বেহাল দশা। এতে করে প্রতিদিন বারোশো মানুষের চরম দুর্ভোগে পোহাতে হচ্ছে। ধারিয়াথল খাংগ্রাই চৌমুহনী থেকে রামনগর যাওয়ার একমাত্র গ্রামীণ সড়কটির খানাখন্দের কারনে বিশেষ করে সাইকেল মোটরসাইকেল চালকদের পড়তে হয় দুর্ঘটনার কবলে। ধারিয়াথল থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার রাস্তায় ঘুরে যেতে হয় এ রাস্তার বেহাল দশার জন্য।

বিগত বামফ্রন্ট সরকার আমলে একটি পাকা সেতু তৈরি করা হয়েছিল কিন্তু বিজেপি সরকার আসার পর ২ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এই গ্রামীন সড়কটির ব্যাপারে সংস্কারের উদ্যোগ নেই বলে জানান ধারিয়াথলের কিছু কিছু মানুষ। কৃষকরা জানান এলাকা থেকে প্রতিদিন কোন কাজে অন্য জায়গায় যেতে হলে ৭ কিলোমিটার রাস্তা বেশি ঘুরে যেতে হয়। ধান কেটে নিয়ে যেতে হলেও খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় কৃষকদের। তাছাড়া কোন অসুস্থ্য রোগিকে বিশালগড় অথবা বিশ্রামগঞ্জ নিয়ে যেতে হলে রাস্তার বেহাল দশার জন্য অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

শান্তিরবাজারের দেবীপুর এডিসি ভিলেজে সিপিএমের উদ্যোগ ত্রাণ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩১ মে।। গরীব লোকজনদের দুঃ সময়ে সাহায্যের হাত বাড়ীয়ে দিলো সি পি আই এম এর শান্তির বাজার বিভাগীয় কমিটির সদস্যরা। করুনা ভাইরাসের মহামারি চলাকালিন সময়ে গরিব লোকজন যাতে করে অভুক্ত না থাকে সকলের সঙ্গে তাল মিলিয় তার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে সি পি আই এম সমর্থীত কর্মীরাও। আজ শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত দেবীপুর এডিসি ভিলেজের গরীব লোকজনদের সাহায্যের হাত বাড়ীয়েদেন সি পি আই এম সমর্থীত কর্মীরা। আজকে এই খাদ্য সামগ্রী বিতরনি ছয়ের পাতায় দেখুন

জলে ডুবে গাড়ি চালকের মৃত্যু উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩১ মে।। গতকাল থেকে নিখোঁজ লক্ষণ দাসের (৩৬) মৃত দেহ আজ নিজ ঘর সংলগ্ন পুকুরের জলে পাওয়া যায়। ঘটনা উদয়পুর উত্তর মহারানী গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নং ওয়ার্ডে। গতকাল লক্ষণ দাস দুপুরে একটি বক ধরেন। তারপর উনার ঘরের পেছনেই বড় দিঘি নামে একটা দিঘিতে(ঝুপ ঝাড় সম্বলিত) পড়ে যান। উনি পেশায় গাড়ি চালক ছিলেন। খুব সহজ সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ওনার একটি ছোট ছেলে আছে। আজ সকালে পরিবারের লোকজন ও এলাকাবাসী ওনার দেহ জলে ভাসতে দেখে মহারানি আউট পোষ্টে খবর দিলে পুলিশ জল থেকে লক্ষণ দাসের মৃত্যু দেহ উদ্ধার করেন। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন।

বিলোনীয়ায় সিপিএমের উদ্যোগে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩১ মে।। বর্তমানে দেশের এই লকডাউন পরিস্থিতিতে আমাদের রাজ্যেও বিভিন্ন সমাজসেবি সংগঠন থেকে রাজনৈতিক সংগঠন গুলি বিভিন্ন ত্রান সামগ্রী নিয়ে শহর থেকে গ্রামের সাধারন মানুষে পাশে দাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এরই মধ্যে বিরোধি রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যথেকে অভিযোগ তুলতে শুরু করেছে ক্ষমতাসীন দল নাকি, ত্রাণ সামগ্রী বিতরনে বাধা দিচ্ছে। রবিবার সকালেও ত্রাণ সামগ্রী বিতরন করতে গিয়ে রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুধন দাস তার নিজ বিধানসভা কেন্দ্রেই বিজেপি কর্মীদের দারা বাধা প্রাপ্ত হন। এনিয়ে এদিন দুপুর দুটায় বিলোনীয়া সিপিএম বভাগীয় অফিসে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার, বিভাগীয় সম্পাদক তাপস দত্ত সহ বিধায়ক সুধন দাস। জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার সরকারের কাছে আবেদন রাখেন বহিরাজ্য থেকে আসা মানুষ দের সরকারি ভাবে কোয়ারেনটেনে রেখে সোয়াব টেষ্ট করা হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।